

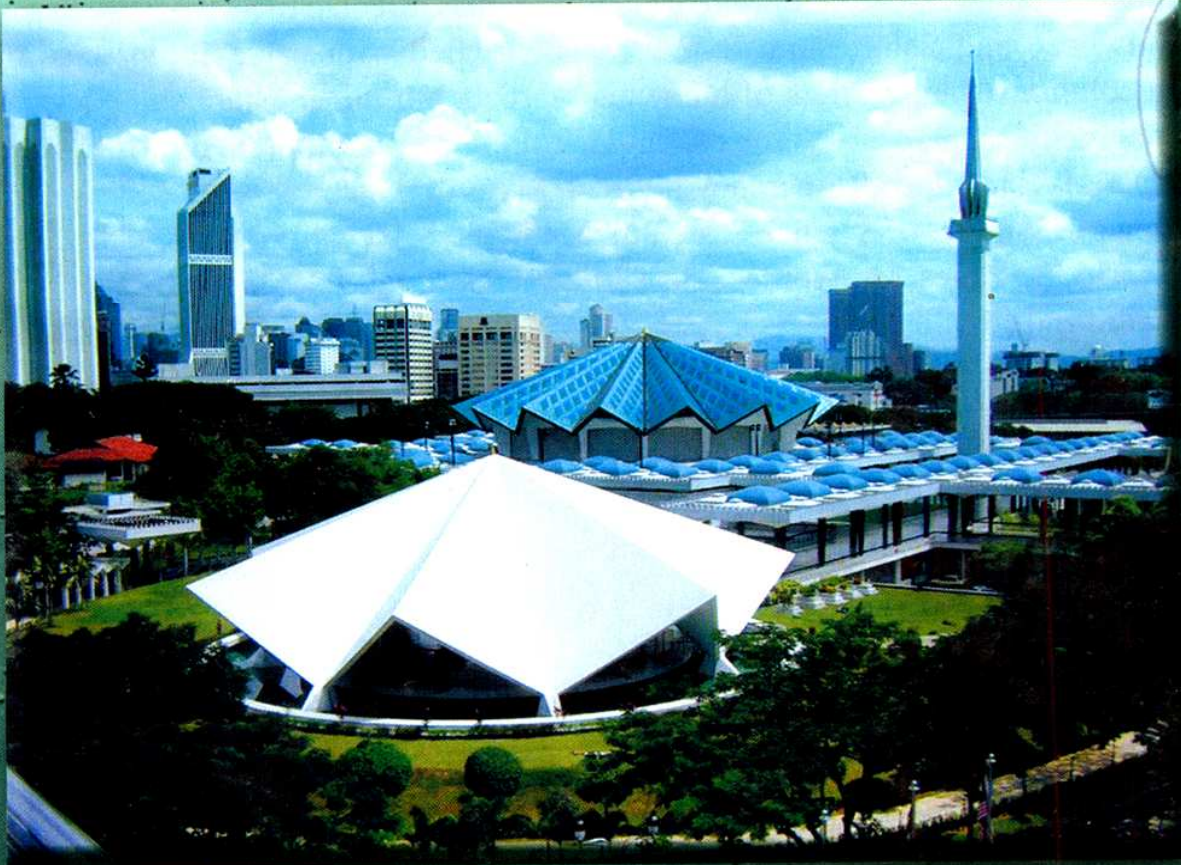
মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০০৯



মাসিক

সম্পাদকীয়

অত্র-গ্রাহক

১২তম বর্ষ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং ১২ম সংখ্যা

সূচীপত্র

☆ সম্পাদকীয়	০২
☆ দরসে কুরআনঃ	
□ আছহাবুল উখদুদ-এর শিক্ষণীয় ঘটনা - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	০৪
☆ প্রবন্ধঃ	
□ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী (১২তম কিস্তি) - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	০৯
□ আল্লাহর পথে দাওয়াত (শেষ কিস্তি) - আব্দুল ওয়াদুদ	১৭
□ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল - আত-তাহরীক ডেস্ক	২০
□ ফরিয়াদ শুধু আল্লাহর কাছে - মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	২২
□ যাকাত ও ছাদাক্বা - আত-তাহরীক ডেস্ক	২৪
☆ কবিতাঃ	২৬
◆ ধনীর ইফতারী ◆ শব-ই-কদর	
◆ খুশির ঈদ ◆ রোযা ঈদ	
☆ সোনামণিদের পাতা	২৭
☆ স্বদেশ-বিদেশ	২৮
☆ মুসলিম জাহান	৩০
☆ বিজ্ঞান ও বিস্ময়	৩০
☆ সংগঠন সংবাদ	৩১
☆ প্রশ্নোত্তর	৩৪
☆ বর্ষসূচী	৪১

রাজনৈতিক দর্শন

রাজা যে নীতির ভিত্তিতে রাজ্য চালান, তাকে রাজনীতি বলা হয়। বিগত দিনে অনেক রাজা অত্যাচারী ছিলেন বিধায় এখন আর কেউ 'রাজা' কথাটা মুখে আনেন না। কিন্তু 'রাজনীতি' পরিভাষাটা কেউ ছাড়তে চান না। পরিভাষা যেটাই হোক না কেন রাজনীতির মূল দর্শন হ'ল সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। সেটা কী হবে? এ বিষয়ে পৃথিবীতে সর্বযুগে দু'টি দর্শনের সংঘাত চলে আসছে। এক-সমাজভুক্ত লোকদের মতি-মর্যাদা অনুযায়ী সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। একে বলে জাতীয়তাবাদী সমাজ বা রাষ্ট্র দর্শন। এইরূপ সমাজ বা রাষ্ট্রে সাধারণতঃ শক্তিশালী দল, শ্রেণী বা ব্যক্তির স্বৈরাচারী শাসন কায়ম হয়। কখনো ব্যক্তির নামে, কখনো জনগণের নামে এই লোকগুণিই হয় সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার। নেতার ইচ্ছা-অনিচ্ছাই এখানে নীতি হিসাবে গণ্য হয়, যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই সমাজের রাজনীতি নিকৃষ্ট পর্যায়ের হয়ে থাকে। শাসক দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা ও শাসনযন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মূর্তমান শোষণ ও জাল্লাদের রূপ ধারণ করে ও পুরা সমাজকে নরকে পরিণত করে। নেতা অনেক সময় এটা না চাইলেও তার করণীয় কিছুই থাকে না। কারণ দলের নেতা-কর্মীরা নাখোশ হ'লে দল টিকবে না, নেতাও টিকবেন না। নামে-বেনামে পৃথিবীতে যুগে যুগে এই ধরনের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা চলে আসছে। ময়লুম ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ কখনোই এ নীতি সমর্থন করে না। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা এই যে, দুর্বল শ্রেণীর লোকদের সাহায্যে ও সমর্থনেই এক শ্রেণীর লোক ক্ষমতা দখল করে এবং এদের উপরে যুলুম করে থাকে। যা আজও চলছে নানা চটকদার নাম ও মোড়কের আড়ালে মুখ লুকিয়ে।

দুই- আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এই সমাজে শাসক-শাসিত সকলেই হয় আল্লাহর গোলাম। আর তাঁর দাসত্বের অধীনে সকল মানুষ হয় সমান

ও স্বাধীন। এখানে নেতা বা শাসক কেবল আল্লাহর বিধানের প্রয়োগকারী হয়ে থাকেন। জনগণ আল্লাহর বিধান সমূহকে হাসিমুখে বরণ করে নেয় দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে। আল্লাহর দেওয়া আলো-বাতাস যেমন সবার প্রতি সমভাবে কল্যাণময় এবং অপরিবর্তনীয়, তেমনি আল্লাহর দেওয়া বিধানসমূহ হয় সকলের জন্য সমান ভাবে কল্যাণময় এবং অপরিবর্তনীয়। এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন 'আল্লাহ'। আমীর বা খলীফা হন আল্লাহর প্রতিনিধি ও জনগণের প্রতিনিধি। আমীর কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধানকে এড়িয়ে যেতে পারেন না বা কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংযোজন-বিয়োজন করতে পারেন না। তিনি তাঁর নিয়োজিত পার্লামেন্ট ও বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, যারা সর্বদা আল্লাহর বিধানের দাসত্ব করেন ও তাঁর বিধানের অনুকূলে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তার বাইরে যেতে পারেন না। কেননা আল্লাহর বিধানের বাইরে গেলেই তারা শয়তানের ফাঁদে আটকে যাবেন ও তাতে জনগণের ও সমাজের সমূহ ক্ষতি ও অকল্যাণ হবে। এমনকি বিশ্ব প্রকৃতিতেও তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। আসমানী ও যমীনী গযব সমূহ নেমে আসবে। সাধারণ জনগণ সর্বদা আল্লাহ প্রেরিত ন্যায়ানুগ শাসন কামনা করেন। কিন্তু শয়তানের দাসত্বকারী কিছু মানুষ সর্বদা যুলুম, প্রলোভন ও প্রতারণার মাধ্যমে তাদেরকে বশীভূত করে নিজেদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে থাকেন।

যুগে যুগে নবীগণ মানুষকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি এই আহ্বান নিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত (শয়তান) হ'তে দূরে থাক' (নাহল ৩৬)। কোন কোন নবী স্বয়ং রাষ্ট্রনেতা হিসাবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করেছেন। সে সময় পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস বয়ে গেছে। সমাজ চিরদিন তাঁদের স্মরণ করে থাকে। এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করাকেই বলা হয় 'তাওহীদে ইবাদত'।

এদিকেই শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ক্ষমতাগর্ভী কুরায়েশ নেতাদের প্রতি দ্ব্যর্থহীন কঠে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা বল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। 'নেই কেউ প্রভুত্বের ও সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ ব্যতীত'। তাহ'লেই তোমরা সফলকাম হবে'। এযুগেও আমাদের আহ্বান হ'ল 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'- তাহ'লেই হে পৃথিবীর মানুষ! তোমরা সফলকাম হবে। নতুবা যুগে যুগে কেবল নেতার বদল হবে, কিন্তু মানুষের অবস্থার কোন বদল হবে না। বরং দিন দিন অবনতি হবে।

প্রশ্ন হ'ল, সমাজে প্রচলিত জাহেলী বিধানের সাথে আপোষ করে কি আল্লাহর বিধান কায়েম করা সম্ভব? ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ব্যতীত কি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? নবীগণ কি শিরকের সাথে আপোষ করে দ্বীন কায়েম করেছিলেন? কখনোই নয়। তাঁরা একা থেকেছেন। বছরের পর বছর সীমাহীন বাধা, অপবাদ ও অত্যাচারের তীব্র কষাঘাত সহ্য করেছেন। অনেকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি যালেমদের হাতে জীবন দিয়েছেন। তথাপি বিাতিলের সাথে আপোষ করেননি। আজও যদি কেউ সমাজ পরিবর্তনে আকাংখী হন ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন, তাহ'লে তাঁকে অবশ্যই আপোষহীনভাবে নবীগণের তরীকায় দাওয়াত ও ইছলাহের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তাঁর প্রেরিত কিতাব ও দ্বীনকে অবশ্যই হেফযত করবেন। আমাদের দায়িত্ব কেবল তাঁর দেখানো পথে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল মানবকল্যাণের সর্বাপেক্ষা বড় উৎস। এ দুই উৎসের আলোকধারায় চলার প্রতিজ্ঞা নিয়েই মানবজাতিকে তার জীবন পথ পাড়ি দিতে হবে। এর বাইরে পা ফেললেই তাকে শয়তানের বিছানো জালে জড়িয়ে যেতে হবে। যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ হয়ত আর কখনোই সে পাবে না আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত।

আল্লাহর বিধান কায়েম হবে জন-ইচ্ছার উপরে ভিত্তি করে, অন্য কোনভাবে নয়। আর সেকারণ নবীগণ সর্বদা

জনগণের কাছে গিয়েছেন। তাদেরকে বুঝিয়েছেন, ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এভাবে ব্যক্তি জীবন আল্লাহর দাসত্বে অভ্যস্ত হ’লে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কায়ম হবে ইনশাআল্লাহ। জনগণ স্বেচ্ছায় তা কবুল করবে। কোনরূপ প্রলোভন বা যবরদস্তির প্রয়োজন হবে না। অথচ করণ বাস্তবতা এই যে, এদেশের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ আজ পর্যন্ত জানেন না তাওহীদ কী? আল্লাহর দাসত্বের সারবত্তা কি? আল্লাহর বিধান সমূহ কি? তাতে দুনিয়া ও আখেরাতে লাভ কী? তাদের অনেকে ছালাত-যাকাত-হিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি পালন করেন। অনেকে এসব ইবাদতকে স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা মনে করেন কিংবা দলীয় সমর্থন আদায়ের কৌশল মনে করেন। এমতাবস্থায় সাধারণ লোকদের অবস্থা কী, তা আঁচ করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অতএব দ্বীন কায়মের সুন্দর আকাংখাই যথেষ্ট নয়, বরং আকাংখা বাস্তবায়নে নবীগণের তরীকার অনুসারী হওয়া আবশ্যিক। নবীগণ ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেননি। বরং শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া এবং তাঁর দাসত্বে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। হেদায়াত পাওয়া ও শাসনক্ষমতা লাভের বিষয়টি কেবলমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। দাওয়াত দেওয়া ফরয। দাওয়াতকে বিজয়ী করা ফরয নয়। বরং সে দায়িত্ব আল্লাহর।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মুসলিমদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে আল্লাহর পথে আদেশ ও শয়তানের পথ থেকে নিষেধ করার জন্য (আলে ইমরান ১১০)। তাদের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দর্শন হ’ল ‘তাওহীদে ইবাদত’। অর্থাৎ সার্বিক জীবনে আল্লাহর দাসত্ব করা এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের রাজনৈতিক দর্শনও সেটাই। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রচলিত শিরকী রাজনীতির বন্ধ জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব বরণের মধ্যেই

কেবল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। সমাজের কল্যাণকামী দূরদর্শী রাজনীতিকদের আমরা সেদিকেই আহ্বান জানাই। [স.স.]

বর্ষশেষের নিবেদনঃ

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ‘আত-তাহরীক’ অত্র সংখ্যার মাধ্যমে তার যাত্রাপথে দীর্ঘ এক যুগ পূর্ণ করল। আলহামদুলিল্লাহ। মাঝে ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৮-এর আগস্ট পর্যন্ত ৩ বছর ৭ মাস যে বিপদ সংকুল পরিবেশে ‘আত-তাহরীক’ পথ চলেছে, তা আল্লাহর বিশেষ রহমত ব্যতীত সম্ভব ছিল না। ভিতরের ষড়যন্ত্র ও বাইরে সরকারী নির্যাতন ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ‘আত-তাহরীক’ তার আদর্শ ও লক্ষ্যে অবিচল থেকে একটি সংখ্যাও বন্ধ না হয়ে নানা চড়াই-উত্থাই পেরিয়ে যে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল, সেজন্য আমরা প্রথমে আল্লাহর প্রতি হৃদয়ভরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অতঃপর ‘আত-তাহরীক’-এর সাহসী সম্পাদকীয় বিভাগ, দরদী পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ী ভাই-বোনদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আমাদের খুলুছিয়াতকে কবুল করুন এবং দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে আমাদের প্রতি রুজু করে দিন-আমীন!

পরিশেষে রামাযানের বরকতমণ্ডিত মাসে আমরা আমাদের শুভাকাংখী ভাই-বোনদের প্রতি প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সংগঠনের কলমী জিহাদে উৎসাহভরে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। [স.স.]

**রামাযানের এ পবিত্র মাসে
আপনি আহলেহাদীছ
আন্দোলনের জন্য অধিক
সময় ও অর্থ ব্যয় করুন!**

আহ্‌যাবুল উখদুদ-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ - وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ - وَشَاهِدٍ
وَمَشْهُودٍ - قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ - النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ - إِذْ
هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ - وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ -
وَمَا نَعْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ - الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ -
إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ -

১. শপথ নক্ষত্র শোভিত আকাশের (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের (৩) এবং সাক্ষ্যদাতার ও যার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হয়। (৪) অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা (৫) বহু ইন্ধনযুক্ত আগুন ওয়ালারা। (৬) যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল (৭) এবং বিশ্বাসীগণের সাথে যে আচরণ তারা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল। (৮) তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল কেবল একারণে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মহাপরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহর উপরে। (৯) যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা। বস্ত্ততঃ আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। (১০) নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নির্যাতন করেছে, অতঃপর তারা তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং রয়েছে তীব্র দহন জ্বালা'।

(১-৩) وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ
وَمَشْهُودٍ،

এর একবচন برج যার অর্থ খোলামেলা হওয়া ও প্রকাশিত হওয়া। এ কারণে নারীর পর্দাহীনতাকে تَبْرَج বলা হয়। একই কারণে উঁচু টাওয়ারকে এবং গুম্বজকে 'বুর্জ' বলা হয়। তবে এখানে অর্থ হ'ল 'তারকারাজি'। কেননা তা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে এবং স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আল্লাহ এখানে তিনটি বস্ত্তর শপথ করেছেন। নক্ষত্র-শোভিত আকাশের, ক্বিয়ামত দিবসের এবং ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত শাহেদ ও মশহুদের অর্থাৎ নবী ও আগে-পিছের সকল উম্মত ও ফেরেশতামণ্ডলীর। ইমাম বাগাভী বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে শাহেদ ও মশহুদ অর্থ জুম'আর দিন ও আরাফাহর দিন।

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসান বিন আলী (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেন, هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا قَبْلِي 'তুমি কি আমার পূর্বে কাউকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। ইবনু ওমর ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছেন, কুরবানীর দিন এবং জুম'আর দিন'। তখন হাসান বললেন, না। বরং 'শাহেদ' অর্থ মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অতঃপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا -

'আর সেদিন কি অবস্থা হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হ'তে একজন সাক্ষ্যদাতাকে (অর্থাৎ তাদের নবীকে) ডেকে আনব এবং আপনাকে দাঁড় করাবো তাদের সকলের উপরে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে' (নিসা ৪/৪১)।

অতঃপর তিনি বলেন, 'মশহুদ' অর্থ ক্বিয়ামতের দিন। এর প্রমাণে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لُّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ দিন, যেদিন সকল মানুষ একত্রিত হবে। আর সেদিনটি যে হাযির হওয়ার দিন' (হুদ ১১/১০৩)। তাছাড়া অন্য আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا 'আহ্‌যাব ৩৩/৪৫)।

বস্ত্ততঃ ক্বিয়ামতের দিন আগে-পিছের সকল উম্মত একত্রে সমবেত হবেন। যাদের সাক্ষ্যদাতা হবেন স্ব স্ব নবীগণ এবং সকলের উপরে সাক্ষী হবেন আমাদের নবী, শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। এছাড়া সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকবেন প্রত্যেক মানুষের সার্বক্ষণিক সাথী ও সাক্ষী ফেরেশতা মণ্ডলী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ 'সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে, তার সঙ্গে থাকবে একজন চালক ও একজন কর্মের সাক্ষী' (ক্বাফ ৫০/২১)।

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ বলার পরেই وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার যথার্থতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ، إِذْ هُمْ
عَلَيْهَا قُعُودٌ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ،

ফাররা বলেন, পূর্বের আয়াত সমূহে বর্ণিত শপথের জওয়াব হিসাবে অত্র আয়াতগুলি নাযিল হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক ঘটনার খবর দিয়ে অত্র আয়াতগুলিতে যালেমদের উপরে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গর্তওয়ালারা অভিশপ্ত হয়েছে। যারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে মুমিন নর-নারীদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং এই মর্মান্তিক দৃশ্য বসে বসে উপভোগ করেছে। এখানে **لُعِنَ** অর্থ **قُتِلَ** 'অভিশপ্ত হয়েছে'! আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, **قُتِلَ** **كُلِّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ قُتِلَ فَهُوَ لُعِنَ** এসেছে, সেখানেই তার অর্থ হবে **لُعِنَ** অর্থাৎ 'অভিশপ্ত হয়েছে' (কুরতুবী)। ফাররা বলেন, **قُتِلَ**-এর পূর্বে একটি 'লাম তাকীদ' (**لَ**) উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ **لَقُتِلَ** 'অবশ্যই ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা'। যেমন **وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا** 'সূর্য ও প্রভাতকালের শপথ'-এর পর একে একে ৭টি শপথ শেষে আল্লাহ বলছেন, **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا** 'যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করেছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে' (শামস ৯১/৯)।

الْأَخْذُودُ অর্থ ভূগর্ভের বড় গর্ত। এর উৎপত্তি **حَدَّ** থেকে, যার অর্থ মুখগহ্বর। এখানে অগ্নিগহ্বরের বুঝানো হয়েছে।

بَدَلَ **الاشْتِمَالِ** হ'তে **الاحْذُودِ** পূর্বের **ذَاتِ الْوَقُودِ**, হয়েছে। অর্থাৎ বহু ইন্ধনযুক্ত আগুনের গর্ত। 'গর্তওয়ালারা অভিশপ্ত হয়েছে' বলে তাদের পরকালীন ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। ইহকালে গর্তওয়ালারা যালেমরা জিতে গেলেও মানবতার কাছে ওরা চিরদিনের জন্য পরাজিত হয়েছে এবং ইতিহাসে ঘণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নিহত ঈমানদার নর-নারীগণ চিরকালের জন্য বরণীয় ও সম্মানিত হয়েছেন।

শানে নুযুল : ইমাম আহমাদ, মুসলিম (হা/৩০০৫); তিরমিযী (হা/৩৫৭৮ অনুচ্ছেদ ৭৬) প্রমুখ হযরত ছোহায়েব রুমী (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে এ বিষয়ে যে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন সংক্ষেপে তা এই যে, প্রাক-ইসলামী যুগের জৈনিক বাদশাহর একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য একজন বালককে তার নিকটে জাদু বিদ্যা শেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। বালকটির নাম আব্দুল্লাহ বিন ছামের (**عبد**) **اللَّهِ** **بِنِ الْثَامِرِ**। যাতায়াতের পথে একটি গীর্জায় একজন পাদ্রী ছিল। বালকটি দৈনিক তার কাছে বসতো। পাদ্রীর বক্তব্য শুনে সে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু সে তা চেপে

রাখে। একদিন দেখা গেল বড় একটি হিংস্র জন্তু (সিংহ) রাস্তা আটকে দিয়েছে। লোক ভয়ে আগাতে পারছে না। বালকটি মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, পাদ্রীর দাওয়াত সত্য, না জাদুকরের দাওয়াত সত্য। সে একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়ে বলল,

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ
فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمُتِيَ النَّاسُ،

'হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর দাওয়াত তোমার নিকটে জাদুকরের বক্তব্যের চাইতে অধিক পসন্দনীয় হয়, তাহলে এই জন্তুটাকে তুমি মেরে ফেল, যাতে লোকেরা যাতায়াত করতে পারে'। অতঃপর সে পাথরটি নিক্ষেপ করল এবং জন্তুটি সাথে সাথে মারা পড়ল। এ খবর পাদ্রীর কানে পৌঁছে গেল। তিনি বালকটিকে ডেকে বললেন, **يَا بَنِي أَنْتَ** 'হে افضل مني وإنك سئلتني فإن أتليت فلا تدل علي' বৎস! তুমি আমার চাইতে উত্তম। তুমি অবশ্যই সত্ত্বর পরীক্ষায় পড়বে। যদি পড়ো, তবে আমার কথা বলো না'। বালকটির কারামত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার মাধ্যমে অন্ধ ব্যক্তি চোখ ফিরে পেত। কুষ্ঠরোগী সুস্থ হ'ত এবং অন্যান্য বহু রোগ ভাল হয়ে যেত। ঘটনাক্রমে বাদশাহর এক সভাসদ ঐ সময় অন্ধ হয়ে যান। তিনি বহুমূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে বালকটির নিকটে আগমন করেন। বালকটি তাকে বলে, **مَا أَنَا أَشْفِي أَحَدًا إِذَا يَشْفِي اللَّهُ فَإِنْ**

আমি কাউকে রোগমুক্ত করি না। এটা কেবল আল্লাহ করেন। এক্ষণে যদি আপনি আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহলে আমি আল্লাহর নিকটে দো'আ করব। অতঃপর তিনিই আপনাকে সুস্থ করবেন'। মন্ত্রী ঈমান আনলেন। বালক দো'আ করল। তিনি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন। পরে রাজদরবারে গেলে বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আমার পালনকর্তা আমাকে সুস্থ করেছেন। বাদশাহ বললেন, **لَا بَلَّ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ** 'না। বরং আমার ও আপনার পালনকর্তা হ'লেন আল্লাহ'। তখন বাদশাহর হুকুমে তার উপরে নির্যাতন শুরু হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তিনি উক্ত বালকের নাম বলে দেন। তখন বালককে ধরে এনে একই প্রশ্নের একই জবাব পেয়ে তার উপরেও চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। ফলে এক পর্যায়ে সে পাদ্রীর কথা বলে দেয়। তখন বৃদ্ধ পাদ্রীকে ধরে আনলে তিনিও একই জওয়াব দেন। বাদশাহ তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে বললে তারা অস্বীকার করেন। তখন পাদ্রী ও মন্ত্রীকে জীবন্ত করাতে চিরে তাদের মাথাসহ দেহকে দু'ভাগ করে ফেলা হয়। এরপর বালকটিকে পাহাড়ের চূড়া

থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে বাদশাহর হুকুম বরদাররাই মারা পড়ে। অতঃপর তাকে নদীর মধ্যে নিয়ে নৌকা থেকে ফেলে দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও বালক বেঁচে যায় ও বাদশাহর লোকেরা ডুবে মরে। দু'বারেই বালকটি আল্লাহর নিকটে দো'আ করেছিল, اللهم اكفنيهم

ما شئت 'হে আল্লাহ এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন যেভাবে আপনি চান'। পরে বালকটি বাদশাহকে বলে, আপনি আমাকে কখনোই মারতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি আমার কথা শুনবেন'। বাদশাহ বললেন, কি সে কথা? বালকটি বলল, 'আপনি সমস্ত লোককে একটি ময়দানে জমা করুন। অতঃপর একটা তীর নিয়ে আমার দিকে নিক্ষেপ করার সময় বলুন, بسم الله رب الغلام 'বালকটির পালনকর্তা আল্লাহর নামে'। বাদশাহ তাই করলেন এবং বালকটি মারা গেল। তখন উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ সম্মুখে বলে উঠলো 'أما رب الغلام' 'আমরা বালকটির প্রভুর উপরে ঈমান আনলাম'।

তখন বাদশাহ বড় বড় গর্ত খুঁড়ে বিশাল বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে সবাইকে হত্যা করেন। নিক্ষেপের আগে প্রত্যেককে ধর্মত্যাগের বিনিময়ে মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু কেউ তা মানেনি। শেষদিকে একজন মহিলা তার শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। হঠাৎ কোলের অবোধ শিশুটি বলে ওঠে الحق على اصبري يا أمه فإنك على الحق 'শক্ত হও হে মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছো'। তখন বাদশাহর লোকেরা মা ও ছেলেকে একসাথে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী ঐদিন ৭০ হাজার মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

গর্তওয়ালা কারা?

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী গর্তওয়ালা ঐ ব্যক্তি ছিলেন ইয়ামনের ইহুদী বাদশাহ ইউসুফ যুনাওয়াস আল-হিমইয়ারী। তিনি জানতে পারেন যে, নাজরানের পৌত্তলিক অধিবাসীরা সব তাওহীদবাদী খৃষ্টান হয়ে গেছে জনৈক বালক আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছামিরের ইবাদত গুয়ারী ও কারামতে মুগ্ধ হয়ে। তখন সম্রাট নাজরানবাসীকে এখতিয়ার দিলেন, হয় তারা শিরকপত্নী ইহুদী হবে, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে। এতে নাজরানবাসী মৃত্যুকে বরণ করল। কিন্তু ঈমান ছাড়তে রাযী হ'ল না। তখন তাদেরকে বহু অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি দাওস যু ছা'লাবান (دوس ذو ثعلبان) কোনক্রমে পালিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী শামের রোম সম্রাট ক্বায়ছারকে খবর দেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ হাবশার শাসক

নাজ্জাশীকে নির্দেশনামা পাঠান। নাজ্জাশী তখন আরিয়াত্ব ও আবরাহা নামক দুই সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তারা সসৈন্যে গিয়ে ইয়ামনকে ইহুদী দুঃশাসন থেকে মুক্ত করেন। যা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকে। অত্যাচারী সম্রাট ইউসুফ যুনাওয়াস পালিয়ে গিয়ে সাগরে বাঁপ দিয়ে ডুবে মরে। উল্লেখ্য যে, তখন থেকে নাজরানে ঈসায়ী ধর্ম শিকড় গাড়ে। যা শেষনবীর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় এবং তারা পরে সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হন।

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، (৮-৯) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 'তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল কেবল এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহর উপরে'। 'যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা। বস্তত: আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।' অর্থাৎ উক্ত অত্যাচারিত মানুষগুলির একমাত্র অপরাধ ছিল আল্লাহর উপর ঈমান আনা। আর একারণেই তাদের উপরে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল। যদি তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা বাপ-দাদার শিরকী ধর্মের উপরে টিকে থাকত এবং আল্লাহর উপরে ঈমান না আনতো, তাহ'লে তাদের উপরে এই যুলুম নেমে আসতো না।

এখানে আল্লাহ স্বীয় ছিফাত হিসাবে 'আযীয' ও 'হামীদ' এনেছেন। অতঃপর বলেছেন, যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা এবং যিনি সবকিছু দেখছেন'। একথাগুলির মধ্যে যালেমদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। বরং প্রকাশ্যেই বলে দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারী যতবড় শক্তিশালী হোক না কেন তার অত্যাচার প্রতিরোধে তিনি 'আযীয' বা মহাপরাক্রান্ত। আর ময়লুমের পক্ষে যালেমদের বদলা নেয়ার জন্য তিনি 'হামীদ' বা প্রশংসিত। আসমান ও যমীনের বাইরে পালাবার কোন ক্ষমতা যালেমদের নেই। আর এসবের উপরেই রয়েছে আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরংকুশ মালিকানা।

عالم بأعمال خلقه لا تخفى أर्थ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 'তিনি তার সৃষ্ট জীবের কর্মসমূহ জানেন। তাকে লুকিয়ে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়।' এর দ্বারা যালেম ও ময়লুম উভয়কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। যালেম যেন যুলুম না করে এবং ময়লুম যেন ধৈর্য হারিয়ে কুফরী না করে। বরং যালেমদের জানা উচিত যে, তাদের এই যুলুম হ'ল উম্মতের জাগৃতির সোপান।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تَمَّ لَمْ يَتُوبُوا (১০)
 নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নির্যাতন করেছে, অতঃপর তারা তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং রয়েছে তীব্র দহন জ্বালা।’ অর্থাৎ গর্তওয়ালা কাফেররা যেসব নারী-পুরুষকে ঈমান আনার কারণে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। অথবা মক্কাবাসীরা শেখনবী ও তাঁর সাথীদের উপরে যে যুলুম করেছে এবং যুগে যুগে যালেমরা ঈমানদারগণের উপরে যে নির্যাতন করে থাকে, অথচ এরপরেও তারা তওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামে দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে। এক তো কুফরীর শাস্তি। দ্বিতীয় ঈমানদারগণকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ও নির্যাতন করার শাস্তি। জাহান্নামে এই দ্বিগুণ শাস্তি কিভাবে দেওয়া হবে, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন। তবে আমরা যেমন তিনশ’ পাওয়ারের হিটর ব্যবহার করি, আবার হাযার পাওয়ারের হিটর ব্যবহার করি থাকি। অনুরূপভাবে জাহান্নামের হিটারের সুইচ যার হাতে, তিনি কিভাবে কাকে সেখানে শাস্তি দিবেন, কত মাত্রায় দিবেন, সেটা তিনিই ভাল জানেন। হাসান বাছরী বলেন, انظروا الى هذا الكرم والجلود قتلوا أوليائه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة-
 ‘আল্লাহর দয়া ও করুণা দেখ! তার বন্ধু ঈমানদারগণকে যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করল, তিনি তাদেরকেও তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছেন’ (ইবনু কাছীর)। অর্থাৎ তারা যদি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তিনি ঐ দুরাচার কাফেরদের ক্ষমা করে দেবেন। নইলে জাহান্নামে কঠিন শাস্তি দিবেন।

অত্র আয়াতে মুমিনদের ফিৎনায় নিষ্কপকারী ও যুগে যুগে নির্যাতনকারী যালেমদের প্রতি যেমন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তেমনি তাদেরকে যুলুম থেকে তওবা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এক গভীর দূরদৃষ্টি। কেননা যালেমরা যদি একবার ভেবে নেয় যে, তাদের পাপের কোন ক্ষমা নেই, তাহলে তারা যিদ বশে অধিক পাপকাজে উৎসাহী হবে। আর যদি মনে করে যে, তওবা করলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন, তাহলে তারা দ্রুত অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে এবং তাদের জীবনের মোড় পবিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 হে রাসূল আপনি বলে দিন যে, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের নফসের উপরে যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল

গোনাহ মাফ করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়’ (যুমার ৩৯/৫৩)।

১০ম আয়াতে বর্ণিত জাহান্নামের আযাব ও দহন জ্বালায় আযাবের অর্থ এটাও হতে পারে যে, যালেমদের আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে দু’জায়গাতেই হবে এবং সাধারণত: সেটাই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
 ‘আমরা অবশ্যই তাদেরকে বড় শাস্তির পূর্বে লঘু শাস্তির স্বাদ আশ্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে’ (সাজদাহ ৩২/২১)। নি:সন্দেহে যালেমদের এই শাস্তি দুনিয়াতেই হবে। নইলে আখেরাতে তো আর তওবা করে ফিরে আসার সুযোগ নেই। আদ, ছামূদ, ফেরাউন, আবু জাহল, আবু লাহাব সহ বিগতযুগের ও বর্তমান যুগের কোন যালেমই আল্লাহর এই শাস্তি থেকে রেহাই পায়নি, পাবেও না। বলা চলে যে, এটা আল্লাহর এক সাধারণ নীতি। এছাড়া আখেরাতের কঠিন শাস্তি তো আছেই। যা দুনিয়াবী শাস্তির তুলনায় হাযার গুণ বেশী। যেমন আল্লাহ বলেন, لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ آخِرَ ۗ أَسْخُوفٌ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَّاقٍ
 ‘দুনিয়ার জীবনে এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অবশ্যই আখেরাতের আযাব এর চাইতে কঠোরতম। আল্লাহর কবল থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই’ (রাদ ১৩/৩৪)।

শিক্ষণীয় বিষয়:

আছহাবুল উখদূদের কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ পাক মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের সাপ্তানা দিয়েছেন। যাহহাকের বর্ণনা মতে রাসূলের আবির্ভাবের মাত্র চল্লিশ বছর পূর্বে অর্থাৎ তাঁর জন্মবর্ষে ইয়ামনের বৃকে ঘটে যাওয়া (কুরতুবী ১৯/২৫৪) এই মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবা ও পরবর্তী উম্মতকে সাবধান করেছেন যেন তারা দুনিয়াবী লাভের চিন্তা করে কোন শাসন-নির্যাতনের মুখে ইসলাম থেকে বিচ্যুত না হয় এবং আখেরাত যেন হাতছাড়া না করে।

উক্ত ঘটনায় দেখা গেছে যে, ঐ বৃদ্ধ পাদ্রী ও মস্ত্রীকে মাথায় করাত দিয়ে জীবন্ত চিরে দু’ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তথাপি তারা ঈমান ত্যাগ করেননি। ছোট্ট বালকটির ঈমান ও ধৈর্য আরও বিস্ময়কর। সে বাদশাহকে নিজের মৃত্যুর পদ্ধতি বলে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মৃত্যু বরণের চেয়ে সত্যকে রক্ষা করা তার নিকটে অনেক বেশী মূল্যবান। বস্ত্তঃ বালকটির এই সত্যনিষ্ঠা ও হাসিমুখে মৃত্যুবরণের দৃশ্য হাযার হাযার মানুষের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে এবং তারা সবাই সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যায়। পরবর্তীতে তারাও ঈমানের বিনিময়ে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন

করতে পিছপা হয়নি। একেই বলে ‘জীবনের চেয়ে দীর্ঘ মৃত্যু তখন জানি, শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দেগানি’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ حَائِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ شَوَاهِدٌ- ‘শ্রেষ্ঠ জিহাদ হ’ল যালেম শাসকের সম্মুখে হক কথা বলা’।^১ তিনি আরও বলেন, لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ تُوْمِي شِرِكًا كَرِهَ اللَّهُ شَوَاهِدٌ- ‘তুমি শিরক করো না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়’।^২

বালকটিকে হত্যার পরপরেই তার অনুসারী হাযার হাযার নারী-পুরুষকে শিরক বর্জন করে তাওহীদকে বরণ করার অপরাধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। রাসূলের যুগে খুবায়েব, আছেম, ইয়াসির-পরিবার, বীরে মা’উনার অসহায় শহীদ উনসত্তর জন ছাহাবী কি এর অন্যতম উদাহরণ নয়? যুগে যুগে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এরূপ অত্যাচার-নির্যাতন মুমিন নর-নারীর উপরে হ’তে থাকবে। এরপরেও ইসলাম যিন্দা থাকবে। বরং তা একদিন ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি মাটির ঘরে ও

১. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭০৫ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়; ছহীছল জামে’ হা/১১০০।
২. ত্বাবারাগী হা/১৫৬; ছহীছল জামে’ হা/৭৩৩৯।

ঝুপড়ি ঘরে প্রবেশ করবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।^৩ ইসলামের বিজয় ও অগ্রযাত্রাকে রোখার ক্ষমতা যালেমদের হবে না। অতএব আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী গভীর ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যথাযোগ্য প্রস্তুতি সহ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে (আনফাল ৮/৬০)।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত ইহুদী অত্যাচারী শাসক ইউসুফ যুনাওয়ারাসের ধ্বংসের পর ক্ষমতায় বসা খৃষ্টান গভর্নর আবরাহা কা’বা গৃহের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে একই বছরে মক্কা অভিযান করেন এবং তিনিও আল্লাহর গ্যবে ধ্বংস হয়ে যান (সূরা ফীল)। অত্যাচারী ইহুদী শাসক ইউসুফ যুনাওয়ারাস এবং ক্ষমতাগর্বি খৃষ্টান শাসক আবরাহা উভয়ের ধ্বংসের ঘটনা একই বছরের। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মবর্ষের। দু’টি অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায় শ্রেফ তাওহীদ ও শিরকের সংঘাতের কারণে। দু’টি ঘটনাতাই তাওহীদের বিজয় হয়। মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় এরূপ ঘটনাবলীকে ‘ইরহাছাত’ (من باب الارهاص)-এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। যা ভবিষ্যৎ নবী আগমনের এবং ইসলামী বিজয়ের ভিত্তি ও নিদর্শন স্বরূপ ছিল। মানুষের সসীম জ্ঞান যা বুঝতে সর্বদা অক্ষম।

৩. আহমাদ, মিশকাত হা/৪২।

দানশীল মুমিন ভাইদের প্রতি

প্রিয় দ্বীন ভাই-বোনরা! সর্বাধিক নেকী অর্জনের পবিত্র মাহে রামাযানে আমরা আপনাদেরকে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক এর কথা। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, শিরক-বিদ’আত সহ সমাজে পুঞ্জিত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন উক্ত সংগঠন সকল প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সারা দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রেখেছে। বাতিল উৎখাতে এ সংগঠন যেমন সদা সোচ্চার, তেমনি হকু প্রতিষ্ঠায় সদা তৎপর। এ সংগঠনের শনৈঃশনৈঃ উন্নতি ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কুচক্রী মহল এর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রেফতার হন, সংগঠনের অধীনে পরিচালিত ইয়াতীম বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। মাহররম হয় চারশতাধিক অনাথ-ইয়াতীম শিশু শিক্ষার আলো থেকে, অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তাদের ভবিষ্যত। স্ববির হয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় মারকায় সহ ‘আন্দোলন’ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ।

অতএব মাহে রামাযান উপলক্ষে আপনাদের যাকাত, ওশর, ফিতরা ও অন্যান্য দানের একটি বহু অংশ ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে নিম্নোক্ত হিসাব নম্বরে অথবা ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় অফিস, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে হাতে হাতে প্রেরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। ওয়াসসালাম।

হিসাব নম্বর

- ১। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাও, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
- ২। মাসিক আত-তাহরীক, এস.এন.ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১২তম কিস্তি)

সুলায়মান মানছুরপুরী প্রদত্ত সার-সংক্ষেপ:

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী রাহীল-এর প্রথম পুত্র ছিলেন ইউসুফ। যা হিব্রু শব্দ। আরবীতে যার অর্থ ‘অধিক’ (مزید)। কেননা তাঁর জন্মের পর তাঁর মা বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে আরও সন্তান দাও!

১৭ বছর বয়সে তাঁকে কূপে নিষ্ক্ষেপ করা হয়। তিন দিন তিনি কূয়ায় ছিলেন। ৬ বছর ‘আযীযে মিছরের’ গৃহে ছিলেন। ৭ বছর কারাগারে ছিলেন। ৩০ বছর বয়সে মিসরের একচ্ছত্র অধিপতি হন। ৪০ বছর বয়সে পিতা ইয়াকুবের সাথে ২৩ বছর বিচ্ছেদের পর মিসরে সাক্ষাত হয়। ইউসুফ (আঃ) তাঁকে তাঁর পরিবারবর্গসহ মিসরে আমন্ত্রণ জানান। মিসরে হিজরতকালে ইয়াকুব (আঃ)-এর বয়স ছিল ১৩০ বছর। ১৭ বছর মিসরে বসবাসের পর তিনি সেখানে ১৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতার লাশ রাজকীয় মর্যাদায় কেন’আন নিয়ে আসেন এবং ইবরাহীম ও ইসহাক্ (আঃ)-এর পাশে দাফন করেন। এ ঘটনা ছিল খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক ১৬৮৬ বছর পূর্বেকার।

ইউসুফ (আঃ) সর্বমোট ৮০ বছর রাজত্ব করার পর ১১০ বছর বয়সে মিসরে ইস্তিকাল করেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল মিসরের ‘উন’ (اون) শহরের জনৈক ধর্মবেত্তা ও

ভবিষ্যদ্বক্তা (كاهن)-র কন্যা ‘আসনাথ’ (آسناتھ)-এর সাথে। উক্ত স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দু’জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন মানসা (منسى) ও ফারাহিম (فراهيم)।^১

ঐতিহাসিক মানছুরপুরী বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থার সাথে আমাদের নবী (ছাঃ)-এর অবস্থার পুরোপুরি মিল ছিল। দু’জনেই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন। দু’জনেই নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ’তে হয়েছে। দু’জনের মধ্যে ক্ষমা ও দয়াগুণের প্রাচুর্য ছিল। দু’জনেই স্ব স্ব অত্যাচারী ভাইদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেছিলেন, ‘لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ’ ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই’। দু’জনেই আদেশ দানের ও শাসন

ক্ষমতার মালিক ছিলেন এবং পূর্ণ কামিয়াবী ও প্রতিপত্তি থাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন’।^২

আমাদের বক্তব্য এই যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে সকল বক্তব্যের উৎস হ’ল ইস্রাঈলী বর্ণনা সমূহ। এটাও জানা আবশ্যিক যে, ইহুদীরা ছিল আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকারকারী, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যাকারী, আল্লাহর কিতাবসমূহকে বিকৃতকারী ও তার মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জনকারী এবং নবীগণের চরিত্র হননকারী। বিশেষ করে ইউসুফ, দাউদ, সুলায়মান, ঈসা ও তাঁর মায়ের উপরে যে ধরনের জঘন্য অপবাদ সমূহ তারা রটনা করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। অতএব ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে তাদের বর্ণিত অভব্য ও আপত্তিকর বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক।

সংশয় নিরসন:

সূরা ইউসুফের কতগুলি আয়াতের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা এখানে সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরব এবং গৃহীত ব্যাখ্যাটি পেশ করব।-

(১) আয়াত সংখ্যা ৪ : (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا) ‘এগারোটি নক্ষত্র’। জনৈক ইহুদীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলের বরাত দিয়ে উক্ত ১১টি নক্ষত্রের নাম সহ হাদীছ বলা হয়েছে। যাদেরকে ইউসুফ আকাশে তাকে সিজদা করতে দেখেন। অথচ হাদীছটি ভিত্তিহীন।

এখানে গৃহীত ব্যাখ্যা হ’ল, ইউসুফের বাকী ১১ ভাই হ’লেন ১১টি নক্ষত্র এবং তাঁর পিতা-মাতা হ’লেন সূর্য ও চন্দ্র, যারা একত্রে ইউসুফকে সম্মানের সিজদা করেন। যা বর্ণিত হয়েছে সূরা ইউসুফ ১০০ নম্বর আয়াতে।

(২) আয়াত সংখ্যা ৬ : (وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) ‘এবং তোমাকে বাণী সমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন’। এখানে একদল বিদ্বান বলেছেন, ‘বাণী সমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব’ অর্থ আল্লাহর কিতাব ও নবীগণের সুন্নাত সমূহের অর্থ উপলব্ধি করা। এখানে গৃহীত ব্যাখ্যা হ’ল : স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা, যা বিশেষভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহর বাণী সমূহ, যা তাঁর কিতাব সমূহে এবং নবীগণের সুন্নাত সমূহে বিধৃত হয়েছে, সেসবের ব্যাখ্যাও এর মধ্যে शामिल রয়েছে।

(৩) আয়াত সংখ্যা ৮ : (إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) ‘নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন’। ইউসুফের বিমাতা দশ ভাই তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে একথা বলেছিল শিশুপুত্র ইউসুফ ও তার ছোট

১. সুলায়মান মানছুরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন (উর্দু: দিল্লী, ১৪৯১/১৯৮০) ৩/১০৭ পৃঃ।

২. ঐ, ৩/১৩৩ পৃঃ।

ভাই বেনিয়ামিনের প্রতি তাঁর স্নেহাধিক্যের অভিযোগ এনে। একই কথা তাঁকে পরিবারের অন্যেরা কিংবা প্রতিবেশীরাও বলেছিল, যখন ইউসুফের সাথে সাক্ষাতের পর তার ব্যবহৃত জামা নিয়ে ভাইদের কাফেলা কেন'আনের উদ্দেশ্যে মিসর ত্যাগ করছিল। পিতা ইয়াকুব তখন বলেছিলেন, **إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ** 'আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি' (ইউসুফ ৯৪)। জবাবে লোকেরা বলেছিল, **تَاللَّهِ إِنَّكَ لَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ** 'আল্লাহর কসম! আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন' (ইউসুফ ৯৫)।

এখানে 'ভ্রান্তি' (ضلال) অর্থ 'প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে না জানা'। যেমন শেখনবী (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** 'তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথহারা। অতঃপর তিনি পথ দেখিয়েছেন' (আয-যোহা ৭)। অতএব গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, এখানে ضلال বা ভ্রান্তি কথাটি আভিধানিক অর্থে এসেছে পারিভাষিক অর্থে নয়। কেননা পারিভাষিক অর্থে ضلال বা ভ্রষ্টতার অর্থ في الدين 'ধর্মচ্যুত হওয়া'। নবীপুত্র হিসাবে ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের পিতা নবী ইয়াকুবকে নিশ্চয়ই ধর্মচ্যুত কাফের বলেনি।

৩. আয়াত সংখ্যা ১৫ : **فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْحَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ إِنَّا كَادُومُونَ** 'অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে যাত্রা করল এবং অন্ধকূপে নিষ্ক্ষেপ করতে একমত হ'ল, তখন আমরা তাকে অহী (ইলহাম) করলাম যে, (এমন একটা দিন আসবে, যখন) অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কুকর্মের কথা অবহিত করবে। অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না'।

এখানে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন 'যখন তারা তাকে নিয়ে যাত্রা করল'-এর لَمَّا অর্থাৎ 'যখন'-এর জওয়াব নিয়ে। অর্থাৎ কূপে নিষ্ক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে না পরে এই ইলহাম হয়েছিল। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, কূপে নিষ্ক্ষিপ্ত হওয়ার পর ভাইয়েরা যখন রক্ত মাখা জামা নিয়ে পিতার নিকটে এসে কৈফিয়ত পেশ করে (ইউসুফ ১৭), তখন ইউসুফকে সান্ত্বনা দিয়ে এ ইলহাম করা হয়।

এক্ষেত্রে গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল: (وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ)-এর واو এসেছে (لَمَّا)-এর জওয়াব হিসাবে এবং তা বাক্যে صلة হয়েছে। ফলে ব্যাখ্যা দাঁড়াবে এই যে, কুয়ায় নিষ্ক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই

এ ইলহাম করা হয়েছিল। আর এটি বাস্তবায়িত হয়েছিল বহু বৎসর পরে যখন ইউসুফের সঙ্গে তার ভাইদের সাক্ষাৎ হয়। অথচ তারা তাঁকে চিনতে পারেনি (ইউসুফ ৫৮)। ইউসুফ তার ভাইদের সেদিন বলেছিলেন, 'তোমাদের কি জানা আছে যা তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে? যখন তোমরা (পরিণাম সম্পর্কে) অজ্ঞ ছিলে?' 'তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, আমিই ইউসুফ, আর এ হ'ল আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন... (ইউসুফ ৮৯-৯০)।

৪. আয়াত সংখ্যা ২৪ : **وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٍ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهٍ** 'উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল। আর সেও তার প্রতি কল্পনা করত, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত..।'

এখানে প্রথম প্রশ্ন হ'লঃ ইউসুফ উক্ত মহিলার প্রতি কোনরূপ অন্যায় কল্পনা করেছিলেন কি-না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, তিনি যে আল্লাহর পক্ষ হ'তে 'প্রমাণ' (برهان) অবলোকন করেছিলেন সেটা কি?

প্রথম প্রশ্নের জওয়াব হ'ল দ্বিবিধ: (১) অনিচ্ছাকৃতভাবে কল্পনা এসে থাকতে পারে। যা বেগানা নারী-পুরুষের মধ্যে হ'তে পারে। কিন্তু বুদ্ধদের ন্যায় উবে যাওয়া চকিতের এই কল্পনা কোন পাপের কারণ নয়। কেননা তিনি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন এবং ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ নবী হিসাবে যেটা তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল। আল্লাহ বলেন, **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٍ** 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সত্তাকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রাখে', 'নিশ্চয়ই জান্নাত তার ঠিকানা হবে' (নাযে'আত ৪০-৪১)। মুনাফিকদের কুপরামর্শে ওহোদের যুদ্ধ থেকে বনু হারেছাহ ও বনু সালামাহ পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু পালায়নি। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, **إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا** 'যখন তোমাদের দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করেছিল, অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ছিলেন, আর আল্লাহর উপরেই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত' (আলে ইমরান ১২২)।

এখানে একই هَمَّتْ (কল্পনা করছিল) ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং নিজেকে তাদের অভিভাবক বলে বরং তাদের প্রশংসা করেছেন। উল্লেখ্য যে, هَمُّ বা কল্পনা দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক- هم

ثابت বা দৃঢ় কল্পনা, যা আযীয-পল্লী করেছিল ইউসুফের প্রতি। দুই-عارض هم অনিচ্ছাকৃত কল্পনা, যাতে কোন দৃঢ় সংকল্প থাকে না। ইউসুফের মধ্যে যদি এটা এসে থাকে বলে মনে করা হয়, তবে তাতে তিনি দোষী হবেন না। কেননা তিনি ঐ কল্পনার কথা মুখে বলেননি বা কাজে করেননি। বরং তার বিরুদ্ধে বলেছেন ও করেছেন।

দ্বিতীয় জওয়াব হ'ল এই যে, ইউসুফের মনে আদৌ কোন অন্যায় কল্পনা আসেনি। প্রমাণ মওজুদ থাকার কারণে এটা তাঁর চরিত্রে নিষিদ্ধ ছিল। মুফাসসির আবু হাইয়ান স্বীয় তাফসীর 'বাহরুল মুহীত্বে' একথা বলেন। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় আয়াতটির বর্ণনা হবে, ربه لولا أن رأ برهان ربه 'যদি তিনি তার পালনকর্তার প্রমাণ না দেখতেন, তাহ'লে তার (অর্থাৎ উক্ত মহিলার) ব্যাপারে কল্পনা করতেন'। আলোচ্য আয়াতে لولا (যদি) শর্তের জওয়াব আগেই উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে وَهُمْ بِهَا لَوْلَا 'আর সেও তার প্রতি কল্পনা করত, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত'।

আরবী সাহিত্যে ও কুরআনে এ ধরনের বাক্যের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন জান্নাতীগণ বলবেন, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا 'আমরা কখনো সুপথ পেতাম না, যদি না আল্লাহ আমাদের পথ প্রদর্শন করতেন' (আ'রাফ ৪৩)। অর্থাৎ 'যদি আল্লাহ আমাদের হেদায়াত না করতেন, তাহ'লে আমরা হেদায়াত পেতাম না'।

ইউসুফের নিষ্পাপত্বঃ

ইউসুফ যে এ ব্যাপারে শতভাগ নিষ্পাপ ছিলেন, সে বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দ্রষ্টব্য:

(১) ইউসুফ দৃঢ়ভাবে নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করেন। যেমন গৃহস্বামীর কাছে তিনি বলেন, هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ 'উক্ত মহিলাই আমাকে প্ররোচিত করেছিল' (ইউসুফ ২৬)। তার আগে তিনি মহিলার কুপ্রস্তাবের জওয়াবে বলেছিলেন, مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ 'আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন! তিনি (অর্থাৎ গৃহস্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না' (ইউসুফ ২৩)। নগরীর মহিলাদের সমাবেশে গৃহকত্রী যখন ইউসুফকে তার কুপ্রস্তাবে রাযী না হ'লে জেলে

পাঠানোর হুমকি দেন, তখন ইউসুফ তার জওয়াবে বলেছিলেন, رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ, 'আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক পসন্দনীয়' (ইউসুফ ৩৩)। এখানে তিনি তাদের চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় ভিক্ষা করেন।

(২) উক্ত মহিলা নিজেই ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষী দেন। যেমন নগরীর মহিলাদের সমাবেশে তিনি বলেন, 'আমি তাকে প্ররোচিত করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছিল' (ইউসুফ ৩২)। পরবর্তীতে যখন ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যায়, তখনও উক্ত মহিলা বলেন, الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ 'এখন সত্য প্রকাশিত হ'ল। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে ছিল সত্যবাদী' (ইউসুফ ৫১)।

(৩) তদন্তকালে নগরীর সকল মহিলা ইউসুফ সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দেন। তারা বলেন, حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ 'আল্লাহ পবিত্র। আমরা ইউসুফ সম্পর্কে মন্দ কিছুই জানি না' (ইউসুফ ৫১)।

(৪) গৃহকর্তা আযীযে মিছর তার নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ 'হে স্ত্রী! এটা তোমাদের ছলনা মাত্র। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক' (ইউসুফ ২৮)। 'ইউসুফ! এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে মহিলা! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে তুমিই পাপাচারিনী' (ঐ, ২৯)।

(৫) গৃহকর্তার উপদেষ্টা ও সাক্ষী একইভাবে সাক্ষ্য দেন ও বলেন, وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ 'যদি ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছেঁড়া হয়, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী' (ঐ, ২৭)।

(৬) আল্লাহ স্বয়ং ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ 'এভাবেই এটা এজন্য হয়েছে, যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্যতম' (ঐ, ২৪)।

(৭) এমনকি অভিশপ্ত ইবলীসও প্রকারান্তরে ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়েছে। যেমন সে অভিশপ্ত হওয়ার

পর আল্লাহকে বলেছিল, **لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ** ‘আমি অবশ্যই তাদের (বনু আদমের) সবাইকে পথভ্রষ্ট করব’। ‘তবে তাদের মধ্য হ’তে তোমার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতীত (হিজর ৩৯-৪০; ছোয়াদ ৮২)। এখানে একই শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ ইউসুফকে তাঁর ‘মনোনীত বান্দাগণের অন্যতম’ (ইউসুফ ২৪) বলে ঘোষণা করেছেন।

অত্র ২৪ আয়াতে বর্ণিত (السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ) ‘মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয়সমূহ’ অর্থ কি? এ বিষয়ে বিদ্বানগণ বলেন, মুখের বা হাতের দ্বারা স্পর্শ করার পাপ এবং প্রকৃত যেনার পাপ। অর্থাৎ উভয় প্রকার পাপ থেকে আল্লাহ ইউসুফকে ফিরিয়ে নেন।

নিকৃষ্ট মনের অধিকারী ইহুদীরা ও তাদের অনুসারীরা, যারা ইউসুফের চরিত্রে কালিমা লেপন করে নানাবিধ কল্পনার ফানুস উড়িয়ে শত শত পৃষ্ঠা মসীলিগু করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে ইমাম রায়ী (রহঃ) বলেন, ‘যেসব মুর্খরা ইউসুফের চরিত্রে কলংক লেপনের চেষ্টা করে, তারা যদি আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী হবার দাবীদার হয়, তাহ’লে তারা এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্য কবুল করুক। অথবা যদি তারা শয়তানের তাবেদার হয়, তবে ইবলীসের সাক্ষ্য কবুল করুক’। আসল কথা এই যে, ইবলীস এখন এদের শিষ্যে পরিণত হয়েছে।

এক্ষণে আয়াতের গৃহীত ব্যাখ্যা দু’টির সারমর্ম হ’ল (১) আল্লাহর পক্ষ হ’তে প্রমাণ মওজুদ থাকার কারণে ইউসুফের অন্তরে আদৌ বাজে কল্পনার উদয় হয়নি (২) প্রমাণ দেখার কারণে কল্পনার বুদ্ধি সাথে সাথে মিলে যায় এবং তিনি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেন ও দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

এক্ষণে প্রশ্ন হ’লঃ ঐ ‘বুরহান’ বা প্রমাণটি কি ছিল, যা তিনি দেখেছিলেন? এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস, আলী, ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, ইবনু সীরীন, ক্বাতাদাহ, হাসান বাছরী, যুহরী, আওয়ালি, কা’ব আল-আহবার, ওহাব বিন মুনাঈব এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিদ্বান মঞ্জলীর নামে এমন সব উদ্ভট ও নোংরা কাল্পনিক চিত্রসমূহ তাফসীরের কেতাব সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা পড়তেও ঘৃণাবোধ হয় ও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। শুরু থেকে এ যাবত কালের কোন তাফসীরের কেতাবই সম্ভবতঃ এইসব ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক গল্প থেকে মুক্ত নয়। উক্ত মুফাসসিরগণের তাকুওয়া ও বিদ্যাবত্তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে বাধ্য হব যে, ইউসুফের প্রতি সুধারণা রাখা সত্ত্বেও তাঁরা প্রাচীন কালের ইহুদী যিন্দীক্বদের বানোয়াট কাহিনী সমূহের কিছু কিছু স্ব স্ব কিতাবে স্থান

দিয়ে দুধের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছেন। যা এ যুগের নাস্তিক ও যিন্দীক্বদের জন্য নবীগণের নিষ্পাপত্বের বিরুদ্ধে প্রচারের মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে তা ধর্মভীরু মানুষের ধর্মচ্যুতির কারণ হয়েছে। সাথে সাথে এগুলি কিছু পেট পূজারী কাহিনীকারের রসালো গল্পের খোরাক হয়েছে। যা শুনে মানুষ ক্রমেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!!

‘বুরহান’ কি?

لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ‘যদি সে তার পালনকর্তার প্রমাণ না দেখত’ এ কথার মধ্যে কোন্ প্রমাণ ইউসুফকে দেখানো হয়েছিল, সেটা বলা হয়নি। তবে কুরআনে মানুষের তিনটি নফসের কথা বলা হয়েছে। (১) নফসে আম্মারাহ। যা মানুষকে অন্যায়ে কাজে প্ররোচিত করে (২) নফসে লাউয়ামাহ। যা মানুষকে ন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও অন্যায়ে কাজে বাধা দেয় এবং (৩) নফসে মুত্বামাইন্বাহ, যা মানুষকে ন্যায়ের উপর দৃঢ় রাখে, আর তাতে দেহমানে প্রশান্তি আসে। নবীগণের মধ্যে শেষের দু’টি নফস সর্বাধিক জোরালোভাবে কাজ করে। আর নফসে লাউয়ামাহ বা বিবেকের তীব্র কষাঘাতকেই এখানে ‘আল্লাহর প্রমাণ’ হিসাবে বলা হয়ে থাকতে পারে। যেমন হাদীছে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উদাহরণ বর্ণনা করে তার মাথায় একজন আহ্বানকারীর কথা বলেছেন, যিনি সর্বদা মানুষকে ধমক দেন যখনই সে অন্যায়ে কল্পনা করে। তিনি বলেন, খবরদার! নিষিদ্ধ পর্দা উত্তোলন করো না। করলেই তুমি তাতে প্রবেশ করবে। এই ধমকদানকারীকে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) **وَاعِظُ اللَّهُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ** ‘প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর উপদেশদাতা’ হিসাবে অভিহিত করেছেন’। = (রায়ী, আহমাদ, মিশকাত হ/১১১ সনদ ছহীহ, ‘কিতাব ও সূনাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ)। ইউসুফের হৃদয়ে নিশ্চয়ই ঐ ধমকদাতা উপদেশ দানকারী মওজুদ ছিলেন যাকে (بُرْهَانَ رَبِّهِ) বা ‘আল্লাহর প্রমাণ’ বলা হয়েছে।

অতএব এখানে ‘বুরহান’ বা প্রমাণ বলতে যেনার মত জঘন্য অপকর্মের বিরুদ্ধে বিবেকের তীব্র ঝিকার বোধকে বুঝানো হয়েছে। যা নবীগণের হৃদয়ে আল্লাহ প্রোথিত রাখেন। ইমাম জাফর ছাদিক বলেন, ‘বুরহান’ অর্থ নবুঅত, যাকে আল্লাহ নবীগণের হৃদয়ে গ্রথিত রাখেন। যা তার মধ্যে এবং আল্লাহর ক্রোধপূর্ণ কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। অতএব ‘বুরহান’ অর্থ নবুঅতের নিষ্পাপত্ব, যা ইউসুফকে উক্ত পাপ থেকে বিরত রাখে।

৫. আয়াত সংখ্যা ২৬ : **(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا)** ‘আর মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল’। কিন্তু কে

সেই সাক্ষী? এ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। যেমন কেউ বলেছেন এটি ছিল দোলনার শিশু, কেউ বলেছেন, মহিলার এক দূরদর্শী চাচাতো ভাই, কেউ বলেছেন, তিনি মানুষ বা জিন ছিলেন না, বরং আল্লাহর অন্য এক সৃষ্টি ছিলেন। ছাহাবী ও তাবৈঈগণের নামেই উক্ত মতভেদগুলি বর্ণিত হয়েছে। অথচ কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে, 'ঐ ব্যক্তি ছিলেন মহিলার পরিবারের সদস্য' (ইউসুফ ২৬)। এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, লোকটি ছিলেন নিরপেক্ষ ও অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি এবং তিনি ছিলেন আযীয়ে মিছরের নিকটতম লোক। নইলে তিনি তার সঙ্গে অন্দরমহলে আসতে পারতেন না।

দুর্ভাগ্য যে, এ প্রসঙ্গে একটি হাদীছও বলা হয়ে থাকে। সেখানে বলা হয়েছে যে, চার জন শিশু দোলনায় থাকতে কথা বলেছে, তার মধ্যে ইউসুফের সাক্ষী একজন। চারজনের মধ্যে তিন জনের বিষয়টি সঠিক। কিন্তু ইউসুফের সাক্ষী কথাটি মিথ্যা। যার কারণে হাদীছটি যঈফ।^৩ ঐ তিন জন হ'লেন, ঈসা (আঃ), ২- জুরায়েজ নামক বনু ইস্রাঈলের জনৈক সৎ ব্যক্তি, যাকে এক দুষ্ট মহিলা যেনার অপবাদ দেয়। পরে তার বাচ্চা স্বয়ং জুরায়েজ-এর নির্দোষিতার সাক্ষ্য দেয় ও প্রকৃত যেনাকারীর নাম বলে দেয় (মুত্তাফাকু আলাইহ)। ৩- শেষনবীর জন্মগ্রহণের প্রায় ৪০ বছর পূর্বে সংঘটিত আছহাবুল উখদদের ঘটনা, যেখানে এক নাস্তিক যালেম শাসক বহু গর্ত খুঁড়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে একদিনে প্রায় বিশ হাজার ঈমানদার নরনারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। সে সময় একজন মহিলা তার কোলে থাকা দুধের বাচ্চাকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করায় শিশু পুত্রটি বলে উঠেছিল *الحق أصبرى يأمهه فإنك على الحق* 'ছবর কর মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছ'।^৪ এইসব ছহীহ হাদীছের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউসুফের সাক্ষীর নাম। অথচ কুরআন স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছে যে, সাক্ষী ছিলেন মহিলাটির পরিবারের একজন ব্যক্তি। তাছাড়া আরও বলে দিয়েছে উক্ত ব্যক্তির দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ যে, যদি ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছেঁড়া হয়, তাহ'লে সে সত্যবাদী' (ইউসুফ ২৭)। তাহ'লে কীভাবে একথা বলা যায় যে, ঐ সাক্ষী ছিল দোলনার শিশু বা আল্লাহর অন্য এক সৃষ্টি? যদি তাই হবে, তাহ'লে সেটাই তো যথেষ্ট ছিল। অন্য কোন তদন্তের দরকার ছিল না বা ইউসুফকে হয়ত জেলও খাটতে হ'ত না।

৬. আয়াত সংখ্যা ২৮ : (إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمًا) 'নিশ্চয়ই তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক'। এই আয়াতের সঙ্গে যদি অন্য একটি আয়াত মিলানো হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে, *إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا* 'নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল সর্বদা দুর্বল' (নিসা ৭৬)। তাহ'লে ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, মহিলারা শয়তানের চাইতে মারাত্মক। ইমাম কুরতুবী এর পক্ষে একটি মরফু হাদীছ এনেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, *إِنَّ كَيْدَ النَّسَاءِ أَعْظَمُ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ* 'নিশ্চয়ই নারীদের ছলনা শয়তানের ছলনার চাইতে বড়'। অথচ হাদীছটি যঈফ ও জাল।^৫ অথচ শয়তানকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন মানুষকে পথভ্রষ্ট করার। আর এটা করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য, কে শয়তানের ঝাঁকায় পড়ে আর কে না পড়ে। পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ রয়েছে। উভয়ে শয়তানের খপ্পরে পড়তে পারে। কিন্তু কেউই শয়তানের চাইতে বড় নয়। আলোচ্য আয়াতে দুষ্ট নারীদের ছলনার ভয়ংকরতা বুঝানো হয়েছে। যেকথা একটি ছহীহ হাদীছে আল্লাহর রাসূলও বলেছেন যে, 'জ্ঞানী পুরুষকে হতবুদ্ধি করার মোক্ষম মাধ্যম হ'ল নারী'। = (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৯ 'ঈমান' অধ্যায়)। কেননা সাধারণ নীতি এই যে, নারীর প্রতি পুরুষ সহজে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এটা নয় যে, নারীদের ছলনা শয়তানের চাইতে বড়। এ ধরনের ব্যাখ্যা নারী জাতিকে অপমান করার শামিল।

৭. আয়াত সংখ্যা ৪২ : (أَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ) 'যে কারাবন্দী সম্পর্কে ইউসুফের ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে সে বলে দিল যে, তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার কথা আলোচনা করো। কিন্তু শয়তান তাকে তা ভুলিয়ে দেয় ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়'।

মালেক ইবনে দীনার, হাসান বাছরী, কা'ব আল-আহবার ওহাব বিন মুনাঈহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের নামে এখানে বিশ্বাসকর সব তাফসীর করা হয়েছে। যেমন আইয়ুব রোগভোগ করেন সাত বছর, ইউসুফ কারাভোগ করেন সাত বছর, বুখতানছর আকুতি পরিবর্তনের শাস্তি ভোগ করেন সাত বছর' (কুরতুবী)। আমরা বুঝতে পারি না আল্লাহর নবীগণের সাথে ইহুদী নির্যাতনকারী নিষ্ঠুর রাজা বুখতানছরের তুলনা করার মধ্যে কি সামঞ্জস্য রয়েছে?

৩. আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৪৭৬২, ৪৭৭৫।

৪. আহমাদ, সনদ ছহীহ, রাবী ছোহায়েব (রাঃ), সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮০।

৫. মারাসীলু ইবনে আবী হাতেম হা/৪২৯; কুরতুবী, ঐ, ২৮ আয়াত, ৯/১৫০ পৃঃ।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইউসুফ যখন কারাবন্দী সাক্ষীকে উক্ত কথা বলেন, তখন তাকে বলা হয়, হে ইউসুফ! তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করলে? অতএব শাস্তি স্বরূপ আমি তোমার কারাভোগের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলাম। তখন ইউসুফ কেঁদে উঠে বললেন, হে আমার পালনকর্তা! বিপদ সমূহের বোঝা আমার অন্তরকে ভুলিয়ে দিয়েছে। সেজন্য আমি একটি কথা বলে ফেলেছি। আর কখনো এরূপ বলব না।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জিবরীল কারাগারে প্রবেশ করলেন এবং ইউসুফকে বললেন, বিশ্বপালক তোমাকে সালাম দিয়েছেন এবং তোমাকে বলেছেন যে, ইউসুফ! তোমার কি লজ্জা হয়নি যে, তুমি আমাকে ছেড়ে মানুষের কাছে সুফারিশ করলে? অতএব আমার সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কসম! অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েক বছর জেলে রাখব। ইউসুফ বললেন, এর পরেও কি তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন? জিব্রীল বললেন, হ্যাঁ আছেন। তখন ইউসুফ বললেন, তাহ'লে আমি কি ছুরই পরোয়া করি না।

অন্য একজন মুফাসসির বলেছেন, পাঁচ বছর জেল খাটার পরে এই ঘটনা ঘটে। ফলে শাস্তি স্বরূপ তাঁকে আরো সাত বছর জেল খাটতে হয়। এরপর তাঁর মুক্তির অনুমতি হয় এবং বাদশাহ স্বপ্ন দেখেন ও সেই অসীলায় তাঁর মুক্তি হয়। এভাবে কেউ বলেছেন ১২ বছর, কেউ বলেছেন ১৪ বছর জেল খেটেছেন (ইবনু কাছীর)। তবে অধিকাংশের মতে ৭ বছর। আর কুরআনে রয়েছে কেবল *بضع سنين* যার অর্থ হ'ল কয়েক বছর, যা ৩ থেকে ৯ অথবা ১০ বছরের মধ্যে (কুরতুবী)।

মূলতঃ ইহুদী লেখকরা ইউসুফ (আঃ)-এর কারাভোগকে তাঁর অপরাধের শাস্তি হিসাবে প্রমাণ করার জন্য এরূপ গল্প বানিয়েছে। অথচ এটা আদৌ কোন অপরাধ নয়। কেননা ছহীহ হাদীছে এসেছে, 'আল্লাহ মানুষের সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ মানুষ মানুষের সাহায্যে থাকে'।^{১৩} অতএব অপরাধ হ'ল সেটাই যখন জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তি বা কোন বস্তুর কাছে সাহায্য চায়, অথচ তার কোন ক্ষমতা নেই। মুসলিম তাফসীরকারগণও এক্ষেত্রে ধোঁকায় পড়েছেন। এমনকি উক্ত মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে রাসুলের নামে একটি হাদীছও বর্ণিত হয়েছে যে, *رحم الله*

يوسف لو لم يقل الكلمة التي قالها ما لبث في السجن طول
ইউসুফের *ما لبث، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله*—
উপর আল্লাহ রহম করুন! যদি তিনি ঐ কথা না বলতেন যা তিনি কারা সাথীকে বলেছিলেন, তাহ'লে এত দীর্ঘ সময়

তাঁকে কারাগারে থাকতে হতো না। কেননা তিনি কারামুক্তির জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাহায্য কামনা করেছিলেন।^{১৪} অথচ হাদীছটি মুনকার ও যঈফ এবং অত্যন্ত দুর্বল। যা থেকে কোন দলীল গ্রহণ করা যায় না (হাশিয়া কুরতুবী; ইবনু কাছীর)। এর বিপরীত ছহীহ হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)

لولبت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي
'ইউসুফ যতদিন জেল খেটেছেন, অতদিন যদি আমি জেল খাটতাম, তাহ'লে আমি বাদশাহর দূতের ডাকে সাড়া দিতাম'।^{১৫} অন্য বর্ণনায় এসেছে, *لو كنت أنا لأسرع*
'যদি আমি হ'তাম, তাহ'লে দ্রুত সাড়া দিতাম এবং কোনরূপ ওয়র করতাম না'।^{১৬}

বস্তুতঃ এটি ছিল নবী হিসাবে ইউসুফ (আঃ)-এর পরীক্ষা। আর নবীগণই দুনিয়াতে বেশী পরীক্ষিত হন, যা বহু ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।^{১৭}

৮. আয়াত সংখ্যা ৫২ : *ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ*
'এটা এজন্য যাতে গৃহস্থানী জানতে পারেন যে, আমি তার অগোচরে তার সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি'।

এখানে 'আমি' কে? গৃহকত্রী না ইউসুফ? বড় বড় মুফাসসিরগণ লিখেছেন, ইউসুফ। এজন্য ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, বাদশাহ নগরীর মহিলাদের জমা করে তাদের কাছে ইউসুফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে যে, আমরা তার ব্যাপারে মন্দ কিছু জানি না। তখন আযীয-পত্নী বলেন, এখন সত্য প্রকাশিত হ'ল। আমিই তাকে প্ররোচিত করেছিলাম এবং সে ছিল সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তখন ইউসুফ বলল, এটা এজন্য যাতে গৃহকর্তা জানতে পারেন যে, আমি তার অসাক্ষাতে তার সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি'। তখন জিবরীল ইউসুফকে গুঁতা মেরে বলেন, যখন ঐ নারীর প্রতি তুমি কুচিন্তা করেছিলে তখনও কি নয়? অর্থাৎ তখন কি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করো নি? জবাবে ইউসুফ বলেন, আমি নিজেই নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের অন্তর মন্দ প্রবণ'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জিবরীল ইউসুফকে বলেন, যখন তুমি পায়জামা খুলেছিলে, তখনও কি বিশ্বাসঘাতকতা করোনি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি যে শ্রেফ বাজে কথা, তা যেকোন পাঠকই বুঝতে

৭. কুরতুবী হা/৩৬৭০-৭১; ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর, তাবারাগী, ইবনু হিব্বান প্রভৃতি।

৮. বুখারী হা/৩৩৭২, ৩৩৮৭, ৪৬৯৪, ৬৯৯২; মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ।

৯. আহমাদ হা/৯২৯৮ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ), হাদীছ হাসান।

১০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৯৯৪-৯৬।

পারেন। অথচ এগুলি এমন এমন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যা সব সময় আমরা মাথায় রাখি।^{১১}

বস্তুতঃ ৫০, ৫১, ৫২ ও ৫৩ চারটি আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিচার করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ৫২ ও ৫৩ আয়াতের বক্তব্য হ'ল আযীযে মিছরের স্ত্রীর। কেননা ঐ সময় ইউসুফ ছিলেন জেলখানায়। তিনি কিভাবে মহিলাদের ঐ মজলিসে হাযির থাকলেন এবং উক্ত মন্তব্য করলেন? নগরীর মহিলাদের ও আযীয-পত্নীর স্পষ্ট স্বীকৃতির মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের পরেই তো ইউসুফের মুক্তির পথ খুলে গেল এবং বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর করে নেব (ইউসুফ ৫৪)। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থকে পাস কাটিয়ে দূরতম অর্থ গ্রহণের পিছনে নবী বিদ্বেষী ইহুদী লেখকদের অপপ্রচারের ফাঁদে পা দেওয়া ছাড়া এগুলি আর কীইবা হ'তে পারে?

প্রাচীনতম মুফাসসির হিসাবে ইবনু জারীর ত্বাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে বহু দুর্বল বর্ণনা সমূহ জমা করেছেন, যা নবীগণের মর্যাদার বিপরীত। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবী, তাবেঈ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের নামে সেখানে অসংখ্য যঈফ ও ভিত্তিহীন বর্ণনা সমূহ জমা করা হয়েছে।

যেমন ২৪ আয়াতাংশ (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا) -এর তাফসীরে ইবনু আব্বাসের ৮টি সহ ছয়জন বিদ্বানের মোট ১৪টি উক্তি উদ্ধৃত করার পর তিনি বলেছেন, هذا قول جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويله 'এগুলি হ'ল কুরআন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ সকল বিদ্বানের ব্যাখ্যা সমূহ, যাঁদের থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়ে

থাকে'।^{১২} অথচ এসব বিদ্বানগণের নামে উদ্ধৃত বক্তব্যগুলি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বলে পরবর্তী বিদ্বানগণ স্বীকার করেননি।

এভাবে প্রধানতঃ ইবনু জারীরের তাফসীরের উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী বহু খ্যাতনামা মুফাসসির ঐসব ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনাসমূহ অথবা এ সবে মর্ম সমূহ স্ব স্ব তাফসীরে স্থান দিয়েছেন। যেমন ওয়াহেদী, বাগাত্তী, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, জালালায়েন, বায়যাত্তী, কাশশাফ, আলসী, আবুস সউদ, শাওকানী প্রমুখ বিদ্বানগণ। যদিও তাঁদের অনেকেই এসবের সমর্থক ছিলেন না। তবুও তাঁদের তাফসীরে এসব বর্ণনা স্থান পাওয়ায় লোকেরা তাঁদের নামে সেগুলি অন্যদের নিকট বর্ণনা করে এবং জনগণ বিভ্রান্ত হয়। অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, নবীগণের শত্রু হিব্রুভাষী ইহুদী যিদীক্কদের কপট লেখনীগুলো আরবী ভাষী মুসলিম বিদ্বানগণের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। বিদ্বানগণের সরলতা এভাবেই অনেক সময় অন্যদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وأما ما ينقل أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل والمرأة وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده وأمثال ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله و ما لم يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم، وكل من نقله من المسلمين فنعهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفاً واحداً-

'অতঃপর যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ তার পাজামা খুলে ফেলেছিলেন ও উক্ত নারীর উপর উদ্যত হয়েছিলেন এবং এ সময় তিনি তার পিতাকে দাঁতে নিজ আঙ্গুল কামড়ে ধরা অবস্থায় দেখেছিলেন- এধরনের কাহিনী সমূহের সবটাই ঐসমস্ত কথার অন্তর্ভুক্ত, যে বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন খবর দেননি। আর তা আদৌ ঐরূপ নয়। বরং এগুলি ইহুদীদের কাছ থেকে গৃহীত, যারা নবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে মানবজাতির মধ্যে সেরা। মুসলমানদের মধ্যে যারা এসব বিষয়ে বলে, তারা তাদের থেকে নকল করে বলে। অথচ তাদের কেউ এ বিষয়ে আমাদের নবী (ছাঃ) থেকে একটি হরফও বর্ণনা করেনি'।^{১৩} তিনি আরও বলেন, وقد اتفق

১১. এমনকি ১-সউদী সরকার প্রকাশিত ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনুদিত করাটীর মুফতী মুহাম্মাদ শফী কৃত তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনেও বক্তব্যটি ইউসুফের বলে লেখা হয়েছে (পৃঃ ৬৬৯)। ২- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বঙ্গানুবাদে ১৩১ নং টীকাক্তে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে ৫২ ও ৫৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত কথাগুলি হযরত য়ুসুফের উক্তি (ঐ, পৃঃ ৩৬৭)। ৩- তাফসীর ইবনে কাছীরের অনুবাদে ৬ঃ মুজীরুর রহমানও ব্রাকেটে লিখেছেন, 'ইউসুফ বললেন' (ঐ, দারুস সালাম, রিয়াদ পৃঃ ৪৫৫)। ৪- মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী অনুদিত ঐ উর্দু তাফসীরে একই অনুবাদ করা হয়েছে, যা সউদী সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের হালাহুদ্দীন ইউসুফের তাফসীর সহ প্রকাশিত হয়েছে (ঐ, পৃঃ ৬৫৬)। ৫- সউদী সরকার প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদেও (পৃঃ ৩১০) একই কথা লেখা হয়েছে। ৬- অথচ আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী তাঁর ইংরেজী তাফসীরে সঠিক অর্থ করেছেন (ঐ, পৃঃ ৫৭০)। ৭- অন্যদিকে মাওলানা মওদুদী কেবল এটি ইউসুফের উক্তি বলে সমর্থনই করেননি, উল্টা এর বিরোধিতা করার কারণে ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু কাছীর প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানগণকে কটাক্ষ করে তাফসীর লিখেছেন (ঐ, বঙ্গানুবাদ ৬/১০৪ পৃঃ)।

১২. দ্রঃ তাফসীর ত্বাবারী (বৈরুতঃ ১৪০৭/১৯৮৭) ১২/১০৮-১১০ পৃঃ। ১৩. দাক্কায়েকুত তাফসীর ৩/২৭৩ পৃঃ।

الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة ولكن بعض الناس
-لোকেরা এ বিষয়ে
একমত যে, ইউসুফ থেকে কোন ফাহেশা কাজ হয়নি।
তবে কিছু লোক বর্ণনা করেছে যে, তাঁর থেকে উক্ত কাজের
প্রারম্ভিক কিছু নমুনা পাওয়া গিয়েছিল। যেমন তারা এ
বিষয়ে কিছু বর্ণনা করে থাকে। যার কোনটাই রাসূলুল্লাহ
(ছাঃ) থেকে নয়। বরং কিছু ইহুদী থেকে তারা এগুলি
বর্ণনা করে থাকে মাত্র।^{১৪}

উল্লেখ্য যে, সূরা ইউসুফ-এর ৪২ আয়াতটিকে লুফে নিয়ে
একদল কাহিনীকার কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে এমনকি
মহাকাব্য পর্যন্ত রচনা করেছেন। এ ব্যাপারে ফারসী ভাষায়
কবি ফেরদৌসীর (মৃঃ ৪১৬ হিঃ/১০২৫ খৃঃ) ‘মাছনাবী
ইউসুফ-যোলোখা’ কাব্য প্রসিদ্ধ। যদিও এটি তাঁর সময়কার
অজ্ঞাত কোন কবির লেখনী বলে অনেকে ধারণা করেন।
তারপর তা তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। অতঃপর ফারসী ও
তুর্কী ভাষা হ’তে তা এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন ভাষায়
অনূদিত ও রূপান্তরিত হয়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।
দিল্লীর সুলতান গিয়াছুদ্দীন আযম শাহের সময় (১৩৮৯-
১৪১০ খৃঃ) পনের শতকের আদি মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মাদ
ছগীর সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম বাংলায় ‘ইউসুফ-জুলেখা’ কাব্য
রচনা করেন। বর্তমানে নামধারী কিছু মুফাসসিরে কুরআন
গ্রামে ও শহরে তাফসীর মাহফিলের নামে কয়েকদিন ব্যাপী
ইউসুফ-যুলায়খার রসালো কাহিনী শুনিতে থাকেন। অথচ
‘যুলায়খা’ নামটিরও কোন সঠিক ভিত্তি নেই। কুরআনে
কেবল ‘আযীয-পল্লী’ বলা হয়েছে। নবী বিদেষী ইহুদী
গল্পকারদের খপপরে পড়ে মুসলমান গল্পকারগণ আজকাল
রীতিমত মুফাসসিরে কুরআন বনে গেছেন।

অতএব জান্নাত পিয়াসী পাঠক, গবেষক, লেখক, আলেম,
মুফতী ও বক্তাগণকে অবশ্যই সাবধান হ’তে হবে এবং
মন্দটা বাদ দিয়ে ভালটা বাছাই করে নিতে হবে। নইলে
কিয়ামতের মাঠে জওয়াবদিহিতার সম্মুখীন হ’তে হবে।
আল্লাহ আমাদের হেফযাত করুন- আমীন!

[আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মজমু’আ ফাতাওয়া ‘তাফসীর’
অধ্যায়ঃ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানক্বীত্বী, তাফসীর আযওয়াউল বায়ান
(বৈরুতঃ আলমুল কুতুব, তাবি); ডঃ মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, আল-
ইস্লামিয়াত (কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৮); ডঃ
তাহের মাহমুদ, আসবাবুল খাত্বা ফিত তাফসীর (দাম্মাম, সউদী আরব,
দার ইবনুল জাওয়ী ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হিঃ) প্রভৃতি]

ইউসুফের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ:

(১) ইউসুফের কাহিনীতে একথা পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়েছে
যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই পরিণামে বিজয়ী

করেন। এই বিজয় তো আখেরাতে অবশ্যই। তবে
দুনিয়াতেও হ’তে পারে।

(২) আল্লাহর কৌশল বান্দা বুঝতে পারে না। যদিও
অবশেষে আল্লাহর কৌশলই বিজয়ী হয়। যেমন অন্ধকূপে
নিষ্ক্ষেপ করে অতঃপর বিদেশী কাফেলার কাছে ক্রীতদাস
হিসাবে বিক্রি করে দিয়ে ইউসুফের ভাইয়েরা নিশ্চিত হয়ে
ভেবেছিল, আপদ গেল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নিজস্ব কৌশলে
ইউসুফকে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন করলেন এবং
ভাইদেরকে ইউসুফের কাছে আনিয়াে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য
করলেন’ (ইউসুফ ৯১)। যেটা ইউসুফ নিজে কখনোই
পারতেন না।

(৩) সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করা ও সুন্দরভাবে
ধৈর্য ধারণ করাই হ’ল আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য।
সেজন্যেই দেখা গেছে যে, ইউসুফ (আঃ) জেলে গিয়েও
সর্বদা আল্লাহর উপরে ভরসা করেছেন ও সুন্দরভাবে ধৈর্য
ধারণ করেছেন। অন্যদিকে পিতা ইয়াকুব (আঃ) সন্তান
হারিয়ে পাগলপরা হ’লেও তাঁর যাবতীয় দুঃখ ও অস্থিরতা
আল্লাহর নিকটে পেশ করে ধৈর্য ধারণ করেছেন’ (ইউসুফ ৮৬)।

(৪) নবীগণ মানুষ ছিলেন। তাই মনুষ্যসুলভ প্রবণতা
ইয়াকুব ও ইউসুফের মধ্যেও ছিল। ইউসুফের শোকে
ইয়াকুবের বিরহ-বেদনা এবং আযীযের গৃহে চরিত্র বাঁচানো
কঠিন হবে বিবেচনায় ইউসুফের কারাগারকে বেছে নেওয়ার
আগ্রহ প্রকাশের মধ্যে উপরোক্ত দুর্বলতার প্রমাণ ফুটে
ওঠে। কিন্তু তাঁরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি নিবিশ্টিচিত্ত
থাকার কারণে আল্লাহর অনুগ্রহে নিষ্পাপ থাকেন। বস্তুতঃ
আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক তাক্বওয়াশীল বান্দার প্রতি একইরূপ
অনুগ্রহ করে থাকেন।

(৫) ইউসুফের কাহিনী কেবল তিজ্ত বাস্তবতার এক অনন্য
জীবন কাহিনী নয়। বরং বিপদে ও সম্পদে সর্বাবস্থায়
আল্লাহর সম্ভষ্টি কামনা ও তাঁর উপরে একান্ত নির্ভরতার
এক বাস্তব দলীল।

(৬) ইউসুফের কাহিনীর সার-নির্যাস হ’ল ‘তাওহীদ’ অর্থাৎ
‘তাওহীদে ইবাদত’। কেননা এখানে বাস্তব ঘটনাবলী দিয়ে
প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল আল্লাহর স্বীকৃতিই
যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব করা ও
তাঁর বিধান মেনে চলার মধ্যেই বান্দার প্রকৃত মঙ্গল ও
জগতের সার্বিক কল্যাণ নির্ভর করে। যেমন ইউসুফের সৎ
ভাইয়েরা আল্লাহকে মানতো। কিন্তু তাঁর বিধান মানেনি
বলেই তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও লজ্জিত হয়েছিল।
অথচ ইউসুফ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আল্লাহর
দাসত্বে ও তাঁর বিধান মানায় অটল থাকায় আল্লাহ তাঁকে
অনন্য পুরস্কারে ভূষিত করেন ও মহা সম্মানে সম্মানিত
করেন।

১৪. মাজমু’আ ফাতাওয়া ‘তাফসীর’ অধ্যায় (কায়রোঃ ১৪০৪ হিঃ)
১৫/১৪৮-৪৯ পৃঃ।

আল্লাহর পথে দাওয়াত

আব্দুল ওয়াদুদ*

(শেষ কিস্তি)

চতুর্থ ভিত্তি: দাওয়াতের নিয়ম-পদ্ধতি ও মাধ্যম

(أساليب وسائل الدعوة)

কথায় আছে, নিয়ম ও কৌশল জানা থাকলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। আল্লাহর পথে দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। প্রত্যেক কাজের ন্যায় আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্যও কতগুলো নিয়ম পালন করতে হবে। তবেই লক্ষ্যপানে পৌঁছা যাবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়ম-কানূনের অনুসরণ আবশ্যিক।

দাওয়াতের উৎস:

(১) আল-কুরআনুল কারীম: কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবী এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াতের বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। একজন দাঈ কুরআনের সেই আয়াতগুলো থেকে তার দাওয়াতের পদ্ধতি বেছে নিবেন। আল্লাহ বলেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبَّيْتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

‘আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলেছি, যা দ্বারা আপনার অন্তরকে ময়বৃত্ত করেছি। এভাবে আপনার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নছীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে’ (হুদ ১১/১২০)।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুনাত: অনেক হাদীছে নবীগণের দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী ও মাদানী জীবনে দাওয়াতের পদ্ধতি, বিভিন্ন ছাহাবীদেরকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ ও প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। একজন দাঈ এই হাদীছগুলো থেকে অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াতের পদ্ধতি ঠিক করে নেবেন।

(৩) পূর্ববর্তী নেককার লোকদের জীবনী: ছাহাবী, তবেঈ সহ পরবর্তীকালের নেককার আলেমগণ সমাজের ও রাষ্ট্রের মাঝে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন, যা আমরা তাঁদের জীবনী পাঠের মাধ্যমে জানতে পারি। একজন দাঈ তাঁদের জীবনী থেকে দাওয়াতের পদ্ধতি ঠিক করবেন। সঠিক পদ্ধতিতে দাওয়াত দিলেই দাঈ তার লক্ষ্যপানে পৌঁছতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

দাওয়াতের পদ্ধতি:

দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

‘আপনি মানুষকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান করুন। আর তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন’ (নাহল ১৬/১২৫)। এ আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, দাওয়াতের পদ্ধতি তিনটি। যথা-

(১) হিকমত অবলম্বন করা: হিকমত হ'ল অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াত দেওয়া। যেখানে কঠোর হওয়া দরকার সেখানে কঠোর, আর যেখানে সহজ হওয়া দরকার সেখানে সহজ ভাষায় কথা বলা। যেখানে চুপ থাকা দরকার সেখানে চুপ থাকা, যেখানে যুক্তি প্রদর্শনের দরকার সেখানে যুক্তি দেওয়া। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ،

‘তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হ'তে দেখবে তখন সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) বাধা প্রদান করে। যদি এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখ দ্বারা বাধা প্রদান করে, যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তর দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হ'ল ঈমানের দুর্বলতম স্তর’।^{১৫} এই হাদীছ অনুযায়ী দাঈকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে ছাহাবীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। এটা তাঁর দাওয়াতের হিকমত।

(২) সদুপদেশ দেওয়া: ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। এই ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কারো উপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। আল্লাহর বাণী, স্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই’ (বাক্বারাহ ২/২৫৮)। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও এজন্য পাঠানো হয়নি যে, তিনি মানুষকে পিটিয়ে স্বীনে দাখিল করাবেন। বরং রাসূলের কাজ ছিল কেবলমাত্র সত্য উপদেশ দেওয়া। আল্লাহ বলেন, فَذَكَرْ إِئِمَّا أَنْتَ

‘আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দাতা, আপনি তাদের শাসক বা দারোগা নন’ (গাশিয়া ৮৮/২১, ২২)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ‘রাসূলুল্লাহর কাজ হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া’ (আনকাবুত ২৯/১৮)।

হক্ব বা সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। দাঈর কাজ হ'ল মানুষদের মাঝে হক্ব তুলে ধরা, যার ইচ্ছা হয় সেটা গ্রহণ করবে, আর যার ইচ্ছা হয় কুফরী করবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হক্ব তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আসে, তোমাদের যার ইচ্ছা তা বিশ্বাস করুক, আর যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি অত্যাচারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে’ (কাহফ ১৮/২৯)।

১৫. মুসলিম হা/৪৯: রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৪।

মুসা (আঃ) কিভাবে ফিরাউনকে দাওয়াত দিবেন তার নিয়ম শিখিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন,

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْبًا لَّعَلَّهُ يَنْذَكُرُ
أَوْ يَخْشَىٰ-

‘তোমরা উভয়ে (মূসা ও হারুণ) ফিরাউনের নিকটে যাও, নিশ্চয়ই সে আল্লাহদোহী হয়ে গেছে। তোমরা তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে’ (ত্বা-হা ২০/৪৩-৪৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ-

‘আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। যদি আপনি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হ’তেন, তাহ’লে তারা আপনার আশপাশ হ’তে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং মাগফিরাতে কামনা করুন’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

(৩) **উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা:** হকের পথে ডাকলে সব মানুষ তাতে সাড়া দিবে এ ধারণা ঠিক নয়। পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন তাঁরা যখনই আল্লাহর দিকে মানুষকে ডেকেছেন তখন কিছু লোক নবীগণের দাওয়াত কবুল করেছেন আর অধিকাংশই গ্রহণ করেননি; বরং নবীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। অনুরূপভাবে আজকের দিনেও দাঈর দাওয়াত সকলে গ্রহণ করবে না বরং কিছু লোক দাওয়াত গ্রহণ না করার বাহানা হিসাবে দাঈর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে। এজন্য দাঈকে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে হবে যাতে বিতর্কের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে দাওয়াত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। আল্লাহ বলেন, ‘আর তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন’ (নোহল ১৬/১২৫)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ،
কিতাবদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় উত্তম পন্থা অবলম্বন করবে। তবে যারা যুলুম করেছে তাদের সাথে নয়’ (আনকাবূত ২৯/৪৬)। ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে বিতর্ক হয়েছিল নমরদের। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘তুমি কি সে লোককে দেখনি যে আপনার পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে, এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন। ইবরাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হ’লেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্বদিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন কাফের হতভম্ব হয়ে

গেল। আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না’ (বাক্বারাহ ২/২৫৯)।

কুরআন মাজীদে দুই ধরনের বিতর্কের উল্লেখ আছে। বাতিল পন্থায় বিতর্ক এবং উত্তম পন্থায় বিতর্ক। বাতিল বিতর্কে কুরআন মাজীদ কাফির এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে প্রচলিত বিতর্ক বাহাছের মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত দলীল ছাড়াই নিজের মতের উপর অটল থাকা এবং অন্যকে তা মানতে পীড়াপীড়ি করা, অপ্রাসঙ্গিক কথার সাথে আসল ব্যাপারকে জড়িত করার প্রবণতা, নিষ্ফল বক্তৃতা বিতর্কে সময় নষ্ট করা, প্রতিপক্ষের বক্তব্য না নিজে শুনবে, না অপরকে শুনতে দিবে। সেই অর্থহীন নিষ্ফল গলাবাজি যা সাধারণভাবে বর্তমান কালের তর্কিকদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদ এগুলোকে বাতিল বিতর্কের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছে এবং হকের অনুসারীদের কঠোরভাবে তা থেকে বিরত থাকতে বলেছে। তাদেরকে কেবলমাত্র উত্তম পন্থায় বিতর্ক করার অনুমতি দিয়েছে। জ্ঞানগত এবং কর্মগত উভয় দিক থেকে কুরআন এই উত্তম পন্থার ব্যাখ্যা করে দিয়েছে, যাতে প্রতিটি লোক তা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।^{১৬}

বিতর্কের উদ্দেশ্য থাকবে যার সাথে বিতর্ক করা হবে তাকে সত্য দ্বীন বুঝানো। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فِذَا
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ-

‘ভাল এবং মন্দ সমান হ’তে পারে না। তোমরা উত্তম জিনিসের মাধ্যমে মন্দকে দূরীভূত কর। তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে’ (হা-মীম সাজদা ৪১/৩৪)।

দাওয়াতের মাধ্যম:

দাওয়াতের মাধ্যম মোট তিনটি:

(১) **الدعوة بالقول বা কথার মাধ্যমে দাওয়াত:**

কথার মাধ্যমে দাওয়াত হ’ল মূল দাওয়াত। প্রত্যেক দাঈ নিজের ভাষায় সমাজের লোকদের নিকট দাওয়াত পৌছাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, فَلْيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
‘আপনি বলুন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি’ (আ’রাফ ৭/১৫৮)।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। দাঈর দাওয়াত উপস্থাপনের উপর মানুষের দাওয়াত গ্রহণ অনেকটা নির্ভর করে। অনেক বক্তা নিজের ভাষার চাকচিক্য, অনুপম বাচনভঙ্গির কারণে মানুষকে সহজে

১৬. মাওলানা আমিন আহসান ইসলামী, দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা, অনুবাদ: মুহাম্মাদ মুসা, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, মে ১৯৯৫), পৃঃ ৮৪, ৮৫।

আকৃষ্ট করতে পারেন যদিও তার বক্তৃতায় কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীছ খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ভাষার চাকচিক্য ও সুন্দর উপস্থাপনের অভাবে অনেক বক্তা কুরআন-হাদীছ পেশ করলেও বক্তৃতার ময়দানে লোকজনকে আকৃষ্ট করতে পারেন না।

শৈশবকাল থেকেই মুসা (আঃ)-এর মুখে জড়তা ছিল। নবুওয়াত পাওয়ার পর তিনি তাঁর মুখের জড়তা দূর করতে আল্লাহর কাছে দো‘আ করেন,

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي - وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي - وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي - يَفْقَهُوا قَوْلِي -

‘হে প্রভু! আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা ভালভাবে বুঝতে পারে’ (ত্বা-হা ২০/২৫-২৮)।

দাওয়াত যার সামনে উপস্থাপন করা হবে তার ভাষায় হওয়া যরুরী। মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে তার জাতির নিকটে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা নিজের ভাষায় স্পষ্টভাবে দাওয়াত দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

‘আমরা যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌঁছিয়েছে যেন সে তাদের পরিস্কারভাবে বুঝতে পারে’ (ইবরাহীম ১৪/৪)।

হকের দিকে আহ্বানকারীর দাওয়াতের আসল ক্ষেত্র তার নিজের জাতির মধ্যেই হওয়া উচিত। নিজের জাতিকে গুমরাহীর মধ্যে রেখে অন্য জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শোভনীয় নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ ইলম অর্জন করে নিজের কওমের লোকদের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ -

‘প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হ’ল না, যাতে তারা ধ্বিনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে’ (তওবা ৯/১২২)।

এ কারণে জুম‘আর খুৎবা স্বজাতির ভাষায় হওয়া যরুরী, যাতে লোকজন বুঝতে পারে। দাওয়াতের ভাষা হবে সুস্পষ্ট, অত্যন্ত মার্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং সৌন্দর্য মণ্ডিত। সংক্ষিপ্ত কথাকে সংক্ষিপ্ত আকারে আর দীর্ঘ কথাকে দীর্ঘ আকারে উপস্থাপন করতে হবে। শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথাকে তিনবার বলা যায়। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর আলোচনা করতেন^{১৭}।

মুসা (আঃ)-এর সময়ে ফিরাউন ছিল সবচেয়ে বড় কাফির। সে নিজেকে রব দাবী করেছিল। মুসাকে ফিরাউনের নিকটে পাঠিয়ে নরম স্বরে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَنَا تَزَكَّىٰ، وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ -

‘ফিরাউনের নিকটে যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে এবং (তাকে) বল, তুমি কি শুদ্ধাচারী হ’তে চাও? আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাকে ভয় কর’ (নাহিআহ ৭৯/১৭-১৯)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নরম কথা ও আচরণ দেখে অনেকে ইসলাম কবুল করেছিল। আল্লাহ বলেন,

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَصُوا مِنْ حَوْلِكَ،

‘আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল অন্তরের হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রুঢ় ও কঠিন অন্তরের হ’তেন, তাহ’লে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

(২) দাওয়াত বা কাজের মাধ্যমে দাওয়াত:

সৎ কাজের বাস্তবায়ন ও অসৎ কাজ না করার মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে। দাঁষ্ট সৎ কাজ করবে ও অন্যকে সৎ কাজ করার আদেশ দিবে, তেমনি অসৎ কাজ নিজে না করে অন্যকেও না করার দাওয়াত দিবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হ’তে দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা প্রতিহত করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তর দ্বারা এর প্রতি ঘণা পোষণ করে। আর এটা হ’ল ঈমানের দুর্বলতম স্তর’^{১৮}।

(৩) দাওয়াত বা উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াত:

দাঁষ্ট চরিত্র হলে উত্তম, যা দেখে মানুষ দাঁষ্ট দাওয়াত গ্রহণ করবে। দাঁষ্ট চরিত্র পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলব, আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের ছওয়াব অশেষ। সে ছওয়াব হাছিলের জন্য এবং আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য আমাদের প্রত্যেককে হকের দাওয়াত দিতে হবে। আর দাওয়াতকে সকলের নিকটে গ্রহণযোগ্য করার জন্য জেনে-শুনে কুরআন-হাদীছ মুতাবিক দাওয়াত দিতে হবে। তেমনি আহুত ব্যক্তিদের কাছে দাওয়াতকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য সহজ-সরল ভাষায় ও উত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে ধ্বিনের একজন প্রকৃত দাঁষ্ট হিসাবে কবুল করণ-আমীন!

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সূনাতে মুওয়াল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।^১ তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।^২

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।^৩ উহা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।^৪ ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সূনাত।^৫ অবশ্য মুজাদ্দীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।^৬

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।^৭ তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উঠেচকঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।^৮ কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বজ্তা করে থাকেন। এটা সূনাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে কিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত সূনাত যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।^৯

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।^{১০} এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।^{১১} এফ্রণে 'ঈদে মীলাদুলনবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

১. ফিকহুস সূনাত ১/৩১৭-১৮।
২. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।
৩. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৮।
৪. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১।
৫. নায়লুল আওত্বার ৪/২৫১।
৬. ঐ ৩/৫৫।
৭. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।
৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিকহুস সূনাত ১/৩১৯।
৯. মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।
১০. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।
১১. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৮।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খতীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবর্তী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।^{১২} মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة

المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।^{১৩}

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহর নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশ' গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।^{১৪} সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যক্ষুরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।^{১৫} কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সূনাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।^{১৬}

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি।^{১৭}

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুমা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' (অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।^{১৮} এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।^{১৯} কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর: প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে কিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সূনাত। এরপরে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ অস্তে কিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।^{২০}

১২. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।
১৩. মির'আৎ ২/৩৩১।
১৪. ফিকহুস সূনাত ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।
১৫. ফিকহুস সূনাত ১/৩১৮।
১৬. বুখারী, ফৎহুসহ ২/৫৫০-৫১।
১৭. ফিকহুস সূনাত ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।
১৮. ফিকহুস সূনাত ১/৩১৫।
১৯. ফিকহুস সূনাত ১/৩২২।
২০. মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৮১, হাকেম ১/২৯৮।

বারো তাকবীর সম্পর্কিত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় দাদা আমর ইবনু আউফ আল-মুয়াসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফু হাদীছটি নিম্নরূপ-

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثَرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالذَّهْرِيُّ -

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে সাত ও শেষ রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।^{২১} ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরণ নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।^{২২} কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। আর এটি হ'ল সনাত। দ্বিতীয়তঃ কুফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আবু মুসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন।^{২৩} তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীরের আছার সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।^{২৪} চতুর্থতঃ শায়খ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।^{২৫} অতএব অতিরিক্ত তাকবীর কখনো তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত হ'তে পারে না, যা ফরয। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীরগুলি ছিল কিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ছানার পূর্বে হয়ে থাকে। অতএব ঈদায়নের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু'র তাকবীর ছাড়াই হওয়া দলীল সম্মত।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئِي رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ (ص)

'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়য়াত।^{২৬} তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায় ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُولُ

'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়য়াত নেই এবং

২১. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।

২২. মির'আৎ ২/৩৩৮।

২৩. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।

২৪. ইরওয়া ৩/১১২।

২৫. ঐ ৩/১১৩।

২৬. জামে তিরমিযী (দিলীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।

আমিও একথা বলে থাকি'।^{২৭}

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফু হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্ব বলেন, বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। হাফেয হাযেমী বলেন, দু'টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কথা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। অতএব এটাই আমলযোগ্য (মির'আৎ ২/৩৪০)। হানাফী ফিকহ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তবে মুজাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাত^{২৮} এবং নয় তাকবীর বলে মুহান্নাফ ইবনে আবী শায়বাত^{২৯} যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসউদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়য়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।^{৩০} সুতরাং ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাকী বলেন,

هَذَا رَأَى مَنْ جَهَّ عِبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْحَدِيثُ الْمُسْتَدُّ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،

'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফু হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন'।^{৩১}

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এটা আমল করতেন না। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাফ্ফেবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।^{৩২}

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক দান করুন! -আমীন!!

২৭. বায়হাকী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।

২৮. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।

২৯. মুহান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বোঘাইঃ ১৯৭৯: ২/১৭৩ পৃঃ।

৩০. বায়হাকী ৩/২৯০ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৪৩ পৃঃ; আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩।

৩১. বায়হাকী ৩/২৯১ পৃঃ; ৩২. মির'আৎ ২/৩৩৮, ৪১ পৃঃ।

ফরিয়াদ শুধু আল্লাহর কাছে

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*

স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ধর্মানুসারীদের প্রথম শর্ত। যারা ধর্মবিধি মেনে চলে তারা ধর্মের সকল অনুষ্ঠান তর্কাতীতভাবে পালন করে থাকে। এটাই সুদৃঢ় ঈমানের লক্ষণ। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসই মানুষকে ধর্মাচরণে বাধ্য করে। প্রায় সকল ধর্মের মূলেই স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকে। ‘প্রায়’ কথাটা বলবার কারণ এই যে, বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টা সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। তাই এ ধর্মকে শূন্যবাদী ধর্ম বলা হয়। বিভিন্ন ধর্মের স্রষ্টা একরকম নয়। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। খ্রীষ্ট ধর্মের ত্রিত্ববাদ বলে পিতা-পুত্র-পবিত্রাত্মা মিলিয়ে স্রষ্টা। আর স্রষ্টার পুত্রই একমাত্র ত্রাণকর্তা। খ্রীষ্টমতে যিশু ঈশ্বরপুত্র। অবশ্য ইসলামী বিশ্বাসমতে ঈসা (আঃ) আল্লাহর একজন নবী। তিনি আসমানী কিতাব ইঞ্জিল অনুসারে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের প্রচারক ছিলেন। খ্রীষ্টানরা তার নাম দিয়েছে যিশু। আর বলেছে, তিনি ঈশ্বরপুত্র। ইঞ্জিলের নাম দিয়েছে বাইবেল। এ বাইবেল বস্তুতঃ কতিপয় পণ্ডিতের রচনা। এ কিতাব আসমানী কিতাব ইঞ্জিল নয়।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। হিন্দু ধর্মমতে বেদ ঈশ্বরের বাণী। তা ধ্যানযোগে পেয়েছেন ব্যাস নামক এক ঋষি। বেদ-এ ‘একমের দ্বিতয়ম্’ বলা হলেও, হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের সংখ্যা বহু। তবে মূল ঈশ্বরকে বলা হয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন জনে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই তিনকর্মের কর্তা। এরা সবাই ঈশ্বর। আবার এদের পৃথিবীতে জনগ্রহণ করতে হয়। তাদেরকে বলা হয় ঈশ্বরাবতার। ফলতঃ রাম, কৃষ্ণ, হরি ইত্যাদি নামের ঈশ্বরও রয়েছে এ ধর্মে।

ইসলাম ধর্মের শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন। এই কিতাব কোন মানুষের রচনা নয়। এটি স্বয়ং মহান আল্লাহর কালাম। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর এই কিতাব ফিরিশতা জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। দীর্ঘ তেইশ বছরে তার নাযিল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। সেই থেকে অদ্য পর্যন্ত আল-কুরআন একই রূপ রয়েছে। এই কিতাবকে বলা হয়েছে Code of life মানব জাতির জীবন বিধান। বলা হয়েছে, এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই। এই কিতাব দ্বারা কারা উপকৃত হবে, সৎ পথের দিশা পাবে, সে সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে ‘এটা অদৃশ্য বিশ্বাস স্থাপনকারী মুমিনদের পথ প্রদর্শক’।

কুরআন পাকে সর্বশক্তিমান একক আল্লাহর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ফেরেশতা, রাসূল, আসমানী কিতাব, জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামত এবং আখেরাতের কথা। এ সবই বিশ্বাসের ব্যাপার। তর্কাতীতভাবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে কুরআনে বর্ণিত অদৃশ্য বিষয় সমূহের উপর। এ

ধরনের বিশ্বাসীগণই কুরআন পাকের মাধ্যমে সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান পাবে। তারাই পরকালে নাজাত পাবে।

সকল ধর্মেই সৎপথে চলবার উপদেশ রয়েছে এবং অসৎ কাজে নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ বলে বৌদ্ধ সংঘে নারী-অন্তর্ভুক্তির বিধান নেই। খ্রীষ্টধর্মেও সদাচারের উপদেশ এবং কদাচারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হিন্দু ধর্মের বেলাতেও তাই। মনুসংহিতা (হিন্দু আইনবিধান) গ্রন্থে নারীর অবাধ বিচরণ নিষিদ্ধ রয়েছে। নারীদেরকে বিভিন্ন বয়সে পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীন থাকতে বলা হয়েছে। ‘নারী ক্ষেত্র, পুরুষ বীজ’ এ কথাও মনুসংহিতায় রয়েছে। ইসলাম মৌলিক ধর্ম। এ ধর্ম আল্লাহ মনোনীত করেছেন। এ ধর্মের বিধান সমূহ তার কিতাব দ্বারা সংবিধিবদ্ধ। কোন নবী-রাসূলও তার সংস্কার সাধনের অধিকার লাভ করেননি। আর অন্যান্য ধর্ম যুগে যুগে মনুষ্য কর্তৃক সংস্কারপ্রাপ্ত হয়েছে। নতুন নতুন ধর্মসংস্কারও তৈরী করেছে মানুষেরাই। আবার দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা প্রচার করেছেন বিভিন্নমুখী মতবাদ। ফলতঃ এ সকল ধর্মের সদানুষ্ঠানগুলো আর পুরোপুরি টিকে থাকতে পারেনি। এ সকল ধর্মের পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্মেও সংস্কার তথা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যিক। তাই এ সকল ধর্মে বহু যুগাবতারের আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলাম ধর্মে এ সবার অবকাশ রাখা হয়নি। বলা হয়েছে, ইসলামের বিধান সমূহ সর্বযুগে কার্যকর। তার সকল বিধানই সর্বকালে মানুষের জন্য হিতকর। কুরআন পাকে বলা হয়েছে, ‘কাফিররা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে ঝগড়া করে না’ (মুহিন ৪০/৪)। আরও বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে তারা ই লাঞ্চিত হবে’ (মুজাদালা ৫৮/২০)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা উত্তম বাণী আল্লাহর কুরআন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম হিদায়াত মুহাম্মাদের হিদায়াত। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নব-বিধান এবং প্রত্যেক নব-বিধানই বিদ’আত আর সব বিদ’আতের পরিণামই ভ্রষ্টতা’।^{১৯}

পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করে একদল লোক ইসলাম ধর্মের সংস্কারের কথা বলে। শুধু তাই নয়, মুশরিক এবং খ্রীষ্টানদের বহু চালচলন মুসলমানদের মধ্যে প্রবিষ্ট করেছে। সংস্কারপন্থীরা একে বলে আধুনিকায়ন। অথচ মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি যে কওমের অনুসরণ করে, সে তাদের দলভুক্ত’।^{২০} কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর’ (মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)।

১৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১।

২০. আবুদাউদ, মিশকাত হা/....।

* সম্পাদক, কালান্তর, রাজবাড়ী, পিরোজপুর।

অধুনা বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের মুসলমান পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নাফরমানী করে বিধর্মীদের অনৈসলামিক আমল আখলাক রপ্ত করে নিয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের মানুষ কিছু খ্রীষ্টানী এবং কিছু ভারতীয় পৌত্তলিকদের আমল-আখলাক অনুসরণ করছে। মুসলমান এখন দ্বিধা বিভক্ত। একদল মৌলবাদী, অন্যদল প্রগতিবাদী। প্রগতিবাদীদের একাংশ ইসলামিক এবং অনৈসলামিকের খিচুরী পাকিয়ে নিয়েছে। আরেক অংশ ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষরা খিচুরীর পক্ষপাতী নয়। ইসলামী আমল-আখলাকই তাদের দারণ অপসন্দ। ইসলাম বর্জিত যা কিছু তা-ই তাদের পসন্দ।

আল্লাহ মানব জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর ইবাদতের জন্য যে সৃষ্টি তার বংশ বিস্তার আবশ্যিক, নতুবা ইবাদত জারী থাকবে কী করে? বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে আল্লাহ প্রথম মানব আদম (আঃ)-এর জন্মের পর বিবি হাওয়াকে তার স্ত্রী রূপে সৃষ্টি করেন। কুরআন পাকে বলা হয়েছে, ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ’ (বাক্বারাহ ২২৩)। আধুনিকা নারী এবং তাদের সমর্থক পুরুষেরা নারীকে ক্ষেত্র বলা অসম্মানজনক মনে করে। বস্তৃতঃ নারী ক্ষেত্রই। তাই নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যিক। নতুবা ক্ষেত্রের নিয়ম-শৃংখলা রক্ষিত হবে না। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, ‘পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এই হেতু যে, পুরুষ (তাদের জন্য) নিজের ধন ব্যয় করে। ফলে সাধ্বী নারীরা পুরুষের হুকুম মত চলবে এবং তাদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহ হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্ত রালেও তা (মান-ইজ্জত) রক্ষা করবে’ (নিসা ৪/৩৪)।

এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আধুনিকা নারী এবং তাদের সমর্থক পুরুষদের বক্তব্য শোনা যায় যে, নারীকে পুরুষের অধীন করে তাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। বাস্তবতা এই যে, নারীর বিবাহ পূর্ব সময়টা পিতা কিংবা পিতার অবর্তমানে কোন না কোন বৈধ পুরুষ অভিভাবকের রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে হয়। বিবাহের পর স্বামী তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে। পুরুষের কর্তৃত্ব না মেনে নিলে নারীর নিরাপত্তার অভাব ঘটে, তা কে অস্বীকার করবে?

নারীরা একাকী পথে-ঘাটে বের হ’লে ধর্ষিতা হয়। পুরুষ কখনও ধর্ষিত হয় না। সুতরাং নারীর পক্ষে একাকী কোথাও যাওয়া বিপজ্জনক। নারী ধর্ষিতা হ’লে কিংবা স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হ’লে অবৈধ সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অবৈধ গর্ভধারণ মুসলমানদের সমাজে ও ধর্মে নিন্দিত। অবশ্য পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় অবৈধ সন্তানকে মেনে নেওয়া হচ্ছে তাদের Free Sex Culture-এর কারণে। ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত দেহ-মিলন নিষিদ্ধ, জঘন্য পাপ। আল্লাহ বলেন, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত বেত মারো’ (নূর ২৪/২)।

আমাদের দেশেও বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করছে। এ ধরনের দু’ধর্মের নর-নারীতে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ পন্থায় বিয়ে করে যৌন জীবন-যাপন ব্যভিচারের শামিল। আমাদের দেশে মুসলমানদের ভিতরে খ্রীষ্টান এবং পৌত্তলিকদের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি প্রসারিত হচ্ছে দৈনন্দিন। নিম্নে তাদের কয়েকটি উল্লেখ করছি-

(১) সুদের ব্যবসা হারাম, অথচ তা অধুনা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

(২) পর্দা মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। কিন্তু বর্তমানে নারীদের বেপর্দার সয়লাব চলছে। বাড়ীর পরিবেশে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থান এবং পর্দাহীনতা ব্যাপকতা পেয়েছে। কুরআন পাকে নর-নারীকে দৃষ্টি সংযত এবং যৌনাঙ্গের হেফাযতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা লংঘিত হচ্ছে বেপর্দার কারণে। ফলতঃ দৈহিক এবং মানসিক উভয়বিধ ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাতে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। সংসারে দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) নৃত্য-গীত, অভিনয় ইসলামে নিষিদ্ধ। এসব বিজাতীয় বিনোদন এবং সংস্কৃতি। এসবে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। নর-নারীকে ব্যভিচারের পথে টেনে নেয়। নৃত্যশৈলী শরীরের অঙ্গ-ভঙ্গী, যাতে শিল্পীর প্রতি মানুষকে কামনাসক্ত করে। সংগীতে অশ্লীলতা রয়েছে। গানের সুরের আকর্ষণ মানুষের মনকে বিচলিত করে। তার ফল শুভ হয় না কখনও। সিনেমা, টেলিভিশন, মঞ্চে নাটকের অভিনয় হয়। নারী-পুরুষে প্রেমের অভিনয়, চুম্বন-আলীংগন কিছুই বাদ যায় না অভিনয়ে। ইসলামী শরী‘আতে এসব মহাপাপের কর্ম। আবার দেখা যাচ্ছে, যারা এসব কাজে লিপ্ত, তারা ব্যভিচারী, মদ্যপ, ধর্মবিধি বর্জিত জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। এরা নিজেরাতো গোল্লায় গেছেই, উপরন্তু তরুণ প্রজন্মকে তাদের দর্শক-শ্রোতা বানিয়ে তাদের ইহকাল-পরকাল বরবাদ করে দিচ্ছে।

(৪) মুসলমানদের বিজাতীয় পোষাক পরা নিষিদ্ধ। অধুনা বিজাতীয় পোষাক পরিধানের ধুম লেগে গেছে। নারীরাও চুল খাটো করে পুরুষের মতো শরীর অর্ধ অনাবৃত রেখে পোষাক পরছে। লজ্জা নিবারণের জন্য পোষাক। অথচ পোষাকে এখন আর লজ্জা নিবারণ হচ্ছে না।

(৫) মুসলমানকে উত্তম নাম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমান অধুনা হিন্দু-খ্রীষ্টানের নাম রাখছে ছেলে-মেয়েদের।

সুতরাং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দেশের মুসলমান এখন সর্বদিক দিয়ে খ্রীষ্টান এবং পৌত্তলিকদের শিক্ষা-সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচারের দিকেই শনৈঃশনৈঃ ধাবিত হচ্ছে। দ্বীনদার মুসলমানদের পক্ষে এসবের প্রতিবাদ করা কর্তব্য। অথচ প্রতিবাদ করাও এখন মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধা দিতে গেলে সংঘাত বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই ফরিয়াদ শুধু আল্লাহর কাছে। আল্লাহ সবাইকে ঈমান নছীব করুন- আমীন!!

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেক্স

‘যাকাত’ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান যা আল্লাহর নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। ‘ছাদাক্বা’ অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য:

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ’ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ۔

‘আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।’^১

ইবাদতে মালী:

ইসলাম মুসলিম উম্মাহকে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য যাকাতকে ‘ইবাদতে মালী’ তথা অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
‘আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না’ (বাক্বারাহ ২/২৭৬)।

যাকাতের প্রকারভেদ:

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর

মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব:

১. স্বর্ণ-রৌপ্য পাঁচ উক্কিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়।^২ গহনাও স্বর্ণের যাকাত হিসাবে গণ্য।

২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ’লে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্বা যা হিজায়ী ছা’ অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ’লে নিছাবে ওশর বা ১/২০ অংশ নির্ধারিত।

৪. গবাদি পশু: (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুগা ৪০টিতে একটি ছাগল।^৩

যাকাতুল ফিতর:

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিতরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা’ বা মধ্যম হাতের চার অঙ্গুলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ’তে প্রদান করতে হয়।

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা’ খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিতরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন’।

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিতরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য ‘ছাহেবে নিছাব’ অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় ‘গম’ ছিল না। মু’আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ’লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্থ ছা’ ফিতরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু’আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়ম থাকেন। ইমাম নববী

২. ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২ পৃঃ।

৩. বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ ‘বঙ্গানুবাদ খুৎবা’ অধ্যায় দেখুন।

৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮-১৫ ও ১৮-১৬।

১. মুত্তাফাক্ব আল্লাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ ‘যাকাত’ অধ্যায়।

(রহঃ) বলেন, ‘যাঁরা অর্ধ ছা’ গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু’আবিয়া (রাঃ)-এর ‘রায়’-এর অনুসরণ করেন মাত্র’।^৫

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ:

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে ‘ছাদাক্বাহ’ শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এলে তার অর্থ হবে ফরয ছাদাক্বা।^৬ পবিত্র কুরআনে সুরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা:

১. **ফক্বীর:** নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, ২. **মিসকীন:** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩. **‘আমেলীন:** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ৪. **ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, ৫. **দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন (কুরতুবী), ৬. **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি:** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু’টি খাতের হকদার হবে, ৭. **ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা।** খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদের খাতই প্রধান। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ইসলামী পথে ব্যয় হবে, ৮. **দুহ মুসাফিরঃ** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ’তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।^৭

বায়তুল মাল জমা করা সন্নাত

ফিৎরা ঈদের এক বা দু’দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু’তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ’তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ’ত।^৮

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে

৫. ফাৎহুল বারী (কায়রো: ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।

৬. ঐ, তাফসীর ৪/১৬৮ পৃঃ।

৭. ফিক্বহুস সন্নাহ ১/৩৮৬: মির’আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।

৮. দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির’আৎ ১/২০৭ পৃঃ।

জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ’ল বায়তুল মাল বণ্টনের সন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সউদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাতে নিজের যাকাত বণ্টন করার মধ্যে একাধিক মন্দ দিক নিহিত রয়েছে। যেমন- ১. এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২. স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ’তে পারে। ৩. নিজের মধ্যে ‘রিয়া’ ও অহংকার সৃষ্টি হ’তে পারে। ফলে যাকাত করুল না হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিবে। ৪. এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫. দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহরুম হয়। ৬. যারা আসতে পারে, তারা পায়। যারা চায় না বা আসতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়। ৭. একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করে এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দৌড়াতে অসমর্থ, তারা বঞ্চিত হয়।

পারিশেষে বলব, বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাজার হাজার কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যদি যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের ১/১০ বা ১/২০ অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয়, অনুরূপভাবে এলাকার কুরবানী ও ফিৎরা সমূহ স্ব স্ব বায়তুল মালে জমা করে তা সৃষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যয়-বণ্টন ও বিনিয়োগ করা হয়, তাহ’লে ইনশাআল্লাহ যাকাত ও ছাদাক্বাই হ’তে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

বালক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের

অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও

সরবরাহকারী

শ্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

সাহেব বাজার, রাজশাহী

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।

বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

কবিতা

ধনীর ইফতারী

-আতিয়ার রহমান

মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সুখ সাগরের উর্মি দোলায় সবটা জীবন কাটলো যার,
পারবে কি ভাই জানতে সেজন অর্থহীনের দুঃখটার?
দিনটা ভরে ছিয়াম পালন অস্ত বেলায় ইফতারী,
নামগুলো সব ঠিক রাখা দায় বহুত রকম দেয় সারি।
ঠাঞ্জা পানি খাদ্য খাদক ভর্তি রাখা বর্তনে,
হাযার টাকা ব্যয় হয়ে যায় ইফতারীতে সবক্ষণে।
করলে বহুত জোগাড় এত তবুতো মন ভরছে না,
ফানটা বোতল, চাটনি চেটেও কিচ্ছু পেটে ধরছে না।
গোশত পোলাও কোপতা কাবাব কোনটা রেখে কোনটা খাও,
সবটুকুতে একটু করে তোমার সুখের মুখ ডুবাও।
দু'চোখ তুলে একটু দেখ ফুটপাতে ঐ দাঁড়িয়ে কে?
খুব যে করুণ তার চাহনী দেখছে বারে খাদ্যকে!
ডাকতে যদি পারো তাকে তোমার খাবার বর্তনে
মর্যাদাটা পড়বে না তো একটু তোমার কর্তনে!
ঐ চাতকের ইফতারীতে লইতে যদি সঙ্গে তোমার,
রইতো খোলা তোমার তরে জান্নাতেরই মুক্ত ঘর।

শব-ই-কদর

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ

মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পবিত্র মহিমাম্বিত রজনী
আজ শব-ই-কদর
ক্ষমা কর প্রভু কুল মুসলিমে
তব দুয়ারে দাঁড়িয়ে নফর।

ক্ষমার দুয়ার অবারিত আজ
পাপী-তাপী আয় নাহি কোন লাজ
যত বড় পাপীই হও না কেন
ধুয়ে-মুছে হবে সরফরাজ।

আমি তো মুছল্লী কমজোর,
তাইতো ঘুম আসে না হ'তে ভোর
তবুও হাযির হয়েছি জামা'আতে
এতেই করে ক্ষমা যত পাপ মোর।

মুখে বলি সার্বভৌমত্ব এক আল্লাহর
কার্যতঃ ইবাদত করি কি তার?
ভয় হয় বুখা যাবে শব-ই-কদর,
কেঁদে হই না যতই বেকারার।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবা, বলবো কি আর
ঈমানের প্রশ্নে নাহি দিত ছাড়,
তুমি আমি কি করি দেখ না ভেবে
হাযার শব-ই-কদর করবে কি পার?

অভাবী হ'লে অনুগত প্রজা
কর রেয়াত দেন দয়ালু রাজা,
বিদ্রোহী হ'লে কেমন আচরণ,
ভেবে দেখ না কি তার সাজা।
আজ মুসলিম! নহে অনুগত
শয়তানের তাবেদার ঈমানে ক্ষত,

খাঁটি মুসলিমের এ নে'মত কেমনে
আশা করে ঐ ভণ্ড পামর যত।

শুধু মুখে বলেই করবে আশা
তাইতো শিখেছ প্রতারণার ভাষা,
এ হ'লে নে'মত শব-ই-কদর
পাবার কামনা তোর হবে দুরাশা।

খুশির ঈদ

এফ.এম. নাছরুল্লাহ

কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

অন্তরে অন্তরে আজ
ঈদ আনন্দের দোলা
ধনী-গরীব নেই ভেদাভেদ
সবার দুয়ার খোলা।

মুসলমানের মিলন মেলায়
আসল খুশির ঈদ,
সবার মাঝে গড়তে সে যে
সাম্যবাদের ভিত।

ইসলাম হ'ল শান্তির ধর্ম
নেই তো অহংকার,
বছর ঘুরে খুশির এই ঈদ
আসুক বারে বার।

পথ চেয়ে 'মা' বসে আছে
আসবে খোকা ফিরে,
শহর ছেড়ে বিদেশ ঘুরে
মায়ের আপন নীড়ে।

ঈদের খুশির বইছে বাতাস
উতাল পাতাল চেউ,
এমন খুশির ঈদ যেন ভাই
পর করে না কেউ।

রোযা ঈদ

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ

নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

রামায়ান শেষে পুলক নিয়ে
এল রোযার ঈদ,
পুলক বর্ষে ঈদের নিশিতে
কেউ যাব নাক নিদ।
একটি মাস ছওম রাখলাম
পুণ্য পাবার আশে,
রামায়ানের শেষে ঈদ এল
শান্তির ধারা বেশে।
এই ঈদেতে দ্বন্দ্ব ভুলে
ঈদগাহেতে যাব,
ঈদের ছালাত পড়ে এসে
ফিরনি পায়েশ খাব।
ঈদের দিনে ধনী-গরীব
সবাই মোরা আপন,
পুণ্যে ভরা ছওম ও ঈদ
হর্ষে ভরায় মন।
ঈদের দিনে কারো নেত্র
আসছে নাক নিদ,
মোদের মাঝে হর্ষ নিয়ে
এল রোযার ঈদ।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. নবীর নাম ইউসুফ (আঃ) এবং সূরার নাম ইউসুফ।
২. ২৭টি সূরার ৭৫টি স্থানে।
৩. ৪টি বংশ ধারা থেকে (আলে ইমরান ৩/৩৩)।
৪. ইবরাহীম (আঃ)।
৫. আল্লাহর বান্দা। ইয়াকুব (আঃ)-এর।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১. সর্বদা পরিবর্তনশীল।
২. প্রোটোজোয়া।
৩. প্রথম প্রাণী।
৪. প্রতিকূল পরিবেশে।
৫. এক কোষী প্রাণী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. ছহীফা অর্থ কি? আল্লাহ পাক কাদেরকে ছহীফা প্রদান করেছিলেন?
২. রাসূলদের নিকট আল্লাহ প্রেরিত কিতাব সমূহের মধ্যে প্রধান কিতাব কয়টি?
৩. মূসা (আঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ কিতাবের নাম কি?
৪. দাউদ (আঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ কিতাবের নাম কি?
৫. ঈসা (আঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ কিতাবের নাম কি?
৬. শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম কি?

* সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ কি?
২. ম্যালেরিয়া জীবাণু কি ধরনের জীব?
৩. ম্যালেরিয়া জীবাণুর কয়টি প্রজাতি আছে?
৪. ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ প্রথম কোন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন?
৫. ম্যালেরিয়া শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?

* সংগ্রহেঃ শিহাবুদ্দীন আহমাদ
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি প্রশিক্ষণ

ডাংগীপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার: অদ্য সকাল ১০-টায় ডাংগীপাড়া মিছবাহুল উলুম ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার সম্মানিত সুপার জনাব তোয়াম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার পরিচালক রবীউল আওয়াল। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

করা হয়। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আকবুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফারজানা।

জায়গিরগ্রাম, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৪ জুলাই শুক্রবার: অদ্য সকাল ৯-টায় জায়গিরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার পরিচালক জনাব মুস্তাফীযুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন সোনামণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উপদেষ্টা জনাব শরীফুল ইসলাম, সহ-পরিচালক জনাব নেফাউর রহমান ও ওমর ফারুক প্রমুখ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবু সুফিয়ান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ইখলাছুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনাব আব্দুল্লাহিল কাফী। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের মাঝে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিশ্বনাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৪ জুলাই শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক বিশেষ সুধী সমাবেশ ও সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সম্মানিত সভাপতি ও যেলা সোনামণির প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশ ও প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হুসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি আবু রায়হান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মওদুদ আহমাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সভাপতি জনাব শরীফুল ইসলাম।

ভুগরইল, রাজশাহী ১৭ আগষ্ট সোমবার: অদ্য বাদ আছর মধ্য ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র ও অত্র মসজিদের মক্তবের শিক্ষক সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফরীদুযামান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে নাবীলা আক্তার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-মুইত।

**আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত
ইসলামী জীবন যাপন করি।**

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

স্বদেশ-বিদেশ**স্বদেশ****ভারতের দখলে বাংলাদেশের ৩৫০০ একর জমি**

ভারতের দখলে রয়েছে বাংলাদেশের ৩ হাজার ৫০৬ একর জমি। দখলকৃত এই জমি ছাড়াও ভারতের রয়েছে বাংলাদেশের ১১১টি ছিটমহল। ছিটমহলের জমির পরিমাণ ১৭ হাজার ১৫৮.১৩ একর। ভারতের সীমান্তরক্ষী বিএসএফ গত ১২ বছরে বাংলাদেশের ৩ হাজার নাগরিককে নির্যাতন করেছে। তাদের মধ্যে নিহত হয়েছে ৯১০ জন। বাংলাদেশের আপত্তি সত্ত্বেও বাংলাদেশ সীমান্তে ভারত ৩ হাজার ২শ' কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ২ হাজার কিলোমিটার বেড়া নির্মাণ শেষ করেছে।

উত্তরাঞ্চলে ২০ লাখ মাদকাসক্ত

উত্তরাঞ্চলের সড়ক-মহাসড়ক মাদক পাচারের নিরাপদ রুট। বাসে ও ট্রাকের মালামালের সঙ্গে এতদঞ্চলে মাদক আসছে। উত্তর সীমান্ত পার হয়ে প্রতিদিন প্রায় ১০ লাখ বোতল ফেনসিডিল আসে। আসে হেরোইন এবং নেশা জাতীয় ট্যাবলেট ও ইনজেকশন। মাদকদ্রব্যের অবাধ বাণিজ্যে উত্তর জনপদের পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, নাটোর, নওগাঁ, রংপুর ও জয়পুরহাট যেলায় মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। উত্তরাঞ্চলের ১৬ যেলার শহর-বন্দর ও গ্রামগঞ্জে মাদকাসক্তের সংখ্যা ২০ লাখেরও বেশী। এদের মধ্যে ১৫ লাখেরও বেশী ফেনসিডিল আসক্ত। ৩ লাখ নেশা জাতীয় ট্যাবলেট, ইনজেকশন ব্যবহার করে।

সয়াবিন থেকে দুধ

পুষ্টিমান ও গুণগত মানের দিক থেকে কাছাকাছি অথচ খুব কম খরচে দুধ উৎপাদিত হবে সয়াবিন থেকে। সয়াবিন থেকে প্রতি লিটার এ দুধের উৎপাদনে খরচ পড়বে মাত্র সাত টাকা। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরী বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বাংলাদেশে প্রচলিত দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রায় ১০টি পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে সয়াদুধ তৈরির একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ পদ্ধতি অনুসারে তৈরী দুধ দ্বারা দই, রসগোল্লা ও রসমালাই তৈরী করা যাবে এবং তরল দুধ হিসাবেও পান করা যাবে।

এনজিও ঋণে রাজশাহীতে হাজার পরিবার নিঃস্ব

রাজশাহীর পবা উপেলার গ্রাম-গঞ্জে বিভিন্ন এনজিওর বিতরণকৃত ঋণের অতিরিক্ত সূদের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে ঋণগ্রহীতারা। এনজিও কর্মকর্তা এবং কর্মীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েক হাজার পরিবার বাড়ি, ভিটেমাটি, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি বিক্রি করে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে। সে সঙ্গে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় শত শত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়েছে। জানা গেছে, উপেলার প্রতিটি গ্রামে আশা, কারিতাস, পিডিও, এসডিও, ঠেঙ্গামারা, নিষ্কৃতি, পদক্ষেপ, ভার্ক, গ্রামীণ ব্যাংক সহ বিভিন্ন এনজিও গ্রামের খেটে খাওয়া দিনমজুর, কৃষক, যুবক-যুবতীকে কোনপ্রকার খোজ-খবর না নিয়েই চড়া সূদে ঋণ

দিচ্ছে। এমনকি একই পরিবারে ৭-৮টি এনজিওর ঋণের টাকা দিচ্ছে। আর এ টাকার কিস্তি প্রতি সপ্তাহে পরিশোধ করতে না পেরে জমিজমা, বাড়ি-ভিটা বিক্রি করে সর্বশান্ত হচ্ছে, কেউবা এনজিওর অত্যাচারে রাতের অন্ধকারে থাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তা না বাড়ালে বসবাসের অনুপযোগী হবে ঢাকা

যেকোন মেগাসিটিতে মোট ভূমির ২২ থেকে ২৫ শতাংশ রাস্তা থাকা প্রয়োজন। ঢাকায় রাস্তা আছে মাত্র ৮ শতাংশ। চাহিদার তুলনায় এ পরিমাণ ২শ' শতাংশ কম। নগর পরিকল্পনাবিদ ও পরিবহন বিশেষজ্ঞদের মতে গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাস্তার পরিমাণ না বাড়ালে এবং বিকল্প রাস্তা তৈরী না করলে রাজধানী ঢাকা এক সময় বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। এমনকি যানজটের কারণে ঢাকা অচল হয়ে পড়ারও আশংকা করা হচ্ছে। জানা যায়, প্রায় সোয়া কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই শহরে রাস্তা আছে মাত্র ৩ হাজার ২ কিলোমিটার, যা প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ। এসব রাস্তার মধ্যে মাত্র ৪শ' ৬২ কিলোমিটার সড়ক দিয়ে ভারি যানবাহন চলতে পারে। বাকী রাস্তাগুলো সরু বা সংকীর্ণ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৭০% ছাত্রী উপবৃত্তি বঞ্চিত

নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা, শ্রেণী কক্ষে ৭৫ শতাংশ নম্বর প্রাপ্তির শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে উপবৃত্তি প্রাপ্তিতে। এর ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মেয়ে উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি দিতে বাধ্য হচ্ছে। রাজধানীর সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানে এ প্রবণতা দেখা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুসন্ধানে এ তথ্য বের হয়ে এসেছে।

অপুষ্টিজনিত কারণে ঘণ্টায় ১০ শিশুর মৃত্যু হচ্ছে

অপুষ্টিজনিত কারণে দেশে প্রতিদিন পাঁচ বছরের কম বয়সী ২৪০টি অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০টি শিশু মারা যাচ্ছে। এছাড়া অপুষ্টির কারণে শিশু কম ওয়ান নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে তাদের ওয়ান বাড়ছে না, শিশু খাটো হচ্ছে। সর্বশেষ বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপে দেখা যায়, পাঁচ বছরের কম বয়সী ৪১ শতাংশ শিশুর ওয়ান বয়সের তুলনায় কম। আর বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম ৪৩ শতাংশ শিশুর। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলছেন, মায়ের দুধেই এর সমাধান নিহিত আছে। কারণ মায়ের দুধে ২০০টি পুষ্টি উপাদান আছে। পৃথিবীর আর কোন একক খাদ্যে এত পুষ্টি নেই। এই খাদ্যের কোন বিকল্প নেই।

দারিদ্র্যসীমার নীচে সাড়ে ৬ কোটি মানুষ

দেশে নগর-মহানগরে ৪ হাজার ৮শ' বস্তু রয়েছে, যেখানে বাস করছে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ। এছাড়া দেশে এখনও ৬ কোটি ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। বেসরকারী সংগঠন 'অন্বেষণ'-এর এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

দেশে সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তের সংখ্যা দেড়শ' ছাড়িয়ে গেছে

দেশে সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তের সংখ্যা দেড়শ' ছাড়িয়ে গেছে। গত ২৮ আগস্টে আরো ১৯ জনের শরীরে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৩ জনে।

বিদেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতি

যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর দুর্নীতি তদন্তে গত ২৩ জুলাই রাজনীতিবিদ, সরকারী কর্মকর্তা এবং ইহুদী ধর্ম যাজকসহ ৪৪ জন গ্রেফতার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন নিউজার্সির তিন মেয়র এবং রাজ্যের বিচার বিভাগের দুই সদস্য। এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে রাজনৈতিক দুর্নীতি, কিডনী পাচার এবং অর্থ আত্মসাতের মতো নানা কেলেকারি। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- নিউজার্সির মেয়র পিটার কাম্মারানো, সেককাস মেয়র ডেনিস এলওয়েল, জার্সি সিটির ডেপুটি মেয়র লেওনা বেলডিনি, রিজফিল্ড মেয়র এস্থনি সুয়ারেজ, রাজ্যের বিচার বিভাগীয় সদস্য হারভে স্মিথ ও ডেনিয়েল ভ্যান পেট, নিউজার্সির র্যাবাই এলিছ বেন হেইম, নিউইয়র্কের র্যাবাই সউল কাসিম ও মোরদেশাই ফিস এবং নিউজার্সির র্যাবাই এডমুন্ড নাউম। ব্রুকলিনের র্যাবাই লেডি আইজ্যাকের বিরুদ্ধে এক দশক ধরে কিডনী পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ১০ হাজার ডলারে কিডনী কিনে তা ১,৬০,০০০ ডলারে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

ভারতে মাওবাদীরা মুক্তাঞ্চল গঠন করতে চলেছে

ভারতের মাওবাদীরা কেরালা থেকে আসাম পর্যন্ত নিজেদের জন্য একটি মুক্তাঞ্চল বা লাল করিডর গড়তে চাইছে। এর মধ্যে তারা ছত্তিশগড়, বাড়খণ্ড, অন্ধ্র প্রদেশ, উড়িষ্যা ও বিহারের জঙ্গলমহলে মুক্তাঞ্চল তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ে মাওবাদীরা একহাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে একটি মুক্তাঞ্চল গড়ে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চায়। একই সঙ্গে তারা সমান্তরাল একটি শাসনব্যবস্থা কয়েম করতে চাচ্ছে। এ লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি খেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটির ছত্রছায়ায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মাওবাদীরা যুবক ও কিশোরদের নিয়ে গড়ে তুলছে পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ)। উল্লেখ্য, ভারতের ১১টি রাজ্যে মাওবাদীরা এখনো শক্তিশালী। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে মাওবাদী দমনের উদ্যোগ নিলেও তাদের দমাতে পারছে না। বরং প্রশাসন তাদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ছে।

কিউবায় তরণদের মধ্যে এইডস ছড়িয়ে পড়ছে

কিউবায় তরণদের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ দিনের পর দিন বাড়ছে। কিউবার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, ২০০৮ সালে দেশটিতে ১ হাজার ৩০০ জনেরও বেশী লোক এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছে। চলতি বছর আরো ১ হাজার ৪০০ জন আক্রান্ত হয়েছে। ১ কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যার দেশ কিউবায় ১৯ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরণরা এখন সবচেয়ে বেশী হুমকির মুখে।

অং সান সুচির আরো তিন বছর কারাদণ্ড

মিয়ানমারের আদালত গত ১১ আগস্ট রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী অং সান সুচিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। রায়ে সুচিকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। তবে সামরিক জান্তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে সাজার মেয়াদ ১৮ মাস করা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশী মানুষ প্রাণ হারায় ভারতে

ভারতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি ঘণ্টায় ১৩ জন নিহত হয়, যা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীনের চেয়েও বেশী। দেশটির অপরাধ বিষয়ক জাতীয় ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ২০০৭ সালে ভারতে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে প্রায় এক লাখ ১৪ হাজার, যা ২০০৬ সালের চেয়ে ৬ দশমিক ১ শতাংশ বেশী। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে সবচেয়ে বেশী মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। উল্লেখ্য, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র (ডব্লিউএইচও) প্রতিবেদন মতে, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে ১৭৮টি দেশে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, বিশ্বে প্রতিবছর মোট ১২ লাখ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।

বিহারে স্কুলে গেলে প্রতিদিন এক রুপী

ভারতের বিহার রাজ্যে গরীব শিশুদের স্কুলে আসায় উৎসাহ জোগাতে প্রতিদিন এক রুপী করে দেয়া শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। এভাবে শিক্ষার হার বাড়ানোই উদ্দেশ্য। বিহারের আদিবাসী কল্যাণবিষয়ক মন্ত্রী জিতান রাম মালজিহি বলেছেন, অর্থের পরিমাণ কম হ'তে পারে, কিন্তু এতে দরিদ্র শিশুরা স্কুলে ফিরবে। উল্লেখ্য, সরকারী তথ্যানুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার কমপক্ষে ৪০ শতাংশ দিনে ১ ডলার ২৫ সেন্টেরও কম অর্থে জীবন ধারণ করে থাকে।

এশিয়ায় মারাত্মক খাদ্য ঘাটতির আশংকা

পানি ও কৃষি ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ঘটানো না গেলে এশিয়াকে ধারাবাহিক খাদ্য সংকট এবং সামাজিক অসন্তোষের সম্মুখীন হতে হবে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এবং আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত 'রিপোর্টে আরো বলা হয়, ২০১০ সালের মধ্যে এশিয়ায় অতিরিক্ত দেড়শ' কোটি লোক বসবাস করবে। এর ফলে খাদ্য সরবরাহের উপর আরো চাপ সৃষ্টি হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ

দক্ষিণ কোরিয়া গত ২৫ আগস্ট তাদের প্রথম রকেট সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করেছে। সফটওয়্যার সমস্যার কারণে উৎক্ষেপণের মাত্র আট মিনিট আগে তা স্থগিত করার ছয়দিন পর ঐদিন তা উৎক্ষেপণ করা হয়। রাশিয়ার সহযোগিতায় দক্ষিণ কোরিয়ার একটি উপগ্রহ কক্ষপথে উৎক্ষেপণের প্রকল্পটি ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত সাতবার বিলম্বিত হয়।

তামাক সেবনে বিশ্বে ৬০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটবে

তামাক সেবন থেকে ক্যান্সার, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট এবং আরো অনেক রোগে আক্রান্ত হয়ে আগামী বছর ৬০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটবে। বিশ্বের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ২৫ আগস্ট একথা বলা হয়েছে। 'ওয়ার্ল্ড লাং ফাউন্ডেশন' এবং 'আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি'র এই নতুন হিসাবে দেখা গেছে, তামাকের ব্যবহারের কারণে চিকিৎসা ব্যয়, উৎপাদনশীলতা এবং পরিবেশের ক্ষতি মিলিয়ে বছরে সরাসরি বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রায় ৫শ' মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়ে থাকে। বিশ্বে প্রতি ১০ জনে ১ জন তামাক সেবনে মারা যায়। বিশ্বের ১শ' কোটি মানুষ ধূমপান করে, যার মধ্যে ৩৫ শতাংশ উন্নত দেশে আর ৫০ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশে।

ভারতে ৩৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে

বর্তমানে ভারতে ৩৮ শতাংশ লোক চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এই হার বর্তমানের ২৭ দশমিক ৫ ভাগের চেয়ে ১০ ভাগ বেশী। বর্তমানে ভারতে ২৯ কোটি ৭০ লাখ লোক চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে।

মুসলিম জাহান

পিএলও'র নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত

'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন'র (পিএলও) প্যালেস্টাইন তাদের নির্বাহী পরিষদের ছয়জন নতুন সদস্য নির্বাচিত করেছে। পিএলও'র একজন মুখপাত্র বলেন, নির্বাচিত ছয় জনের মধ্যে রয়েছেন সম্প্রতি ফাতাহ 'আন্দোলন'র নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়া প্রবীণ নেতা আহমাদ কোরেই, শীর্ষ আলোচক সায়েব এরাফাত ও আইন পরিষদ সদস্য হালাল আমরাবি। ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস নির্বাহী কমিটিতে নেতৃত্ব প্রদান করছেন। আব্বাসের ফাতাহ গোষ্ঠীসহ ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদী উপদলগুলো পিএলও গ্রুপে অন্তর্ভুক্তি। তবে 'হামাস' এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদ বাড়ছে

সম্পদের হিসাবে বিশ্বের একশটি ইসলামিক ব্যাংকের আমানত পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০০৮ সালে ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন দ্য এশিয়ান ব্যাংকার-এর বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, গত বছর শীর্ষ একশটি ইসলামী ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮ হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা ২০০৭ সালে ছিল ৩৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। একই সময়ে এশিয়ার ৩শ' বৃহত্তম ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব ব্যাংকের সম্পদ বৃদ্ধির হার ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ পিছিয়ে পড়েছে। দ্য এশিয়ান ব্যাংকার ম্যাগাজিন জানায়, ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলায় বেশির ভাগ পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান পঙ্গু হয়ে পড়লেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রাধান্য ও আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যাগাজিনের সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী ইমানুয়েল ডালিয়োল বলেন, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থার কারণে ইসলামী অর্থনীতির জনপ্রিয়তা বিস্ময়করভাবে বাড়ছে।

পারমাণু চুল্লি পরিদর্শনের অনুমতি দিল ইরান

পারমাণবিক কর্মসূচী পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার মতে, ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরীতে ব্যবহার করা সম্ভব এমন সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন হার কমিয়েছে। এছাড়া নাভাস ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ কেন্দ্রে সংস্থাটির নয়রদারী আরো বাড়ানোর ব্যাপারেও সম্মত হয়েছে তেহরান। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা আইএইএ ২৮ আগস্ট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের আরাক নামের আইআর-৪০ পারমাণবিক চুল্লিতেও প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে ইরান সরকার। এছাড়া সংস্থাটি বলছে, নাভাস পারমাণবিক কেন্দ্রে ইরান সম্প্রতি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সেন্ট্রিফিউজ স্থাপন করছিল। এ ধরনের যন্ত্রপাতি সেখানে বাড়ানোও হয়েছে, তবে সেগুলোতে উৎপাদন হার কমিয়েছে দেশটির সরকার। আগামী নভেম্বরে নাভাস পারমাণবিক কেন্দ্রের মালসামান খতিয়ে দেখার পরিকল্পনা রয়েছে আইএইএ'র।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

যুদ্ধ করবে ক্লাস্তিহীন রোবট

জলে-স্থলে এমন যোদ্ধাই তো দরকার, যে কখনও ক্লাস্ত হয় না, কখনও ঘুমায় না কিংবা যার শরীর থেকে এমনকি রক্তও বের হবে না। তা যোদ্ধা হিসাবে যত বড়ই হোক, একজন মানুষ কখনও এসব মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। রোবট প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠান 'প্যাকবট' নামে এমন কিছু রোবট বাজারে এনেছে, যেসব রোবটের মধ্যে ওপরের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মেরিল্যান্ডের নেভাল এয়ারফিল্ডের একটি প্রদর্শনীও করে ফেলেছে তারা। এ ধরনের রোবট অনায়াসে পাথরের উপর উঠে যেতে পারবে। যান্ত্রিক বাহুতে বহন করতে পারবে বিস্ফোরক দ্রব্য।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ও হালকা মানব

নেপালের খগেন্দ্র থাপা মাগার বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ও হালকা মানব। তার উচ্চতা ৫০ সেন্টিমিটার এবং ওজন ৫ কেজি। তিনি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছেন।

বিশ্বের প্রথম মহাকাশ বন্দর

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোতে নির্মিত হচ্ছে বিশ্বের প্রথম মহাকাশ বন্দর। এ বন্দর নির্মাণের মধ্য দিয়ে মহাকাশ গবেষণায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার। এতে ৩ হাজার মিটার রানওয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ক্যান্সারের প্রসারণ বিরোধী নয়া চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন

মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলছেন, তারা স্যালিনোমাইসিন নামে একটি যৌগ উদ্ভাবন করেছেন যা ক্যান্সারের বিপরীতে প্রায় ১শ' গুণ বেশী ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করতে সক্ষম।

পৃথিবীর সমান গ্রহ

এই শিকারী স্পেস টেলিস্কোপ কেপলার পৃথিবীর সমান গ্রহের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা গ্রহটির নাম দিয়েছেন হ্যাট-পি-৭। পৃথিবী থেকে প্রায় এক হাজার আলোকবর্ষ দূরে একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে এই গ্রহ। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল, গ্রহটি তার নক্ষত্র থেকে আমাদের পৃথিবীর সূর্যের দূরত্বের চেয়ে প্রায় পঁচিশগুণ কাছে। আর নক্ষত্রটিকে প্রদক্ষিণ করছে মাত্র ২.২ দিনে।

ডুবুরি ধান

প্লাবন ভূমিতে পানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত বাড়তে পারে এমন এক উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ধানের জিন আবিষ্কার করেছেন জাপানের বিজ্ঞানীরা। এই জিন সংযোজনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ধান গাছ এত দ্রুত বাড়তে পারে যে, জমিতে বন্যার পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি পানির ওপর মাথা তুলে থাকতে পারে। সেজন্য এই ধানের নাম দেয়া হয়েছে 'স্লোরকেল রাইস' বা ডুবুরি ধান। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লোকজন বন্যার কারণে কোন ধান চাষ করতে পারে না। পানি জমে মরে যায়। এশিয়া ও আফ্রিকার ৪০ শতাংশ ফসলই এভাবে নষ্ট হয়। নতুন উদ্ভাবিত ডুবুরি ধান এই সমস্যার সমাধান করবে।

সংগঠন সংবাদ**আন্দোলন****কর্মী প্রশিক্ষণ**

খুলনা ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার: অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবরচাকা মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলী হাফেয, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ।

মাসব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩ আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ছ প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামায়ান উপলক্ষে মাসব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। মাসব্যাপী দাওয়াতী কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রতিদিন বাদ আছর হ'তে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলেবে ইনশাআল্লাহ। এর প্রথম অংশে রয়েছে কুরআন শিক্ষা ক্লাস এবং দ্বিতীয়াংশে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

যুবসংঘ**আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ**

ঢাকা ৩০ ও ৩১ জুলাই: 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ঢাকা যেলা কার্যালয়ে দুই দিনব্যাপী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নরসিংদী ও কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা অংশ নেয়। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি যছরুল হক যায়েদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর

বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৩ ও ১৪ আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া কমপ্লেক্সে গত ১৩ ও ১৪ আগষ্ট দুই দিন ব্যাপী আঞ্চলিক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি অধ্যাপক শহীদুয্যামান ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক নয়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফয়লুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সীমান্ত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মহিদুল ইসলাম প্রমুখ। ১৪ আগষ্ট শুক্রবার জুম'আর পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

সাহারবাটি, মেহেরপুর ২০ ও ২১ আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে যেলার গাংনী থানাধীন সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গত ২০ ও ২১ আগষ্ট দুই দিন ব্যাপী আঞ্চলিক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। প্রশিক্ষণে মেহেরপুর যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন বাদ আছর অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং পরদিন জুম'আর পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

আখালিয়া, নরসিংদী ২১ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় নরসিংদী যেলার আখালিয়া শাখার ইসলামী পাঠাগারে ২১ দিন ব্যাপী 'ছালাত ও দো'আ শিক্ষা'র সমাপনী দিনে এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীর হামযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহফযুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, বর্তমান সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন। অনুষ্ঠানে ছালাত ও দো'আ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে অধ্যাপক জালালুদ্দীন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দুই শতাধিক ছাত্র ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন আখালিয়া জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মতীউর রহমান, পাঁচরুখী জামে মসজিদের খতীব মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, ডহরীর টেক জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মোস্তাফীযুর রহমান।

কর্মী সমাবেশ

গাযীপুর ৩১ জুলাই শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার আস্থায়ক মাওলানা হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ খসরু পারভেজ। সমাবেশ শেষে মুহাম্মাদ হাতেমকে সভাপতি, আব্দুল মালেককে সহ-সভাপতি এবং কাযী মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নাটোর ১১ আগস্ট মঙ্গলবার: অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগাতিপাড়া উপযেলার বাঁশবাড়ী সাংগঠনিক এলাকার উদ্যোগে বাঁশবাড়ী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সউদী প্রবাসী আব্দুল ওয়াহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য ডা. মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীকু প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

নওদাপাড়া মাদরাসার ইয়াতীমখানা পুনরায় চালু

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত রাজশাহী মহা নগরীর নওদাপাড়াস্থ 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স)'-এর ইয়াতীম বিভাগ পুনরায় চালু হয়েছে। গত ২৮ আগস্ট রোজ শুক্রবার বাদ আছর কমপ্লেক্সের পশ্চিম পার্শ্বস্থ বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে ইয়াতীম বিভাগ পুনরায় চালুকরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সুধী সমাবেশ ও

ইফতার মাহফিলে কমপ্লেক্সের নির্বাহী সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক **অধ্যাপক আব্দুল লতীফ** আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াতীম বিভাগ উদ্বোধন করেন।

সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, ২০০৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'ইয়াতীম বিভাগ' পুনরায় চালু করতে পেরে আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি বলেন, অত্র কমপ্লেক্সের ইয়াতীম বিভাগের ছাত্র বর্তমানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে এবং এ বছর সেখানে মাস্টার্সে সুযোগ পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এই গৌরব আমাদের সকলের। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা ৫০ জন ইয়াতীম নিয়ে এই বিভাগ চালু করছি। তবে সত্তর এই সংখ্যা ১০০তে উন্নীত করা হবে ইনশাআল্লাহ। ইয়াতীমদের থাকা-খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা ও যাতায়াত সহ সার্বিক ব্যয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হবে। এ জন্য আমরা দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের উদার সহযোগিতা কামনা করছি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এস.এম. আযীযুল্লাহ, অত্র কমপ্লেক্সের শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী, টিটিসি রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল জনাব আয়নুল হক, স্থানীয় সুধী মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে ছয় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মানবতার শেষ আশ্রয় হ'ল ইসলাম

-আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৭ আগস্ট : অদ্য ৫ রামাযান বৃহস্পতিবার স্থানীয় সাফা ওয়াং কমিউনিটি সেন্টারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আয়োজিত ইফতার-পূর্ব আলোচনা সভায় প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত তিন শতাধিক ছাত্র কর্মীর উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তোমাদের পিতা-মাতারা তোমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য পাঠিয়েছেন, নোংরা রাজনীতির ঘেরাটোপে পড়ে শহীদ বা গাযী হওয়ার জন্য পাঠাননি। তিনি বলেন, মানবতার শেষ আশ্রয় হ'ল ইসলাম। আর ইসলাম বলতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে বুঝায়। মানুষকে এক সময় সব ছেড়ে এখানে ফিরে আসতেই হবে। তিনি 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র কর্মী ও ছাত্র বৃন্দকে যেকোন তাগের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত এগিয়ে নেবার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ডঃ সাখাওয়াত হোসাইন, মাওলানা আব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ, রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয় ‘যুবসংঘের’ সভাপতি ইমামুদ্দীন ও সেক্রেটারী আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সভাপতি আব্দুছ ছবুর।

যেকোন বাধা মুকাবিলায় আদর্শের উপর দৃঢ় থাকুন

-আমীরে জামা'আত

বেরাইদ, ঢাকা ২৮ আগষ্ট : অদ্য ৬ রামায়ান শুক্রবার বেরাইদ পূর্ব পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, পবিত্র রামায়ান এসেছে আমাদেরকে তাকুওয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য। প্রকৃত তাকুওয়াশীল ব্যক্তিদের শয়তানী চক্রান্তের মুকাবিলায় সর্বদা কঠিন পরীক্ষা সমূহের সম্মুখীন হ'তে হয়। এতদসত্ত্বেও যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহতীতির উপর দৃঢ় থাকবে তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। দুনিয়া পূজারীরা তাদের অপদস্থ করলেও প্রকৃত অর্থে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত। এ প্রসঙ্গে তিনি বিগত যুগে আছহাবুল উখদুদের মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এ যুগে যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে মানুষকে আহ্বান জানাবে, বিরোধীদের নানা অপবাদ, চক্রান্ত ও নির্যাতন তাদের সহ্য করতে হবে। তবে শুভ পরিণাম সর্বদা মুত্তাকীদের জন্যই থাকবে।

জুম'আর ছালাত শেষে মুছল্লীদের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি পুনরায় সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন ও সকলকে সংগঠনের অধীনে থেকে সুশৃংখলভাবে জামা'আতী যিন্দেগী যাপনের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব মাহফুযুর রহমান তাঁর স্বাগত বক্তব্যে আমীরে জামা'আতের আগমনে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলকে সংগঠনভুক্ত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি ‘সোনা মণি’ সংগঠনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ব্যক্ত করেন ও ৭ থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের অত্র সংগঠনে অনতিবিলম্বে যোগ দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা যেলা ‘আন্দোলন’ এবং বেরাইদ শাখা ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘের’ কর্মপরিসদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি স্থানীয় এম.পি জনাব এ.কে.এম. রহমানুল্লাহর আমন্ত্রণে তাঁর বাসায় ইফতার করেন এবং যেলা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি জনাব আলহাজ্জ মোশাররফ হোসাইনের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ শেষে রাতেই ঢাকায় ফেরেন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯ আগষ্ট : অদ্য ৭ রামায়ান শনিবার ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলাদেশ পাবলিক লাইব্রেরী সেমিনার কক্ষে আয়োজিত ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে এবং কুরআনই বিশ্বমানবতার জন্য সবচেয়ে বড় নে'মত। জনগণের কাছে কুরআনী বিধান সমূহ পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে বুঝানো ও তা বিশদভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব হ'ল

মুসলিম উম্মাহর। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কুরআন-হাদীছ গবেষণার কোন সুযোগ নেই। ফলে এক সময়ে বিজ্ঞানে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম উম্মাহ আজ বিজ্ঞানে পশ্চাদপদ জাতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি ছাত্রদেরকে বর্তমানের প্রতারণাপূর্ণ, ক্ষমতালোভী ও রক্তপিপাসু রাজনীতির খপপার হ'তে দূরে থেকে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান এবং তাদেরকে ৬টি গুণ অর্জনের উপদেশ দেন। তিনি যুবসংঘের কর্মীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্রদের নিকট জামা'আতবদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নাম নয়, বরং এটি একটি দাওয়াত বা আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন বিভিন্ন মাহযাব, তরীকা, ইয়ম ও দলীয় সংকীর্ণতার গণ্ডিভাঙ্গা আন্দোলন। তিনি বলেন, সবকিছু ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যই মানুষের মুক্তি নিহিত।

অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ ছিদ্দীকুর রহমান নিয়ামী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যারা ইসলামপন্থী বলে পরিচিত, তারা গণতন্ত্রের সাথে কিভাবে আপোষ করেন, আমরা বুঝতে পারি না। কেননা দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের ধারক। তিনি বলেন, সবার মধ্যে আমরা আপোষকামিতার রোগ দেখতে পাচ্ছি। আমি এখানে এসে বিভিন্ন বক্তব্য শুনে আনন্দিত হয়েছি এটা জেনে যে, ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ একটি আপোষহীন ইসলামী আন্দোলন। তিনি বলেন, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কখনো আপোষ হয় না। সত্য একদিন বিজয়ী হবেই। তিনি বলেন, আমি আরও আনন্দিত হয়েছি এজন্য যে, ভেবেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আন্দোলনে হোসায়েন আল-মাহমূদ একা। কিন্তু এখন দেখছি অগণিত ‘হোসায়েন’ তৈরী হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে ‘যুবসংঘের’ তিন শতাধিক ছাত্র কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ সভাপতি আরবী বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র হোসায়েন আল-মাহমূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও সার্জারী বিভাগের প্রধান জনাব ডাঃ সহিদুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব রোকনুজ্জামান, ঢাকা যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি জনাব আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সেক্রেটারী জনাব তাসলীম সরকার, আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন ও ঢাকা যেলা সভাপতি জনাব যহরুল হক য়ায়েদ প্রমুখ। এছাড়াও বিশিষ্ট মেহমানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বারের প্রবীণ আইনজীবী এডভোকেট আব্দুল মতীন, খুলনার মাওলানা মুরাদ বিন আমজাদ, যেলা ‘আন্দোলন’-এর অর্থ সম্পাদক জনাব হারুনুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ফরীদুদ্দীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ইংরেজী ২য় বর্ষের ছাত্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহলেহাদীছ যুবসংঘের অর্থ সম্পাদক মেহেদী আরিফ।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪৪১) ছিয়াম অবস্থায় খুথু গিলে ফেললে, রক্ত বের হলে এবং অনিচ্ছায় বমি হলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় কি?

-ফয়েয

দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত কারণ সমূহে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কারো অনিচ্ছায় বমি হ'লে ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে। তার স্থলে একটি ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে (তিরমিযী, মিশকাত হা/২০০৭; ছহীহ তিরমিযী হা/৭২০)। খুথু গিলে ফেললে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ উহা ভিতরের বস্তু। ছিয়াম অবস্থায় বাহির থেকে খাওয়া বা পান করা নিষিদ্ধ। রক্ত বের হ'লেও ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করেছেন (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/২০০২)। তবে শারীরিক দুর্বলতা থাকলে শিঙ্গা লাগানো থেকে বিরত থাকবে (রুখারী, মিশকাত হা/২০১৬)।

প্রশ্নঃ (২/৪৪২) অনেক স্থানে জুম'আ এবং দুই ঈদের দিনে সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করা হয়। কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি কী?

-ইসমাঈল

বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকাডাকি করে কবর যিয়ারত করা ঠিক নয়। নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কবর যিয়ারত মানুষের মরণকে স্মরণ করায় (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)। একাকী কবর যিয়ারত করা ভাল। রাসূল (ছাঃ) সাধারণত একাই কবর যিয়ারত করতেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৬)। একাকী কবর যিয়ারত করতে গেলে হাত তুলে দো'আ করবে (মুসলিম ১/১১৩ পৃঃ)। একাধিক ব্যক্তি গেলে মৃত ব্যক্তির জন্য সবাই নিজ নিজ দো'আ করবে (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪)। প্রচলিত প্রথায় সম্মিলিতভাবে কখনো দো'আ করবে না। এই প্রথা বিদ'আত।

প্রশ্নঃ (৩/৪৪৩) মোবাইল ফোনের মেমোরী থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে এবং অন্যকে শুনালে ছুওয়াব হবে কি?

-আব্দুস সাত্তার

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে ও শুনালে নেকী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন কুরআন তোমাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয়' (আ'রাফ ২০৪)। এতে বুঝা যায় যে, কুরআন শুনলে আল্লাহর দয়া হয়। তবে কুরআন নিজে তেলাওয়াত করা উচিত। এতে প্রতি হরফে দশ নেকী হয় (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২; তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪৪) ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে কি?

-রায়হানুল ইসলাম

সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাতের জন্য যেসব খাত উল্লেখ করেছেন এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয় (তওবা ৬০)। এমনকি উক্ত টাকা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থাও করা যাবে না (মুগনী ৪/১২৫)। একদা ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, যাকাতের টাকা দিয়ে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা এবং কাফন-দাফন করা যাবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, না (মুগনী ৪/১২৬ পৃঃ, মাসআলা নং ৪৩১)।

প্রশ্নঃ (৫/৪৪৫) নিজে কোন আমল না করে অন্যকে তার নছীহত করা কি ধরনের অপরাধ?

-ফারুকুয়ামান

বাঁকাল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নিজে কোন আমল না করে অন্যকে করতে বলা মস্ত বড় অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সে কথা বল যা তোমরা কর না? আল্লাহর নিকট ইহা অত্যন্ত ক্রোধের কারণ যে, তোমরা এমন কথা বলবে যা তোমরা কর না' (ছফ ৩-৪)। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামে দিবেন (রুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯)।

প্রশ্নঃ (৬/৪৪৬) জনৈক পীর ছাহেব তাবীয দিয়ে ১০ টাকা করে হাদিয়া নেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন, শাফেঈ মাযহাব মতে তাবীয দেয়া জায়েয। এর সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে ব্যাখ্যা করবেন।

-সাইদ আল-মাহমুদ
কিসমত ঘোড়াগাছা, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ তাবীয-কবয করা শেরেকী কাজ যা পরিহার করা আবশ্যিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, “নিশ্চয় তাবীয ব্যবহার করা শিরক (আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৫৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হ/৪৯২)। উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি বা কোন মাযহাব শরী‘আতের দলীল নয়। তাই কোন কিছুর বৈধতার জন্য কোন ব্যক্তি বা মাযহাবকে দলীল হিসাবে পেশ করা উচিত নয়। তাছাড়া শাফেঈ মাযহাবে তাবীয দেওয়া জায়েয একথার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৭/৪৪৭) জনৈক বক্তা বলেন, মানুষের আয় ও খাবার নির্ধারিত আছে। ৬০ বছরের খাবার ৪০ বছরে খেয়ে নিলে ৬০ বছরের সমান ইবাদতের সুযোগ থাকে না আর ৬০ বছরের খাবার ৮০ বছরে খেলে ইবাদতের সুযোগ বেশী হয়ে যায়। একথা কি ঠিক?

-সুমন
কন্দনা, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ বান্দার আয় ও রুযী সবই তাক্বদীরে পূর্ব নির্ধারিত। অতএব যখন তার আয় শেষ হবে, তখন বুঝতে হবে তার রুযীও শেষ হয়ে গেছে।

প্রশ্নঃ (৮/৪৪৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট এসে দেখল তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছে। তখন সে ময়দানের দিকে বের হল। অতঃপর তার স্ত্রী যখন দেখল তার স্বামী খাদ্যের তালাশে বের হ’লেন, তখন সে আটা পিষার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট অপর পাটের উপর রাখল। অতঃপর চুলার কাছে গিয়ে আঙুন জ্বালাল। তারপর দো‘আ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রিযিক দান কর। তারপর সে চাক্কির পাশে রক্ষিত পাত্রটির প্রতি লক্ষ্য করল ও দেখল যে তা ভর্তি হয়ে গেছে। অতঃপর সে রুটি তৈরী করার জন্য চুলার কাছে গিয়ে দেখে যে, সেখানকার পাত্রটি রুটিতে পরিপূর্ণ। তারপর স্বামী ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারো নিকট হ’তে কিছু পেয়েছ? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে পেয়েছি। অতঃপর লোকটি চাক্কির নিকট গিয়ে পাটটি খুলে রাখল এবং নবী (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা সব খুলে বলল। তিনি শুনে বললেন, চাক্কির পাটটি না সরালে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা ঘুরতে থাকত এবং আটা বের হ’তে থাকত (আহমাদ হা/১০৬০৬; মিশকাত হা/৫৩১১)। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-তামান্না তাসনীম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ হাদীছটি ‘হাসান’ (আহমাদ, মিশকাত ‘তাওয়াক্কুল ও ছবর’ অনুচ্ছেদ: হেদায়াতুর রুওয়াত হা/৫২৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৩৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪৯) জুম‘আর দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা উত্তম। এ কথার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডা. ওমর ফারুক
ভগিরথপুর, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথা সঠিক নয়। যেকোন দিন কবর যিয়ারত করা যায় (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)। জুম‘আর দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল (সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯-৫০; বায়হাক্বী, শো‘আবুল ঈমান মিশকাত হা/১৭৬৮ ‘কবর যিয়ারত’ অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০) নামের প্রথমে মুহাম্মাদ লেখা যাবে কি? অনেকেই যরুরী মনে করে। আবার অনেকে বলে মুহাম্মাদ লিখলে গুনাহ হবে। কোনটি সঠিক?

-আব্দুল আলীম
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ নামের শুরুতে ‘মুহাম্মাদ’ লেখায় কোন দোষ নেই। বৃটিশ আমলে হিন্দুদের শ্রীর স্থানে মুসলিমদের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ লিখা হ’ত। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব দেশে মুসলিম বিদ্বানগণের নামের শুরুতে ‘মুহাম্মাদ’ লিখতে দেখা যায়। যেমন মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দারায়, মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমীল, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, মুহাম্মাদ সুলায়মান আল-আশক্বার প্রমুখ। মুসলমানের নাম শুধু ‘মুহাম্মাদ’ বা শুধু ‘আবুল কাসেম’ রাখা যাবে। তবে দু’টি একত্রে না রাখাই উত্তম (মুত্তাফাঝ্ আল্লাইহ, মিশকাত হা/৪৭৫১; তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭৬৯, ৪৭৭২ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ‘নাম সমূহ’ অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (১১/৪৫১) কুরআন নিয়মিত রাতে না পড়লে কুরআন সুফারিশ করবে না। অনুরূপ সূরা মুলক রাতে শোওয়ায় পর না পড়ে দিনে পড়লে কবরের শান্তি মাফ হবে না। একথা কি ঠিক?

-আব্দুল মুত্তালিব
চাঁদপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন যখনই তেলাওয়াত করা হোক ক্বিয়ামতের মাঠে তা সুফারিশ করবে (মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)। অন্য হাদীছে রাত্রির কথাও এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কুরআন ক্বিয়ামতের মাঠে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এই ব্যক্তিকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। আপনি তার ব্যাপারে আমার সুফারিশ কবুল করুন। ফলে তার সুফারিশ কবুল করা হবে’ (বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩ ‘ছওম’ অধ্যায়)। এর দ্বারা রাতের নিরিবিলি পরিবেশে অধিক মনোযোগের সাথে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

সূরা মুল্কের বিষয়টিও অনুরূপ। রাতে পড়া শর্ত নয় (তিরমিযী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪০; মিশকাত হা/২১৫৪)। তবে এক হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) সূরা সাজদা ও মুল্ক না

পড়ে রাতে ঘুমাতে না (তিরমিযী হা/৩০৬৬; মিশকাত হা/২১৫৫)। উল্লেখ্য, সূরা সাজদা ও মূলক রাক্বিতে পাঠ করলে অন্যান্য সূরার তুলনায় ৬০ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায় বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ (দারেমী, মিশকাত হা/২১৭৬)।

প্রশ্নঃ (১২/৪৫২) কিরামান ও কাতেবীন দুইজন ফেরেশতা মানুষের হিসাব লিখেন। এ কথা কি ঠিক?

-আবুবকর ছিদ্দীক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কিরামান কাতেবীন দু'জন ফেরেশতার নাম নয়। এর অর্থ সম্মানিত লেখকগণ। অনেক ফেরেশতা হিসাব লিখেন। তারা সকলেই সম্মানিত লেখক হিসাবে অভিহিত।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৫৩) ঈদের ছালাতের পর পরস্পরে কোলাকুলি করা কি জায়েয?

-মুকাম্মাল
দিনাজপুর।

উত্তরঃ ঈদের ছালাতের পর কোলাকুলি করা ঠিক নয়। এর পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে নতুন আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন (ত্ববরাগী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬০-এর আলোচনা ১/২৫২)।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৫৪) গল্প-উপন্যাস পড়া কিংবা লেখা যাবে কি?

-দীপু এবং তুহিন
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ গল্প ও উপন্যাস চরিত্র গঠন ও শিক্ষামূলক হ'লে পড়া বা লেখা যাবে। যেমন প্রয়োজনে শিক্ষামূলক কবিতা পড়া যায়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা কবিতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'ইহা কিছু বাক্য মাত্র। অতএব এর ভালটি ভাল এবং মন্দটি মন্দ' (দারাকুত্বনী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৮০৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'বক্তব্য ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)। অতএব অশ্লীল গল্প ও উপন্যাসের বই লেখা যাবে না এবং পড়া যাবে না। এতে চরিত্রের অবনতি ঘটবে।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৫৫) প্রশ্নঃ বিভিন্ন মসজিদে তারাবীহর ছালাতে মুনাযাতের সময় 'ইয়া মজীরু ইয়া মুজীরু' বলে যে দো'আ পড়া হয় তার ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারুনুর রশীদ
শাসনগাছা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রথমত: প্রচলিত দলবদ্ধ পদ্ধতিতে মুনাযাত করা শরী'আত সম্মত নয়। দ্বিতীয়ত: বর্ণিত দো'আর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

(১৬/৪৫৬) অনেক স্থানে দুই বা তিন জন ব্যক্তি ঈদের খুৎবা প্রদান করেন। এটা কি সনাত সম্মত?

আব্দুর রায়যাক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ঈদের খুৎবা একজন দেওয়াই সনাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাই খুৎবা দিয়েছেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯; নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬)। দুই বা তিনজন ব্যক্তি ঈদের খুৎবা দিয়েছেন মর্মে রাসূল (ছাঃ) এবং চার খলীফাসহ ছাহাবায়ে কেলাম থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব খতীব ব্যতীত অন্যদের ঈদের মাঠে বক্তৃতা করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৫৭) জনৈক ব্যক্তি মসজিদের কিছু আসবাবপত্র চুরি করে। এখন সে অত্যন্ত অনুতপ্ত। সে আল্লাহর কাছে কিভাবে ক্ষমা পেতে পারে?

-বাবলু
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ চুরি করা কবীরা গোনাহ, যা তওবা ছাড়া ক্ষমা হবে না। আর মসজিদের জিনিষ চুরি করা আরো বড় গোনাহ। জনৈক ছাহাবী গণীমতের একটি চাদর চুরি করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জাহান্নামী বলে ঘোষণা দেন (মুসলিম হা/৩২৩; মিশকাত হা/৪০৩৪)।

এমতাবস্থায় মসজিদের সম্পদ ফেরত দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে এবং এটাই হ'ল বিধান। সম্পদ ফেরত দেওয়ার কোন উপায় না থাকলে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করতে পারেন। তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন' (যুমার ৫৩)।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৫৮) সূরা মূলকের ৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন হ'ল, সাত আসমানের কোনটি কী দ্বারা তৈরী?

-আবুবকর ছিদ্দীক
ও নায়ীর
চক নারায়ণপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আসমানের সাত স্তরের সঠিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো স্পষ্ট হয়নি। অনুরূপভাবে কোন আসমান কী দিয়ে তৈরী, তারও ব্যাখ্যা অজানা। এ বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। তবে কুরআন আসমানকে 'দুখান' বলেছে (হা-মীম সাজদাহ ১১, দুখান ১০)। যার অর্থ ধূমকুণ্ড। অতএব আমাদের কেবল এটুকুতেই বিশ্বাস রাখতে হবে। অন্য আয়াতে 'কঠিন সপ্তস্তর' (নাবা ১২) বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐসব আসমানের গঠন প্রকৃতি এমন, যা ভেদ করা কঠিন ও দুর্লভ। আমরা কেবল আসমানের নীচের স্তরটিই দেখতে পাই, যাকে কুরআনে 'সুরক্ষিত ছাদ' (আদ্দিয়া ৩২) বলা হয়েছে। বায়ুমণ্ডল আমাদের জন্য সেই

মযবুত ছাদ হিসাবে কাজ করছে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'প্রটেকশন শীল্ড' বলা হয়। যার মধ্যকার 'ওয়োন স্তর' পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর 'অতি বেগুনী রশ্মি' থেকে রক্ষা করে এবং মহাকাশ থেকে প্রতিদিন গড়ে দুই কোটির উপরে নিষ্কিণ্ড বিরাট বিরাট উল্কাপিণ্ড থেকে পৃথিবীকে সাক্ষাৎ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। কেননা তা বায়ুমণ্ডলে এসে নিঃশেষ হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহর বিশেষ নির্দেশ ব্যতীত সাত আসমানের স্তর ও সীমানা পেরিয়ে যাওয়া জিন ও মানুষের সাধ্যের অতীত (রহমান ৩০)। মানবজাতির মধ্যে একমাত্র শেয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এইসব স্তর ভেদ করে 'অগ্নিস্কুলিঙ্গ ও ধূমকঙ্কসমূহ' (রহমান ৩৫) এড়িয়ে মে'রাজে গিয়েছিলেন আল্লাহর হুকুমে। উল্লেখ্য যে, বায়ুমণ্ডলের উপরে রয়েছে বায়ুশূন্য ইথার জগত। যেখানে রয়েছে নীহারিকাপুঞ্জ ও অসংখ্য গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি। যেসব নক্ষত্র এত বড় বড় যে, আমাদের বিশাল সূর্য তাদের কাছে বিন্দুতুল্য। বহু দূরে থাকায় এগুলি ছোট ও মিটি মিটি দেখা যায়। ১৯৩৩ সালে প্রাণ্ড হিসাব মতে সবচাইতে দূরবর্তী নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে ১৪ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার হ'লে এক বছরে তার গতি কত দূরে যায়, অনুমান করতেও মাথা ঘুরে যায়। অতএব এক আসমানের অবস্থাই যখন এই, তখন সাত আসমানের অবস্থান ও দূরত্ব কত, তা হিসাব করা আপাততঃ মানুষের অসাধ্য।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৫৯) কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করা যাবে কি?

-সাখাওয়াত চৌধুরী
চার পাকেরদহ, মাদারগঞ্জ
জামালপুর।

উত্তরঃ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করা যাবে শর্ত সাপেক্ষে। শেয়ার ব্যবসা দু'ধরনের- (১) হারামের উপর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর শেয়ার অথবা হারাম উপার্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত শেয়ার। যেমন সূদী কারবার করে এরূপ কোম্পানী বা ব্যাংক। এ ধরনের কোম্পানী বা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। (২) হালাল বস্তুর কারবার করে বা উৎপাদন করে এরূপ কোম্পানীর শেয়ার হ'লে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে কোন শারঈ বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে যে, এর মধ্যে যেন সূদ আদান প্রদান, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও জুয়ার সংমিশ্রণ না থাকে।

প্রশ্নঃ (২০/৪৬০) ডি.ভি. লটারীর মাধ্যমে আমেরিকা গিয়ে অর্থ উপার্জন করা বৈধ কি?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ডি.ভি. লটারী বৈধভাবে আমেরিকা যাওয়ার জন্য আমেরিকান সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি পদ্ধতি। এর জন্য

কোন প্রকার ঘুষ দিতে হয় না। হাযার হাযার লোক এজন্য দরখাস্ত করে। ফলে চাহিদার চেয়ে লোকসংখ্যা বেশী হয়ে যায়। অতঃপর লটারীর মাধ্যমে তাদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ লোক বাছাই করা হয়। এরূপ লটারী বৈধ (দ্রঃ বুখারী হা/২৬৮৮ 'কিতাবুশ শাহাদাত'; আব্দুদাউদ হা/৩১৩৮; নাসাঈ হা/৩৪৮৮; ইবনু মাজাহ হা/২৩৪৮)।

প্রশ্নঃ (২১/৪৬১) 'দেবর মরণ সমতুল্য'-এর তাৎপর্য কী? প্রাণ্ড বয়স্ক ভাইয়ের সামনে বোন ওড়না ছাড়া যেতে পারে কি? ছেলে মায়ের সাথে কত বছর পর্যন্ত একই বিছানায় ঘুমাতে পারে?

-আব্দুল হান্নান
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'দেবর মরণ সমতুল্য' এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) আল-মুফহিম গ্রন্থে বলেন, স্বামীর নিকটাত্মীয় লোকেরা তার স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করাটা নিকৃষ্ট কর্ম হিসাবে মৃত্যু সমতুল্য। যেমন আরবরা বলে থাকে 'সিংহ হ'ল মৃত্যু সমতুল্য'। কঠোর ভাষায় বলার কারণ হল, স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকেরা বিষয়টিকে হালকা মনে করে। অন্যদিকে দেবর ভাইয়ের স্ত্রীর নিকট যাওয়াটা দ্বীন ধ্বংসের কারণ। কেননা স্বামীর পক্ষ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হ'লে ত্বালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান সম্ভাবনা থাকে। কিংবা যদি ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে তাহ'লে ভাইয়ের স্ত্রীকে পাথর মেরে হত্যা করাও হ'তে পারে। এজন্য একে মৃত্যু বলা হয়েছে (আলোচনা দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়ায়ী শরহ তিরমিযী, হা/১১৭১ 'দুন্ধ পানের অনুচ্ছেদ সমূহ')। সাধারণ পর্দাসহ সাবালিকা বোন ভাইয়ের সামনে যাবে (আব্দুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৭২ 'পোষাক' অধ্যায়)। দশ বছর পর্যন্ত সন্তান মায়ের সাথে এক বিছানায় থাকতে পারে। তারপর বিছানা পৃথক করে দিতে হবে (আব্দুদাউদ, মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (২২/৪৬২) মাযহাব কয়টি ও কি কি? সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব কোনটি? দেশের আইন কাঠামো কোন মাযহাব অনুসারে গঠন হয়ে থাকে? আহলেহাদীছরা পরকালে মুক্তি পাবে কি?

-আবুল আকরাম
নরদাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অনেক মাযহাব থাকলেও হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী এই চারটি মাযহাব অধিক প্রসিদ্ধ। তবে ইসলামে এ সমস্ত মাযহাবের কোন গুরুত্ব নেই। দুনিয়াবী স্বার্থে একশ্রেণীর লোক এগুলোর সূচনা করেছে। সঠিক পথের মানদণ্ড হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। উক্ত প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চার ইমামেরও একই দাবী ছিল, 'ছহীহ হাদীছই আমার মাযহাব' (হাশিয়া ইবনু আবেদীন ১/৬৩ পৃঃ)। তাই ইসলামের বিধান আমল করতে গিয়ে যাদের সিদ্ধান্ত ছহীহ হাদীছের সাথে মিলে যাবে, তারাই প্রকৃতপক্ষে চার

ইমামের আসল অনুসারী হিসাবে গণ্য হবে। এই দৃষ্টিকোন থেকে আহলেহাদীছগণই সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রগামী এবং তাদের গৃহীত নীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইসলামী বিধি-বিধানকে রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে চালু করার উদ্দেশ্যে কোন ইসলামী শাসক যদি কুরআন এবং ছহীহ হাদীছকে রাষ্ট্রের সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহ'লে সে দেশের আইন কাঠামো সেভাবেই গঠিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ইসলামী আইন চালু নেই। তাই কোন মাযহাব অনুযায়ীই দেশ চলে না। তবে সরকারের ধর্মীয় বিধান সমূহ অঘোষিতভাবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী চলে। কেননা সরকারী কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে, বায়তুল মুকাররম মসজিদে, পুলিশ বা সেনাবাহিনীর ধর্মীয় শিক্ষক পদে কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের ইমাম-মুওয়যাযযিন পদে কখনোই কোন আহলেহাদীছকে নেওয়া হয় না। এছাড়া ইফতারের সময়সূচী তৈরী, ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ, সরকারীভাবে তৈরী ও প্রকাশিত ধর্মীয় পাঠ্য বই সমূহে কোথাও কোন সচেতন আহলেহাদীছ বিদ্বানকে গ্রহণ করা হয় না।

পরকালে মুক্তি পাওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর প্রকৃত অনুসরণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, '...আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি বাদে সবগুলোই জাহান্নামী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সেটি কোন দল? তিনি বললেন, আজকে আমি এবং আমার সাখীগণ যার উপরে রয়েছে' (যুগে যুগে যারা তার উপর থাকবে) (ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৪১ হাকেম ১/১২৯)। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্ত্র রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুনাত' (মুওয়াজ্জা মালেক, আলবানী, তাহকীক মিশকাত হা/১৮৬)।

অতএব যারা যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ সুনাত্ মাফিক চলে তারাই আখেরাতে মুক্তি পাবে। আর এর সর্বাপেক্ষা বড় হকদার হচ্ছেন আহলেহাদীছগণ। ইনশাআল্লাহ তাঁরাই সর্বপ্রথম পরকালে মুক্তি পাবেন।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৬৩) মিরাজ রজনীতে আল্লাহর নবী সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলে তাকে জান্নাত, জাহান্নাম, হাউয কাওছার দেখানো হয়। ঐ রজনীতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সবকিছুকে স্থির করে দেওয়া হয়। এটা কি ঠিক?

-জালালুদ্দীন

পশ্চিম ডগরী, গাযীপুর।

উত্তরঃ মিরাজের রাতে রাসূল (ছাঃ) জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আমি জান্নাত ও

জাহান্নাম দেখেছি' (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৭৪; ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/১২৮; আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ, পৃঃ ৬২)। তাঁকে হাউযে কাওছারও দেখানো হয়েছে (ছহীহ তিরমিযী হা/৩৩৬০)। ঐ রজনীতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সবকিছুকে স্থির করে দেওয়া হয় মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এটি বানোয়াট কথা।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৬৪) আযানের পর হাত তুলে দো'আ পড়া যাবে কি?

-আব্দুল গাফফার

সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযান দেওয়ার পর হাত তুলে দো'আ করা ঠিক নয়। সমাজে প্রচলিত উক্ত প্রথার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং আযান শেষে কেবল দরুদসহ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নির্দিষ্ট দো'আ পড়বে (মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯)। রেডিও-টিভিতে পঠিত বানোয়াট দো'আ নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৬৫) জনৈক বক্তা আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করল সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। যে আলেমদের সাথে মুছাফাহা করল সে আমার সাথে মুছাফাহা করল। যে আলেমদের সাথে বসল সে যেন আমার সাথে বসল, আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার সাথে বসল সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার সাথে বসল। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মামুন

রায়দৌলতপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এটি একটি জাল হাদীছ (সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৩৩)।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৬৬) অনেক আলেমের মুখে শোনা যায়, জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হলে মৃত ব্যক্তির মঙ্গল হয় এবং যারা জানাযায় শরীক হয় তাদেরও অধিক নেকী হয়। একথা কি সঠিক?

-রবীউল ইসলাম

মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়া ভাল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মৃত ব্যক্তির উপর যদি একশ' জন মুসলমান জানাযা পড়ে, আর প্রত্যেকেই যদি তার জন্য সুফারিশ করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে), তাহ'লে তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' (মুসলিম হা/৯৪৭; মিশকাত হা/১৬৬১ জানায়েয' অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ)। অন্য হাদীছে এসেছে, শিরকের সাথে জড়িত নয় এমন ৪০ জন মুমিন ব্যক্তি যদি কোন মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ'লে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬০)। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, জানাযায় লোকসংখ্যা অধিক হ'লে মৃতের পক্ষে সুফারিশটা যোরদার হয় (তালখীছ আহকামিল জানাইয, পৃঃ ৪৯)। তবে জানাযায় লোক বেশী করার জন্য মাইকিং

করা, শোক সংবাদ প্রচার করা, বাজারে ও মসজিদে মসজিদে ঘোষণা দেওয়া নাজায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শোক সংবাদ প্রচারে নিষেধ করেছেন (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৭)।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৬৭) অনেক ইমাম বাচ্চাদেরকে ছালাতের সামনের কাতার থেকে বের করে পিছনে সরিয়ে দেন। এটা কি জায়েয?

-আব্দুল্লাহ আল-আযাদ
ঘণ্টাঘর, রাণীর বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতে কাতারে দাঁড়ানোর নিয়ম হ'ল, জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিগণ ইমামের পিছনে কাছাকাছি দাঁড়াবেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)। অতঃপর স্বাভাবিক নিয়মে ছোট বড় সবাই দাঁড়াবে। উল্লেখ্য, প্রথমে বড়রা দাঁড়াবে তারপর ছোটরা দাঁড়াবে মর্মে আবুদাউদে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সনদ যঈফ (তাহক্বীক্ মিশকাত হা/১১১৫)।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৬৮) যে ব্যক্তি রামাযান মাসে একটি নফল আমল করল সে অন্য মাসে একটি ফরয কাজ করার নেকী পেল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আমল করল সে অন্য মাসের সত্তরটি ফরয আমল করার নেকী পেল। উক্ত হাদীছটি কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সনদ ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী সংকলিত 'শু'আবুল ইমানে বর্ণিত হয়েছে (হা/৩৭১৭)। বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার (যঈফ আত-তারগীব ওয়া তারহীব হা/৫৮৯; আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছওম' অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৬৯) সাত দিনের পূর্বে কোন সন্তান মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-ইকরামুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ সাত দিনের পূর্বে বাচ্চা মারা গেলে আক্বীক্বা দেওয়ার প্রয়োজন নেই (নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃঃ 'আক্বীক্বা' অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৭০) অনেক স্থানে কুদরের রাত্রিগুলোতে তারাবীহর ছালাতের পরও ৮ কিংবা ১২ রাক'আত অতিরিক্ত ছালাত আদায় করা হয়। এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ কুদরের রাত্রির জন্য তারাবীহ ব্যতীত পৃথক ৮ বা ১২ রাক'আত কোন ছালাত নেই। বিতরসহ ১১ তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাতই দীর্ঘ কিরাআত, রুকু ও দীর্ঘ সিজদা

করার মাধ্যমে আদায় করবে। কুরআন কম মুখস্থ থাকলে একই সূরা বার বার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করবে (নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২০৫)। এছাড়া কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও যিকর-আযকারে মগ্ন থাকবে। রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলোতে রাসূল (ছাঃ) দৃঢ় প্রকৃতি নিয়ে পরিবার-পরিজন সহ ইবাদতে রত থাকতেন (মুজাফাক্ আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-২০৯০)। কিন্তু শবেকুদর উদযাপনের নামে ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা, ভাল খানা-পিনার ব্যবস্থা করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৭১) যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহফ পাঠ করবে সে ৮ দিন পর্যন্ত সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে যদিও তার মাঝে দাজ্জাল এসে যায়। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-আব্দুল হান্নান
শাসনগাছা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ। এর সনদে দুই জন দুর্বল রাবী আছেন (সিলসিলা যঈফাহ হা/২০১৩)।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৭২) নিয়মিত তাহিয়াতুল ওয়ূর ছালাত আদায় করেন এমন ব্যক্তি মসজিদে এসে যদি দেখেন যে কেবল সূনাত পড়ার সময় আছে, তখন তার করণীয় কী হবে? সূনাত আদায় করবেন, না তাহিয়াতুল ওয়ূর ছালাত আদায় করবেন?

-সোহেল রানা
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় সূনাতে মুওয়াক্কাদাহ আদায় করবেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯)।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৭৩) মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিন বেতন নিতে পারেন কি?

-আব্দুল্লাহ
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ এগুলো অতি সম্মানিত দায়িত্ব। সমাজকেই তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। সেকারণ সম্মানী হিসাবে ভাতা নিয়ে এসব খিদমত করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করেছি, অতঃপর তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছি। এরপর যা সে গ্রহণ করবে তা খিয়ানত হবে (আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৭৪) রামাযান মাসে অনেক স্থানে বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে মৃত মাতাপিতার মাগফিরাতের জন্য কুরআন খতম করানো হয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগে এই আমল চালু ছিল কি?

-সোহেল
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ রামায়ান মাসে হোক কিংবা রামায়ানের বাইরে হোক মৃত ব্যক্তির জন্য আলেম-ওলামা বা মাদরাসার ছাত্রদেরকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করানো একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ নিয়ম চালু ছিল না (যাদুল মা'আদ ১/৫২; নায়লুল আওত্বার ৪/৯২)।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৭৫) লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার আশংকায় আমাদের মসজিদে শুধু মাগরিবের ছালাতে মুনাযাত করা হয়। আর অন্য চার ওয়াক্তে করা হয় না। শুধু এক ওয়াক্ত মুনাযাত করা কি জায়েয?

-মুখলেছুর রহমান
শরীফপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ মুছল্লী সংখ্যা কমে যাওয়ার ভয়ে বিদ'আতী কোন আমল জায়েয করা যাবে না। অন্য চার ওয়াক্তে যে কারণে মুনাযাত করা হয় না মাগরিবের সময়ও ঐ একই কারণ রয়েছে। উক্ত অভ্যাস অবশ্যই বর্জনীয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' (মুসলিম হা/৪৪৬৮)। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে ভয় কর। অথচ আল্লাহ হ'লেন ভয় করার অধিক হকদার' (আহযাব ৩৭)। বিদ'আত দূর করার জন্য মুছল্লীদের বুঝানোই হ'ল বড় কৌশল। নিজে বিদ'আত করে বিদ'আত দূর করা যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৭৬) অনেক মসজিদে তারাবীহর ছালাতে প্রতি চার রাক'আত পর পর 'সুবহানা' যিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি.... বলে সরবে বড় দো'আ পড়ে থাকে। উক্ত দো'আর প্রমাণে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আসিফ আব্দুল্লাহ
মির্জাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত দো'আ তারাবীহর সময় পড়তে হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তাছাড়া দো'আটি যে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তার সনদ নিতান্তই দুর্বল (রওয়াতুল মুহাদ্দিসীন হা/৫৭০৯, ১২/২০৯ পৃঃ)। সুতরাং এই দো'আ বর্জনযোগ্য।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৭৭) শবে মি'রাজের রাতে নাকি আমাদের নবী আল্লাহর সাথে দেখা করেছেন এবং কথা বলেছেন। একথা কি সত্য?

-আহমাদ
ধামতী মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মি'রাজের রাতে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহকে দেখেননি। বরং তাঁর 'নূর' দেখেছেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯)। কারণ মানুষের চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না (আন'আম ১০৩)। তবে তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৩ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ১৬/২১০ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৭৮) মসজিদের নামে চার শতক জমি মৌখিকভাবে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ঈদের ছালাত আদায় করা হচ্ছে। উক্ত জমি ঈদগাহের নামে রেজিস্ট্রী করে দেয়া যাবে কি?

-আব্দুল হাফীয
শেখহাট, নড়াইল।

উত্তরঃ উক্ত জমি মসজিদের প্রয়োজন না থাকলে ঈদগাহের নামে রেজিস্ট্রী করে দেয়া যাবে (ফিক্‌হুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৭৯) আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার কারণে মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারি না। বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায় করি। অনেক সময় সুন্নাতও পড়তে পারি না এতে পাপ হবে কি?

-সুলায়মান
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায় করাতে কোন গুনাহ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চার শ্রেণীর মানুষের উপর জুম'আ ফরয নয়। তার এক শ্রেণী হচ্ছে রোগী' (আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৭৭; ছহীহ আবুদাউদ হা/১০৬৭)। সুন্নাত পড়তে না পারলেও কোন গুনাহ হবে না। কেননা 'মানুষের সাধের বাইরে আল্লাহ কষ্ট দেন না' (বাক্বারাহ ২৮৬; তাগাবুন ২৬; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪)।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৮০) আমরা অল্প সংখ্যক আহলেহাদীছ লোক মসজিদে গেলে মাযহাবীদের সাথে দ্বন্দ্ব হয়। এ অবস্থায় আমরা পৃথক মসজিদ তৈরী করতে পারি কি? উল্লেখ্য, দুই মসজিদের ব্যবধান হবে আনুমানিক ১০০ গজ।

-আব্দুর রশীদ
কাশীপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় পৃথক মসজিদ করা উচিত নয়। এতে মুসলিম সমাজে বিভক্তি বৃদ্ধি পাবে, যা 'মসজিদে যেরারের' অন্যতম কারণ (তওবা ১০৭)। তাই সাধ্যমত মিলেমিশে একই মসজিদে ছালাত আদায় করা উত্তম হবে। মসজিদ আল্লাহর ঘর। সেখানে সকল মুছল্লীকে পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী থাকতে হবে এবং সবাইকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমলের প্রতি আগ্রহী হ'তে হবে।

YEAR TABLE (12Th Vol.)

বর্ষসূচী-১২

(Oct. 2008 to Sept. 2009)

(১২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৮ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত)

* সম্পাদকীয়:

১. আলোর পথ (অক্টোবর ২০০৮) ২. ময়লুমের অধিকার (নভেম্বর ২০০৮) ৩. মুমিনের সংগ্রাম আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংগ্রাম (ডিসেম্বর ২০০৮) ৪. মানবতার শেষ আশ্রয় ইসলাম (জানুয়ারী ২০০৯) ৫. গায়ায় লুপ্তিত মানবতা : বিশ্ব বিবেক জগত হও (ফেব্রুয়ারী ২০০৯) ৬. আমরা শোকাহত, স্তম্ভিত, শংকিত (মার্চ ২০০৯) ৭. হে মানুষ! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে (এপ্রিল ২০০৯) ৮. আদর্শ চির অস্মান (মে ২০০৯) ৯. টিপাইমুখ বাঁধ : আরেকটি ফারাক্বা (জুন ২০০৯) ১০. আইলার আঘাত : এলাহী কষাঘাত : আমাদের করণীয় (জুলাই ২০০৯) ১১. শিক্ষা দর্শন ও কিছু প্রস্তাবনা (আগস্ট ২০০৯) ১২. আমাদের রাজনৈতিক দর্শন (সেপ্টেম্বর ২০০৯)।

* প্রবন্ধ:

অক্টোবর '০৮:

১. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী (১২/১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২. আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন ও মানবাধিকার -ডঃ মাহফুজুর রহমান আখন্দ ৩. প্রাথমিক শিক্ষা ধ্বংসের পায়তারা -নূরুল ইসলাম ৪. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ (১২/১, ২, ৩) -আব্দুল ওয়াদুদ ৫. প্রসঙ্গ: নারীর সমঅধিকার -মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

নভেম্বর '০৮:

১. অসীলার শারঈ বিধান -মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন ২. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার -অনুবাদ: মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ৩. আঘাত কর, ত্রাস সৃষ্টি করে এগিয়ে যাও -আব্দুর রহমান।

ডিসেম্বর '০৮:

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বৈষম্য: ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ২. গুঁড়োদুখে মেলামাইন : আমাদের করণীয় -ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ৩. কুরবানীর মাসায়েল -আত-তাহরীক ডেস্ক।

জানুয়ারী '০৯:

১. ইসলামের দৃষ্টিতে মূর্তি ও ভাস্কর্য এবং সেক্যুল্যার বুদ্ধিজীবীদের লালনপীতি -ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ২. শুধুই কি কুরআনের অনুসরণ করব? -যহুর বিন ওছমান ৩. আশুরায়ে মুহাররম -আত-তাহরীক ডেস্ক ৪. মুষ্টি সন্ত্রাস ভারতের ৯/১১ : পেছনে কারা? -মাইকেল চসুদোভস্কি।

ফেব্রুয়ারী '০৯:

১. বাধ্য হয়ে তালাক প্রদানের বিধান -আবু আমীনা আখতারুল আমান ২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সূনাতের অনুসরণের গুরুত্ব (১২/৫, ৬)-মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন ৩. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর ৪. যুলুমের পরিণতি -আব্দুল হান্নান।

মার্চ '০৯:

১. সংবিধান সংসদ শপথ ও সংগ্রাম -মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ২. ঈদে মীলাদুননবী -আত-তাহরীক ডেস্ক ৩. এপ্রিল ফুলস ডে বা এপ্রিলের বোকা দিবস -ইমামুদ্দীন।

এপ্রিল '০৯:

১. প্রবৃত্তি -রফীক আহমাদ ২. অহিভিত্তিক আমলের পথে অন্তরায় -যহুর বিন ওছমান ৩. মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য - মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

মে '০৯:

১. বিপদে ধৈর্যধারণ-ছানাউল্লাহ বিন নবীর আহমাদ ২. তুমি মহারাজা - জোহান হ্যারি।

জুন '০৯:

১. আল্লাহর পথে দাওয়াত (১২/৯, ১০, ১১, ১২) -আব্দুল ওয়াদুদ।

জুলাই '০৯:

১. আমরা হক পাব কোথায়? -মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন ২. সংকটের আবর্তে মানবজাতি -ড. আবু আমীনা বিলাল ফিলিপস ৩. ইলমে হাদীছে ব্যুৎপত্তি অর্জনের আবশ্যিকতা -অনুবাদ: নূরুল ইসলাম ৪. আর কতদূর! -মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

আগস্ট '০৯:

১. ইসলামী শরী'আতে সালামের গুরুত্ব -ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ২. একমাত্র আল্লাহকেই ভয় কর -রফীক আহমাদ ৩.

ছিয়ামের ফায়োয়েল ও মাসায়োল -আত-তাহরীক ডেস্ক।

সেপ্টেম্বর '০৯:

১. ফরিয়াদ শুধু আল্লাহর কাছে -মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ২. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়োল -আত-তাহরীক ডেস্ক ৩. যাকাত ও ছাদাক্বা -ঐ।

অর্থনীতির পাতা:

১. পাশ্চাত্যের যুদ্ধ অর্থনীতি ও পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য ভাঙ্গন -ড. আব্দুর রহমান সিদ্দিকী (জুন '০৯)।

সাময়িক প্রসঙ্গ:

১. ওবামার বিজয়: একটি পর্যালোচনা -মুয়াফফর বিন মুহসিন (ডিসেম্বর '০৮) ২. শ্রীলঙ্কার সামনে নতুন লড়াই -শরীফুল ইসলাম ভূঁইয়া (জুন '০৯)।

ছাহাবী চরিত:

১. ছুহাইব ইবনু সিনান আর-রুমী -ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন (এপ্রিল '০৯)।

মনীষী চরিত:

১. ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) - কামারুন্নাযামান বিন আব্দুল বারী (১২/৭, ৮)।

নবীনদের পাতা:

১. ইসলামের দৃষ্টিতে মিত্রতা ও বৈরিতা -মুহাম্মাদ আবদুল হান্নান ভূঁইয়া (নভেম্বর '০৮) ২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি: মাদরাসার ছাত্রদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ -আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায়যাক (ডিসেম্বর '০৮) ৩. সময়ের অপব্যবহার হ'তে সাবধান -আসাদুন্নাযামান (জানুয়ারী '০৯) ৪. নামকরণ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ -হারুণ বিন আব্দুল আযীয (ফেব্রুয়ারী '০৯) ৫. মি'রাজ: প্রাসঙ্গিক আলোচনা -আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায়যাক (জুলাই '০৯)।

হাদীছের গল্প:

১. জামা'আতে শামিল হওয়ার গুরুত্ব -হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন (জুলাই '০৮)।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান:

১. বৃদ্ধা মহিলা (নভেম্বর '০৮) ২. কুচক্রের পরিণতি -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (ফেব্রুয়ারী '০৯) ৩. সততার পুরস্কার -ঐ, (মার্চ '০৯) ৪. তাক্বুওয়ার পুরস্কার -ঐ (মে '০৮)।

চিকিৎসা জগত:

১. টাইফয়েড জ্বর : চিকিৎসা ও প্রতিরোধ (অক্টোবর '০৮) ২. দুধে মেলামাইন : বাস্তবতা ও করণীয় (নভেম্বর '০৮) ৩. প্রসঙ্গ: কিডনী রোগ (ডিসেম্বর '০৮) ৪. মৃগী রোগের কারণ ও চিকিৎসা (জানুয়ারী '০৯) ৫. ডায়াবেটিসের কারণে কিডনীর জটিলতা (ফেব্রুয়ারী '০৯) ৬. ডায়াবেটিস (এপ্রিল '০৯) ৭. (ক) ডায়াবেটিস প্রতিরোধ (খ) ভেজাল খাবার আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে (মে '০৯) ৮. (ক) কম্পিউটার ব্যবহারে ঘাড় ও পিঠ ব্যথায় করণীয় (খ) সোয়াইন ফ্লু (জুন '০৯) ৯. মাথা ব্যথার কারণ ও চিকিৎসা (আগস্ট '০৯)।

ক্ষেত-খামার:

১. বাংলাদেশের ফলের পুষ্টি ও ভেষজগুণ (অক্টোবর '০৮) ২. (ক) আধুনিক প্রযুক্তিতে কলা চাষ (খ) আমলকীর পুষ্টিগুণ (নভেম্বর '০৮) ৩. শীতের সবজি ফুলকপি চাষ (ডিসেম্বর '০৮) ৪. (ক) সবজি চাষ করে দু'হাজার পরিবার স্বাবলম্বী (খ) দুগ্ধ খামারীদের দারিদ্র্য জয় (গ) ৩ হাজার হেক্টর জমিতে কুলের আবাদ (ফেব্রুয়ারী '০৯) ৫. (ক) খ্রীষ্টকালীন সবজি শসা চাষ (খ) গাজর চাষ করে ৫০ হাজার টাকা আয় (মার্চ '০৯) ৬. (ক) বেগুনের রোগ ও পোকা দমনের উপায় (ঘ) মুরগির খামার করে স্বাবলম্বী (গ) কুইক কম্পোস্ট বা দ্রুত মিশ্র জৈব সার (এপ্রিল '০৯) ৭. (ক) ফল গাছের চারা রোপণ ও পরিচর্যা (খ) বাড়ির ছাদে বাগান করে স্বাবলম্বী শাহজান পারভীর (জুন '০৯) ৭. (ক) বালাইনাশক ব্যবহারে কঠোর সতর্কতা (খ) সফল চাষী (আগস্ট '০৯) ৮. ফল সমৃদ্ধিতে বহুস্তর বাগানের ভূমিকা (আগস্ট '০৯)।

মহিলাদের পাতা:

১. বিনয়-নম্রতা : চারিত্রিক সৌন্দর্যের মুকুট -শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন (আগস্ট '০৯)।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি ২. প্রবন্ধ ৩৮টি ৩. ছাহাবী চরিত ১টি ৪. মনীষী চরিত ১টি ৫. অর্থনীতির পাতা ১টি ৬. সাময়িক প্রসঙ্গ ২টি ৭. নবীনদের পাতা ৫টি ৮. হাদীছের গল্প ১টি ৯. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৪টি ১০. চিকিৎসা জগৎ ৯টি ১১. কবিতা ৪৩টি ১২. মহিলাদের পাতা ১টি ১৩. ক্ষেত-খামার ৭টি ১৪. প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্ন	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর '০৮ (১১/১)	ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জা করা যাবে কি?	(১/১)
..	রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(২/২)
..	শ্বশুর-শাশুড়ীকে আব্বা-আম্মা বলে ডাকা যাবে কি? রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তার শ্বশুর-শাশুড়ীকে কী বলে ডাকতেন? বিবাহে ধার্যকৃত উকীল এবং তার স্ত্রীকে আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করা যাবে কি?	(৩/৩)
..	জমি দিয়ে মোহরানা পরিশোধ করা যাবে কি?	(৪/৪)
..	ইমাম-মুওয়যাযযিনের বেতন বাবদ ফিৎরা কেটে রাখা জায়েয আছে কি?	(৫/৫)
..	আজমীর বা কোন মাযারে দান করা ঠিক নয়, তাহ'লে কোথায় দান করতে হবে?	(৬/৬)
..	আখিরাতে হিসাব-নিকাশের সময় ফরয ছালাতের ঘাটতি হ'লে নফল ছালাত দ্বারা পূর্ণ করা হবে কি?	(৭/৭)
..	ছালাতে দাঁড়ানোর সময় ডান পা বাম পায়ের সামান্য সামনে রাখতে হবে। কথাটি কি ছহীহ হাদীছ সম্মত?	(৮/৮)
..	কেউ যদি কুরবানী, ছাদাকা বা কোন পশু কারো দ্বারা যবেহ করে নেয়, তবে যবেহকারী এজন্য কোন কিছু গ্রহণ করতে পারে কি? যদি কেউ ইচ্ছা করে দেন তাহ'লে কি গ্রহণ করা যাবে?	(৯/৯)
..	কুরবানীর পশুর বয়স কত বছর হ'লে কুরবানী করা জায়েয? পশুর দুধের দাঁত পড়ার পর নতুন দাঁত উঠা কি শর্ত?	(১০/১০)
..	'নারায়ে তাকবীর' কোন ভাষার শব্দ? 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবার, দ্বীন ইসলাম যিন্দাবাদ' এই ধ্বনি দেওয়া জায়েয হবে কি?	(১১/১১)
..	স্বর্ণ ও রেশমের পোষাক পুরুষের জন্য কেন হারাম এবং মহিলাদের জন্য কেন হালাল হ'ল? এই বিধান কোন নবীর আমল থেকে চালু হয়েছে?	(১২/১২)
..	ছালাতের মধ্যে সূরা আর-রাহমান-এর 'ফাবি আইয়ে আল্লা-ই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান' বলার পর 'লা বেশাইইম মিন নি'আমিকা রাব্বানা ওয়া নুকাযযিবু ফালাকাল হামদ' বলা যাবে কি?	(১৩/১৩)
..	মুসলিম ব্যতীত নিজেই হানাফী, আহলেহাদীছ, মুহাম্মাদী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী বলে পরিচয় দেওয়া যাবে কি?	(১৪/১৪)
..	তারজী আযান কি ছহীহ হাদীছ সম্মত? এ আযানের নিয়ম কি?	(১৫/১৫)
..	কোন প্রকার পিপীলিকা হত্যা করা বৈধ?	(১৬/১৬)
..	কারো মৃত্যুর পর তার ছেলে পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারবে কি?	(১৭/১৭)
..	আলী (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)-এর মধ্যকার যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তারা কি জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে যাবে?	(১৮/১৮)
..	একটি বিলের মালিকদের সম্মতিতে প্রতি বিঘা জমির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধানের মূল্য পরিশোধের শর্তে মৎস চাষের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, পূর্বে ধান চাষ করে উৎপন্ন ফসলের ওশর আদায় করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে জমির মালিকেরা সরাসরি ধান পাচ্ছে না, টাকা পাচ্ছেন। এখন তারা কিভাবে ওশর আদায় করবে?	(১৯/১৯)
..	খালাতো ভাইয়ের সাথে বিধবা খালাতো বোন হজ্জ যেতে পারে কি?	(২০/২০)
..	কোন মুছল্লীর রক্তশূন্যতা দেখা দিলে বেনামাযী বা অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের রক্ত গ্রহণ করা যাবে কি? উক্ত রক্ত গ্রহণ করে ইবাদত করলে কবুল হবে কি?	(২১/২১)
..	আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে আবুল হাসান আল-আশ'আরী মু'তাযিলা দল ত্যাগ করে বছরার এক মসজিদে নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে এক মাযহাবের সূচনা করেন। উক্ত মাযহাবের অনুসারীরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নামে পরিচিত। কথাটি কি সত্য?	(২২/২২)
..	যোহরের দুই রাক'আত ছালাত হয়ে যাওয়ার পর কেউ জামা'আতে শরীক হ'লে ইমামের সাথে পাওয়া দুই রাক'আত তার জন্য প্রথম বলে গণ্য হবে, না কি শেষ? যদি প্রথম হয় তাহ'লে ইমামের সাথে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। অন্য সূরা কি পড়তে হবে?	(২৩/২৩)
..	পাপ ও অপরাধ কি একই জিনিস?	(২৪/২৪)
..	মালাকুল মউত-এর নাম কি আযরাঈল?	(২৫/২৫)
..	যে সমস্ত ব্যক্তির ব্যাপারে কুরআন-হাদীছ নির্দিষ্টভাবে জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে তাদের নামগুলি কি কি?	(২৬/২৬)
..	ভয় লাগা কিংবা অন্য কোন জটিল সমস্যায তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?	(২৭/২৭)
..	ছিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তির ফিদইয়া হিসাবে প্রতিটি ছওমের জন্য একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। এখানে মিসকীন বলতে কেমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে?	(২৮/২৮)
..	কোন বিপদের কারণে আছরের ছালাত মাগরিবের আগে পড়া না হ'লে পরের দিন আছরের সময়ে পড়া যাবে কি?	(২৯/২৯)
..	যখন ক্বিয়ামত উপস্থিত হবে এবং জাহান্নামের অগ্নিপার্শ্বে পুলছিরাত টাঙানো হবে তখন শুধু যার সাথে আলী (রাঃ)-এর পত্র থাকবে সে ছাড়া কারো তা পার হবার অনুমতি থাকবে না। এ কথা কি সত্য?	(৩০/৩০)
..	ছালাতরত অবস্থায় মোবাইলে রিং বেজে উঠলে তা সাথে সাথে বন্ধ করা যাবে কি?	(৩১/৩১)
..	দুনিয়াতে কতজন ছাহাবী জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন?	(৩২/৩২)
..	হিন্দু ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?	(৩৩/৩৩)
..	ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত ত্যাগকারী কি কাফির? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে কী পরিমাণ শাস্তি প্রদান করবেন?	(৩৪/৩৪)

..	সুন্নাত বা নফল ছালাত অবস্থায় পিতা-মাতা ডাকলে ছালাত ছেড়ে দিয়ে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে কি?	(৩৫/৩৫)
..	জুম'আ ও ওয়াজিয়া ছালাতের স্থান বাড়ানোর জন্য মসজিদের পিলারের ফাঁকে ফাঁকে ২/১ কাতার বাড়ানো যাবে কি?	(৩৬/৩৬)
..	আপন শ্যালিকার সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে স্ত্রী হারাম হবে কি?	(৩৭/৩৭)
..	সরকারী কর্মচারীরা অবসর অঙ্কে তাদের ভবিষ্যৎ তহবিল ও সরকার প্রদত্ত অবসর ভাতার সমস্ত পাওনা আল্লাহভীর ব্যক্তির একবারে সুদবিহীন তুলে নেয়। কিন্তু আজীবন পেনশন নিতে ইচ্ছুক কর্মচারীরা অবসর ভাতার ৫০% টাকা সরকারী কোষাগারে রেখে দেন। তিনি মারা গেলে তার জীবিত স্ত্রী ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর নাবালক ছেলে-মেয়ে থাকলে তারা পর্যায়ক্রমে তা কমপক্ষে ২০/৩০ বৎসর যাবৎ পেতে থাকে। যা জমাকৃত টাকার চেয়ে বহুগুণে বেশী। এছাড়া লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়াই আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন। এই অতিরিক্ত টাকা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	(৩৮/৩৮)
..	কারো প্রাথমিক জীবনের কয়েক বছরের ছেড়ে দেওয়া ছালাত পরবর্তীতে ক্বায্য করতে হবে কি?	(৩৯/৩৯)
..	ধূমপান ও তামাক-জর্দা সেবন করা কী ধরনের অপরাধ?	(৪০/৪০)
নভেম্বর ২০০৮ (১১/২)	কুরবানী প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে হবে, না প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হবে? সাত ভাগে কুরবানী করা কি শরী'আত সম্মত?	(১/৪১)
..	'পিতা-মাতার কর্মের কারণে সন্তান পঙ্গু অবস্থায় জন্ম নেয়' কি?	(২/৪২)
..	ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত ত্যাগকারী কি কাফের? কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে কী পরিমাণ শাস্তি দিবেন?	(৩/৪৩)
..	ছালাতে প্রত্যেক সালামের বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে কি?	(৪/৪৪)
..	কুরবানীর পশু যবহ করার পর হিন্দু লোক দ্বারা চামড়া ছাড়াই যায় কি?	(৫/৪৫)
..	যাকাতের টাকা নিজ সন্তানকে দেওয়া যাবে কি?	(৬/৪৬)
..	তালকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে খরচ দেওয়া বা প্রয়োজনে কোন কথা বলা যাবে কি?	(৭/৪৭)
..	ছালাতে ভুল হ'লে সহো সিজদা দেওয়ার পর আবার তাশাহহুদ পড়তে হবে কি?	(৮/৪৮)
..	রিজাল শাস্তি কি এবং এটা না জানলে ক্ষতি কি? কোন কোন আলেম বলেন, ছহীহ-যঈফ বলতে কোন কিছু নেই। সব হাদীছই মানতে হবে। উক্ত দাবী কি ঠিক?	(৯/৪৯)
..	'আমার ছাহাবীগণ তারকার ন্যায়, তোমরা যারই অনুসরণ কর সঠিক পথ পাবে'। হাদীছটি কি ছহীহ?	(১০/৫০)
..	রাতের অন্ধকারে আলোর ফাঁদ পেতে বর্শা দ্বারা আঘাত করে মাছ শিকার করা যাবে কি?	(১১/৫১)
..	অনেকে ধানের উপরে টাকা ঋণ দেয়। অর্থাৎ ধান লাগানোর সময় মন প্রতি একটি মূল্য নির্ধারণ করে অগ্রিম টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু ধান নেওয়ার সময় বাজার মূল্য থাকে অনেক বেশী। এ ধরনের ত্রয়-বিক্রয় কি জায়েয?	(১২/৫২)
..	ইয়াযীদ সেই যামানার শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাহাজ্জুদ গুয়ার ছিলেন, মুখে দাড়ি ছিল, সুন্নাতের কোন খেলাপ করতেন না। তবুও কেন হুসাইন (রাঃ) ইয়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?	(১৩/৫৩)
..	যুলহিজ্জার চন্দ্র উঠলে, নখ, চুল কাটা যায় না, এ ছকুম সবার জন্য, নাকি যারা কুরবানী করবে তাদের জন্য?	(১৪/৫৪)
..	কুরবানীর পশু কিয়ামতের মাঠে তার লোম, শিং ও ক্ষুর সহ উপস্থিত হবে। একথা কি ঠিক?	(১৫/৫৫)
..	কুরবানী কাকে বলে? কুরবানী সুন্নাত না ফরয?	(১৬/৫৬)
..	মানুষের ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে থাকলে দো'আর মাধ্যমে তা কিভাবে পরিবর্তন হয়?	(১৭/৫৭)
..	নবী করীম (ছাঃ) কি তারাবীহ ছালাত কখনও ২০, ১৬, ৮ রাক'আত পড়তেন?	(১৮/৫৮)
..	ঈদের ছালাতে কখন ছানা পড়তে হবে? প্রথম তাকবীরের পর, নাকি সকল তাকবীর দেওয়ার পর?	(১৯/৫৯)
..	ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উঠাতে হবে কি?	(২০/৬০)
..	মহিলারা কুরবানীর পশু যবহ করতে পারে কি?	(২১/৬১)
..	ব্যবহৃত স্বর্ণালংকারে যাকাত দিতে হবে কি?	(২২/৬২)
..	স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করা কি জায়েয?	(২৩/৬৩)
..	'সৎ লোকের লাশ কবরে নষ্ট হয় না' একথা কি ঠিক?	(২৪/৬৪)
..	গাধা ও ঘোড়ার গোশত, রক্ত ও পেশাব-পায়খানা হারাম হওয়ার কারণ কি?	(২৫/৬৫)
..	জামে মসজিদ স্থানান্তর করার পর পূর্বের ফাঁকা জায়গায় গরু-ছাগল বাঁধা বা পেশাব পায়খানা করা যাবে কি?	(২৬/৬৬)
..	আল্লাহর আরাশে লিখিত 'গঞ্জুল আরাশ' নামক দো'আটি চারজন ফেরেশতা পাঠ করার পর আল্লাহর আরাশ বহন করতে সক্ষম হন। এটা কি সত্য?	(২৭/৬৭)
..	কবরের পার্শ্বে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' পড়লে ঐ কবরের শাস্তি হয় না। একথা কি ঠিক?	(২৮/৬৮)
..	নবী ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য কি? নবী কতজন ছিলেন এবং রাসূল কতজন ছিলেন?	(২৯/৬৯)
..	ছালাত আদায়ের সময় মাথা থেকে টুপি পড়ে গেলে ছালাত অবস্থায় টুপি তুলে মাথায় দেয়া যাবে কি?	(৩০/৭০)
..	ঈদের ছালাতে দুই খুৎবা দেওয়া যায় কি?	(৩১/৭১)
..	কুরবানীর পশুতে আক্ফীক্বার নিয়ত করে কুরবানী করা যাবে কি?	(৩২/৭২)
..	দু'জন যুবককে নির্জনে দেখতে পেয়ে তাদের উপর লাওয়াত্বাতের অভিযোগ আরোপ করা হয় এবং বড় ছেলেটিকে শারীরিক প্রহার সহ ৬০০০/= টাকা জরিমানা করা হয়। এ বিচার কি সঠিক হয়েছে?	(৩৩/৭৩)
..	ঈদের মাঠের চতুর্পাশে প্রাচীর নির্মাণ, ইমাম দাঁড়ানোর স্থানে ছাদ দেওয়া, মাঠে ছায়ার জন্য প্যাভেল করা এবং সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো যাবে কি?	(৩৪/৭৪)
..	ঈদায়েন, জুম'আ ও ওয়াজিয়া ছালাতে মহিলারা উপস্থিত হ'তে পারবে কি?	(৩৫/৭৫)

- .. ফরয ছালাতে মহিলাদেরকে এককামত দিতে হবে কি? (৩৬/৭৬)
- .. ঈদের দিন সাক্ষাতে অথবা মোবাইলে পরস্পরে 'ঈদ মুবারাক' বলা যাবে কি? (৩৭/৭৭)
- .. মাসবুক তার ছুটে যাওয়া ছালাত কিভাবে আদায় করবে? তার সূরা- কিরাআত কেমন হবে? (৩৮/৭৮)
- .. আযরাদিল (আঃ)-এর কি ৭টি মুখ ও ৭টি মাথা আছে? আযরাদিল (আঃ)-এর দেহ কেমন? (৩৯/৭৯)
- .. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কি খাৎনা হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে তবে কখন হয়েছিল? (৪০/৮০)
- ডিসেম্বর '০৮ মহিলারা দ্বীনের কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে কি? (১/৮১)
- (১১/৩)
- .. 'নিউওয়ে প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং Multi Level Marketing পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে, এটা কি জায়েয? (২/৮২)
- .. প্রবাস থেকে মোবাইলে এস.এম.এস-এর মাধ্যমে আমার স্বামী আমাকে এক তালাক প্রদান করেন। এর দুই মাস পর রাগের মাথায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আরেকটি তালাক প্রদান করেন এবং বলেন যে, তোমার উপর তিন তালাক হয়ে গেল। তিন তালাক কিভাবে হ'ল জানতে চাইলে বলেন, দেশে থাকতে এক বছর পূর্বেই এফিডেভিটের মাধ্যমে একটি তালাক লেখা হয়েছিল, যা তোমাকে দেওয়া হয়নি। এক্ষণে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঘর-সংসার করতে চাই। তাহলীল ব্যতীত এটা সম্ভব কি? (৩/৮৩)
- .. ইচ্ছাকৃতভাবে ছগীরা গোনাহ করতে থাকলে তা মাফ হবে কি? (৪/৮৪)
- .. মসজিদ কমিটির সদস্যদের বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত? (৫/৮৫)
- .. জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর না পড়লে পাপ হবে কি? অত্র সূরা দু'টি মুখস্থ না থাকলে করণীয় কী? (৬/৮৬)
- .. সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী কতজন ছিলেন? তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কেউ জিন জাতির ছিলেন কি? তিনি কি পাখির ভাষা জানতেন? (৭/৮৭)
- .. বাড়ীর ছাদের উপর, গেটের সামনে পানির ট্যাংকিতে, নেমপ্লেটে আরবীতে 'মা শা-আল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' এবং 'হাসবুনা ল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' ইত্যাদি লেখা যাবে কি? (৮/৮৮)
- .. জনৈক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু তিনি সবার পরে মসজিদে আসতেন এবং সবার আগে যেতেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলল, আমি গরীব মানুষ। আমরা স্বামী-স্ত্রী এক কাপড়ে ছালাত আদায় করি। আমার স্ত্রী এখন গর্তে অবস্থান করছেন। আমি যাওয়ার পর আমার কাপড় তাকে দিলে সে ছালাত আদায় করবে। সেদিন তার বাড়ী ফিরতে দেবী হয়। ফলে স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে, দেবী কেন হ'ল? তিনি তার স্ত্রীর সামনে দেবী হওয়ার কারণ বলেন। এতে তার স্ত্রী জানল যে, নবী করীম (ছাঃ) তাদের গোপন বিষয় জেনে গেছেন। এতে তারা অনুতপ্ত হয় এবং মারা যায়। এ ঘটনা কি সত্য? (৯/৮৯)
- .. ইমাম মেহরাবের বাহিরে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে পারবেন কি? ইমামের কতটুকু পিছনে বাকী কাতার হবে? (১০/৯০)
- .. স্বামী-স্ত্রীর রজের ঞ্ফপ একই হ'লে সন্তানের প্রতি কি এর কুপ্রভাব পড়ে? (১১/৯১)
- .. কুরবানীর গোশত বন্টনের সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন। (১২/৯২)
- .. মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত হাদীছটি কি কিয়াসের পক্ষের দলীল? (১৩/৯৩)
- .. মৃতব্যক্তির নামে ইফতারীর দাওয়াত দিলে সেই দাওয়াত কবুল করা যাবে কি? (১৪/৯৪)
- .. খুলাফায় রাশেদীনের সূনাত নবীর সূনাতের বিপরীত হ'লে কোনটি আমলযোগ্য? (১৫/৯৫)
- .. দ্বীনে হানীফ কী? ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের নাম কী ছিল? উম্মী বলে কাদের বুঝানো হয়েছে? (১৬/৯৬)
- .. সূরা মায়েরদার ১৫নং আয়াতে নবী করীম (ছাঃ)-কে নূর বলা হয়েছে। তাহ'লে তিনি কি নূরের তৈরী ছিলেন? (১৭/৯৭)
- .. সমাজে প্রচলিত আছে- পাপীকে নয় পাপকে ঘৃণা কর। কথাটি কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে কতটুকু সত্য। (১৮/৯৮)
- .. তুক ফর্সা করার জন্য ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের স্নো, ক্রীম ও সেন্ট ব্যবহার করতে পারে কি? (১৯/৯৯)
- .. বিশ রাক'আত তারাবীহর জামা'আতে মুজাদী যদি ৮ রাক'আত পড়তে চায় তাহ'লে তার করণীয় কী? মক্কায় বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয় কেন? (২০/১০০)
- .. মহিলাদের দাড়ি হ'লে করণীয় কী? (২১/১০১)
- .. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীল ও পাপ কাজ হ'তে বিরত রাখে' (আনকাবূত ৭৫)। তবুও কেন আমরা বিভিন্ন অন্যায ও পাপ কাজ করে থাকি? (২২/১০২)
- .. রামায়ান মাসে শয়তানের পায়ে শিকল দেয়া থাকে তবুও কেন মানুষ পাপ কাজ করে? (২৩/১০৩)
- .. সূরা ফাতিহা ছাড়া জানাযার ছালাত হবে কি? (২৪/১০৪)
- .. ছালাতের মধ্যে হাত কোথায় বাঁধতে হবে? হাতের উপর হাত না কজির উপর কজি? (২৫/১০৫)
- .. যেসব মুসলমান মানুষের উপর অত্যাচার করে, সম্পদশালী হওয়ার জন্য ঞ্ফ গ্রহণ করে এবং দায়িত্বশীল হওয়ার পর সম্পদ আত্মসাৎ করে তারা কি মুসলিম? (২৬/১০৬)
- .. মহিলারা একাকী নিজ বাড়ীতে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি? (২৭/১০৭)
- .. হালাল রুমী ছাড়া কোন প্রকার ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। একথাটি কি ঠিক? (২৮/১০৮)
- .. মৃতব্যক্তির হাত কোথায় রাখতে হবে? কেউ বলেন, বুকের উপরে, আবার কেউ বলেন, দু'পার্শ্বে। (২৯/১০৯)
- .. তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের খুব ইচ্ছা। কিন্তু বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়। ফলে প্রতি রাতে ছালাত আদায় করা সম্ভব হয় না। এভাবে ছালাত আদায় করলে নেকী হবে কি? (৩০/১১০)
- .. অনেক বক্তা বক্তৃতার মাঝে চা বা পানি পান করেন। এত মানুষের সামনে এভাবে পান করা কি জায়েয? (৩১/১১১)

- .. তাবীয ব্যবহার করা হারাম। তাবীযের পরিবর্তে ঔষধি গাছের শিকড় বা ডাল বেঁধে দেয়া যাবে কি? (৩২/১১২)
- .. বিতর ছালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেলে কোন নিয়মে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করবে? পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি? (৩৩/১১৩)
- .. বিতর ছালাত ছুটে গেলে পরে আদায় করতে হবে কি? (৩৪/১১৪)
- .. নারীতে নারীতে সমকামিতায় লিপ্ত হ'লে তার বিধান কি? (৩৫/১১৫)
- .. স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে গোসলের পরে সন্দেহ হয় যেন ভিতরে জমে থাকা বীর্য কিছুটা পরে বের হয়। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি? (৩৬/১১৬)
- .. মোরগের ডাক হ'লে তার ছালাত, দু'পাখার ঝাড়া হ'লে তার রুকু ও সিজদা। এটা কি হাদীছ? (৩৭/১১৭)
- .. চাকুরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কি? (৩৮/১১৮)
- .. ক্বাযা ছালাত আদায়ের কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি? এই ছালাত আদায়ের জন্য ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে কি? (৩৯/১১৯)
- .. আমার পিতা সব সময় অনায়ায় কাজে লিপ্ত থাকতেন। আমি উপদেশ দিলে আমার কথা মানতেন না। এ বিষয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তিনি হাঁসিয়া নিয়া তেড়ে এসে আমাকে কোপ মারেন, আমিও কোপ মারি। আমার কোপে পিতা মারা যান। এখন ক্ষমা চাইলে আমার ক্ষমা হবে কি? (৪০/১২০)
- .. কবরের পার্শ্বে মাদরাসার ঘর নির্মাণ করা ঠিক হবে কি? (১/১২১)
- .. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দাফন করার সময় পূর্ব-পশ্চিমে না-কি উত্তর-দক্ষিণে করে দাফন করা হয়েছিল? (২/১২২)
- .. ছেঁড়া কুরআন মাজীদ মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে, নাকি পুড়িয়ে ফেলতে হবে? (৩/১২৩)
- .. এক সাথে ২-৩ বছরের জন্য আম বাগান বিক্রয় করা হারাম হ'লে সেই টাকায় বিদেশে গিয়ে উপার্জিত টাকা হালাল হবে কি? (৪/১২৪)
- .. আরবের কোন এক শহরের অধিবাসীরা টিলা ও পানি এ দু'টি জিনিস দ্বারা ইস্তেঞ্জা করত। এজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের প্রশংসা করেছেন। এ বক্তব্য কি সঠিক? পানির আগে টিস্যু পেপার ব্যবহার করা যাবে কি? (৫/১২৫)
- .. খিযির (আঃ) কে ছিলেন? তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু কখন হয়েছে? জনৈক বক্তা বলেন, খিযির (আঃ) এবং তাঁর বংশধরগণ আজও নদী ভাঙ্গনের কাজে নিয়োজিত। এই বক্তব্য কি সঠিক? (৬/১২৬)
- .. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবরে রাখার সময় بسم الله وعلى ملة رسول الله বলা হয়েছিল কি? (৭/১২৭)
- .. মসজিদে নববী তৈরী করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাদের জমি ক্রয় করেছিলেন? (৮/১২৮)
- .. পালিত পুত্রের বিবাহের সময় পালক পিতার নাম ব্যবহার করা যাবে কি? যদিও তার প্রকৃত পিতার নাম জানা আছে। (৯/১২৯)
- .. কখন থেকে জুম'আর ছালাতের সূচনা হয়? জুম'আর ছালাতের জন্য দু'বার আযান দেওয়ার ভিত্তি আছে কি? (১০/১৩০)
- .. অনেক বক্তার মুখে শুনা যায়, জুম'আর দিন তাহিয়াতুল মসজিদ দুই রাক'আত, ফরয দুই রাক'আত এবং ফরযের পরে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলেই ছালাত হয়ে যাবে। কথাটি কতটুকু সত্য? (১১/১৩১)
- .. হজ্জ করতে গিয়ে মক্কা থেকে কাফনের কাপড় সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা যাবে কি? (১২/১৩২)
- .. চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকের সময় বায়ু নির্গত হ'লে পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত হবে কি? নাকি আবার শুরু থেকে চার রাক'আত আদায় করতে হবে? (১৩/১৩৩)
- .. আমার এলাকায় একটি 'খোলা তালাক' হয়। পরবর্তীতে স্ত্রী ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় স্বামীর সাথে সংসার করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং স্বামী-স্ত্রী কাযী অফিসে গিয়ে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে কি? (১৪/১৩৪)
- .. আরবীতে নিজের প্রয়োজনীয় দো'আ তৈরী করে সিজদার মধ্যে পড়া যাবে কি? (১৫/১৩৫)
- .. আলোমদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, স্ত্রী-কন্যাদেরকে যে ব্যক্তি যথাযথভাবে পর্দায় রাখে না এবং যত্রতত্র ঘোরানফেরা ও ঝগান পুরুষের সামনে যাওয়াত করা থেকে বিরত রাখে না সে 'দাইয়ুছ'। আর দাইয়ুছ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কিন্তু স্ত্রী-কন্যাদের বোঝানোর পরও যদি তারা কথা না শোনে তাহ'লে ঐ ব্যক্তির করণীয় কী? (১৬/১৩৬)
- .. আদম (আঃ) পৃথিবীতে আসার পর অন্যান্য নবী-রাসূলের ন্যায় কোন গোত্র বা মানুষকে দাওয়াত দিতেন কি? আদম (আঃ)-এর সময়ে মানুষ কি মূর্তি পূজার মত শিরক করত? কখন থেকে মূর্তিপূজা শুরু হয়? (১৭/১৩৭)
- .. পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় আযান শুনলে তার জওয়াব দিতে হবে কি? গোসলখানা ও টয়লেট একত্রিত হ'লে, ঐ বাথরুমে ওয়ু ও গোসল করা যাবে কি? অপবিত্র স্থানে আল্লাহ্র নাম নেওয়া যাবে কি? (১৮/১৩৮)
- .. কুরবানীর পশুর গলায় লাল ফিতা বেঁধে দেওয়া যাবে কি? (১৯/১৩৯)
- .. কুরআন তেলাওয়াত রত অবস্থায় সিজদার আয়াত পড়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করে সিজদা করা কি জায়েয? সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা না করলে তার পরিণাম কী হবে? (২০/১৪০)
- .. একটি মেয়ে তার বৃদ্ধা দাদীর সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হ'লে তার মা তাকে বিরত রাখে। ঘটনাটি জানার পর মেয়েটির পিতা তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন। এমনকি পিতা এখন মেয়েকে মেয়ে বলে স্বীকার করতে অসম্মত। মেয়েটি তার দাদীর কাছে ক্ষমা নিলেও পিতা তাকে ক্ষমা করতে নারায়। এখন তার করণীয় কি? (২১/১৪১)
- .. ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহকে বলেন, হে আল্লাহ! আমি জান্নাত দেখতে চাই। তখন আল্লাহ জিবরীল (আঃ)-কে বললেন, (২২/১৪২) তুমি তাকে জান্নাত দেখাও। জিব্রীল ইলিয়াসকে বললেন, আপনি শুধু একপলক দেখবেন। অতঃপর তিনি জান্নাতে যাওয়ার পর আর বের হননি। এখন পর্যন্ত তিনি জান্নাতে অবস্থান করছেন। উক্ত বক্তব্য কি সত্য? (২৩/১৪৩)
- .. কোন একটি নির্দিষ্ট মসজিদে দান করার নিয়ত করার পর নিয়ত পরিবর্তন করে অন্য মসজিদে দান করা যাবে কি? (২৪/১৪৪)
- .. 'ছালাতুয যুহা' আদায় করলে ওমরার নেকী পাওয়া যায় কি? (২৪/১৪৪)

- .. ওয়ূর ফরয কয়টি ও কি কি? দলীলভিত্তিক সঠিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন। (২৫/১৪৫)
- .. জনৈক বক্তা বলেন যে, কোন মানুষ যদি কোনদিন সাতবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায় তাহ'লে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দা আমার কাছ থেকে আপনার নিকট মুক্তি চেয়েছে আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন। আর কোন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সাতবার জান্নাত চাইলে জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। উক্ত বর্ণনা কি সত্য? (২৬/১৪৬)
- .. আল্লাহ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় নিজের ব্যাপারে বহুবচন ব্যবহার করেছেন কেন? (২৭/১৪৭)
- .. কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে রক্ত দিলে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন প্রতিদান আছে কি? আর কোন বোনামাযীকে রক্ত দিলে তার জন্য কোন গুনাহ হবে কি? (২৮/১৪৮)
- .. ফজর, মাগরিব, এশা ও জুম'আর ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না-কি শুধু গুনতে হবে? (২৯/১৪৯)
- .. জনৈক মুসলিম ব্যক্তি ইহুদীর সাথে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাগড়ায় লিপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে যায়। তিনি ইহুদীর পক্ষে ফায়ছালা দেন। মুসলিম ব্যক্তি রাসূলের ফায়ছালা উপেক্ষা করে ওমর (রাঃ)-এর কাছে গেলে ওমর (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। উক্ত ঘটনা কি সঠিক? (৩০/১৫০)
- .. বিবাহের আগে জন্ম নেওয়া সন্তান কি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে? (৩১/১৫১)
- .. সার্বক্ষণিক ২৪ ঘণ্টা কিভাবে ছালাতের উপর থাকা যায়? দায়েমী ছালাত ও কায়েমী ছালাত কি ধরনের, কেমন করে আদায় করতে হয়? (৩২/১৫২)
- .. চুল এবং দাড়ি সাদা হয়ে গেলে তা কালো করার জন্য কোন কিছু ব্যবহার করা যায় কি? (৩৩/১৫৩)
- .. জনৈক ইমাম দরুদ শরীফের ফযীলত বর্ণনায় বলেন, নৌকার মাঝির দরুদ শুনে একটি মাছ পাগল হয়ে নদীর কিনারে উপস্থিত হয়। এক জেলে মাছটি ধরে বাজারে বিক্রি করে। মাছটি ক্রয় করে ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে দাওয়াত করেন। ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রী মাছটি রান্না করতে গেলে আগুন নিভে যায় ও বারবার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি হেসে বলেন, এটা তো দুনিয়ার আগুন, এমনকি জাহান্নামের আগুনও এ দরুদ পাগল মাছকে পোড়াতে পারবে না। এ ঘটনা কি সত্য? (৩৪/১৫৪)
- .. ছালাতরত অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে সিজদায় গিয়ে টর্চ লাইটের সুইচ টিপে আলো জ্বালানো যাবে কি? (৩৫/১৫৫)
- .. আক্বীকুর চামড়া বা তার অর্থের প্রকৃত হক্কদার কে? (৩৬/১৫৬)
- .. সফরে (দীর্ঘ ভ্রমণ) কিংবা স্বল্প দূরত্বে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন নির্দেশনা আছে কি? (৩৭/১৫৭)
- .. মোবাইল ফোনে ফ্ল্যাক্সিলোড দিয়ে টাকার বিনিময়ে টাকার কমিশন নিয়ে ব্যবসা করা বৈধ হবে কি? অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে মোবাইলে টাকা পাঠায়। এতে কমিশন নেয়া যাবে কি? (৩৮/১৫৮)
- .. ঘটকালিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ হবে কি? (৩৯/১৫৯)
- .. দোকান ভাড়া দিয়ে প্রাপ্ত ভাড়া সহ ক্রয় মূল্যের যাকাত দিতে হবে, না-কি শুধু ভাড়ার যাকাত দিতে হবে? (৪০/১৬০)
- .. ফেরকারী '০৯ (১১/৫) ক্বিয়ামত সংঘটিত হ'লে আকাশ ভেঙ্গে যমীনের উপর পড়বে এবং আরব দেশে সবার বিচার হবে। এ কথা কি ঠিক? (১/১৬১)
- .. জিবরীল (আঃ) কার আকৃত্তি ধারণ করে অহী নিয়ে আসতেন? কেন অন্যের আকৃত্তি ধারণ করতেন? (২/১৬২)
- .. শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করতে হবে, না রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আগে করতে হবে? (৩/১৬৩)
- .. আমার দোকানের পাশে হানাফী মসজিদ আছে। সেখানে আউয়াল ওয়াজ্জে ছালাত আদায় করলে অনেকেই অনেক কথা বলে। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি? (৪/১৬৪)
- .. **সূদ, ঘুস ও বেনা এই তিনটি পাপের মধ্যে কোনটি সবচাইতে বড়? তওয়া করলে বেনার গুনাহ মাফ হবে কি?** (৫/১৬৫)
- .. টুথ পেপ্ট বা ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজলে সূনাত পালন হবে কি? (৬/১৬৬)
- .. ছালাতে সালাম ফিরানোর সময় উভয় দিকে 'আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ-হি ওয়া বারাকা-তুহ' বলা যাবে কি? (৭/১৬৭)
- .. ওমর (রাঃ)-এর বোন এবং ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করলে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাদেরকে মারতে যান। কিন্তু এ সময়ে তারা সূরা ত্বোয়াহা পাঠ করছিলেন। ওমর (রাঃ) তা পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। উক্ত ঘটনাটি কি সঠিক? (৮/১৬৮)
- .. মুসলিম ছাড়া অন্য ধর্মের লোকেরা জান্নাতে যাবে কি? (৯/১৬৯)
- .. হাদীছে ৫টি বস্তুর উপর যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে টাকার কথা উল্লেখ নেই। তাহ'লে টাকার যাকাত দিতে হবে কেন? (১০/১৭০)
- .. মহিলারা কি জুম'আর ছালাত বাড়িতে পড়তে পারে? বাড়িতে পড়লে কিভাবে পড়বে? (১১/১৭১)
- .. মসজিদের দোতলায় মহিলারা ছালাত পড়তে পারবে কি? এক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের ১ম কাতারের ঠিক উপরে থাকে। এছাড়া মূল মসজিদের ডান পার্শ্ব বর্ধিত করে মহিলাদের জন্য দেওয়া যায় কি? মূল মসজিদ থেকে সামান্য দূরে আলাদা ঘরে ছালাত পড়লে ইমামের ইক্বতেদা হবে কি? (১২/১৭২)
- .. কুরবানীর পশুর গায়ে যত লোম থাকবে প্রত্যেকটি লোম পরিমাণ নেকী হবে এবং তা কুরবানী দাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। হাদীছটি কি ছহীহ? (১৩/১৭৩)
- .. মাখলুকুর প্রশংসা করা যাবে কি? শুধু আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে, অন্যথা শিরক হবে কি? (১৪/১৭৪)
- .. মানুষ কী কী কাজ করলে কাফের হয় এবং কী কী কাজ করলে মুনাফিক হয়? (১৫/১৭৫)
- .. 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' ছাহাবীগণ কোন আমল করেছিলেন, যে কারণে তাদেরকে জান্নাতের আগাম সুসংবাদ দেওয়া হয়? (১৬/১৭৬)
- .. রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন? অনেকে বলেন, কিসত্ব কায়েম করা বড় ফরয। ক্বিসত ব্যতীত নাকি অন্য কোন ফরয সঠিকভাবে পালন করা যাবে না। একথা কি সত্য? (১৭/১৭৭)

- .. পীর-ফকীরেরা বলে আরবী ত্রিশটি হরফ দ্বারা মানুষ গঠিত। একথা কি সঠিক? (১৮/১৭৮)
- .. মি'রাজে গিয়ে কি রাসুল (ছাঃ) আল্লাহর চেহারা দেখেছিলেন? (১৯/১৭৯)
- .. আসমানী কিতাব ১০৪ খানা। এই কথা কি সঠিক? (২০/১৮০)
- .. কোন ছালাতে একই সূরা পরপর পড়া যাবে কি? (২১/১৮১)
- .. মসজিদের ভিতরে সুতরা দেওয়া যাবে কি? (২২/১৮২)
- .. আক্কীক্বা কখন থেকে চালু হয়েছে? সর্বপ্রথম কে কার আক্কীক্বা দিয়েছিলেন? বয়রু লোকদের আক্কীক্বা দেওয়া যাবে কী? (২৩/১৮৩)
- .. কুরবানীর দিন যদি আক্কীক্বার দিন হয় তাহ'লে তার বিধান কি? (২৪/১৮৪)
- .. আমি ভীপ মেশিন দ্বারা অন্যের জমিতে নিজস্ব খরচে সেচ দিয়ে থাকি। এর বিনিময়ে জমির মালিকগণ টাকার পরিবর্তে আমাকে ধান দেন। উক্ত ধানের গুশর দিতে হবে কি? (২৫/১৮৫)
- .. সূরা আর-রহমানে আল্লাহ বলেন, 'দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের রব'। এর ব্যাখ্যা কি? (২৬/১৮৬)
- .. কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'। প্রশ্ন হ'ল, প্রকাশ্য তাকেই বলে যা চোখে দেখা যায়। কিন্তু শয়তানকে তো আমরা দেখি না? (২৭/১৮৭)
- .. ঈসা (আঃ) কিভাবে চতুর্থ আসমানে উঠেন? সশরীরে না জিব্রীলের মাধ্যমে? তখন তাঁর বয়স কত ছিল? (২৮/১৮৮)
- .. আল্লাহ বলেন, 'কোন ব্যক্তি অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না'। আদম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেন বিধায় জান্নাত হ'তে বের করে শাস্তি ভোগের জন্য আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরকে কোন অপরাধের শাস্তি ভোগের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হ'ল? (২৯/১৮৯)
- .. সূরা মুযাম্মিলের ৮নং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন। (৩০/১৯০)
- .. রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলে সেখানকার বালক ও মহিলারা 'তাল'আল বাদরু আলায়না'... বলে স্বাগত জানিয়েছিল। এই ঘটনা কি সঠিক? (৩১/১৯১)
- .. কুরআন কি শুধু মুসলমানদের জন্য, নাকি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য? (৩২/১৯২)
- .. পবিত্রতা অর্জন না করে সালাম দেওয়া বা নেওয়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন। (৩৩/১৯৩)
- .. ফরয ছালাতের জামা'আত শুরু হ'লে অন্য ছালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে शामिल হ'তে হবে। কিন্তু কেউ যদি ৪ রাক'আত সন্নাত ছালাতের ৩ রাক'আত শেষ করে জামা'আতে शामिल হয় তাহ'লে তার জন্য করণীয় কি? (৩৪/১৯৪)
- .. ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান্নাউম'-এর জবাবে 'ছাদাক্বতা ও বারারতা' বলা যাবে কি? (৩৫/১৯৫)
- .. ছালাত শেষে হাতের আঙ্গুল ব্যতীত অন্য কিছুতে তাসবীহ পাঠ করলে পাপ হবে কি? (৩৬/১৯৬)
- .. 'মালাকুল মউত্ত' এসে মুসা (আঃ)-কে সালাম না দেয়ায় তিনি তাঁকে থাপ্পড় মেরে চোখ কানা করে দিয়েছিলেন কি? (৩৭/১৯৭)
- .. সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ) ও শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর 'জিহাদ আন্দোলন' এবং বাংলাদেশে নামে-বেনামে চরমপন্থী জঙ্গী সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য কি? (৩৮/১৯৮)
- .. 'যে السلطان ظل الله في الأرض، من أمان سلطان الله في الأرض اهانه الله' আল্লাহর শাসককে পৃথিবীতে অপদস্ত করবে, আল্লাহ্ তাকে অপদস্ত করবেন'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? (৩৯/১৯৯)
- .. জনৈক আলেম বলেছেন, পরীক্ষার আগে 'ফাইনাল্লাহা খায়রুন নাছিরীন' ৩ কিংবা ১১ বার পড়লে পরীক্ষা ভাল হবে। উক্ত দো'আ কি ছহীহ? যদি ছহীহ না হয় তাহ'লে কোন্ দো'আ পড়তে হবে? (৪০/২০০)
- .. জান্নাতে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবি মারিয়াম, মূসার বোন কুলছুম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার বিবাহ হবে কি? (৪১/২০১)
- .. রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে আসল চেহারায় কতবার দেখেছেন? (৪২/২০২)
- .. যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ঠিক কতটা ছিয়াম পালন করতে হবে? (৪৩/২০৩)
- .. পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কোনটি? (৪৪/২০৪)
- .. স্বপ্নদোষ হ'লে ইচ্ছা করে ফজরের ছালাত ক্বায়া করে যোহরের ছালাতের সাথে পড়ে নিলে হবে কি? এতে গুনাহ হবে কি? (৪৫/২০৫)
- .. আমি তাহিয়াতুল মসজিদ ছাড়াও আছর ও এশার ছালাতের আগে ৪ রাক'আত সন্নাত পড়ি এবং মাগরিব ও এশার পর দু'রাক'আত সন্নাত ছাড়াও আরো দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করি। এ ছালাত শুদ্ধ হয় কি? (৪৬/২০৬)
- .. 'যে ব্যক্তি দাড়ি কাটে সে যেন বিশ্বনবীর গলায় ছুরি দেয়'। একথা কি ঠিক? শরী'আতে দাড়ি কাটার অনুমতি আছে কি? (৪৭/২০৭)
- .. প্রত্যেক কাজের শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' নাকি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম' বলতে হয়? (৪৮/২০৮)
- .. চোখে অপারেশন করার কারণে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ১ ফুট উপরে থেকেই ছালাতের সিজদা করতে হয়। এভাবে ছালাত সিদ্ধ হবে কি? (৪৯/২০৯)
- .. সালাম ফিরানোর পর অনেকে 'আয়াতুল কুরসী' পড়ে বুক ফুঁক দেয়। এর পক্ষে ছহীহ দলীল আছে কি? (৫০/২১০)
- .. কুরবানীর জন্য মানতকৃত পশুর গোশত নিজে খাওয়া যাবে কি? (৫১/২১১)
- .. জন্মদিনে বিবাহ করলে, মাথার চুল ও হাতের নখ কাটলে অকল্যাণ হয় কি? (৫২/২১২)
- .. একটি মেয়ে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে মেয়ের মা উক্ত বিবাহ মেনে নেয়। কিন্তু পিতার বক্তব্য হ'ল, তুমি জামাই-মেয়ে গ্রহণ করলে তোমাকে তিন তালাকে বায়েন। এক্ষণে তাদের করণীয় কি? (৫৩/২১৩)
- .. জুম'আ বা সাধারণ খুৎবার মধ্যে শাহাদাতের শব্দ (شَهِدْتُ) একবচন পড়তে হবে, না (شَهِدْتُ) বহুবচন পড়তে হবে? (৫৪/২১৪)
- .. আযানে 'হাইয়্যা আলাহু ছালাহ' বলার সময় একবার ডান দিকে এবং একবার বাম দিকে মুখ ফেরানো আবার 'হাইয়্যা

- আলাল ফালাহ' বলার সময়ও অনুরূপ করার দলীল আছে কি? (১৬/২১৬)
- ... فَكَانَ... জান্নাতে হুরগণ উক্ত গান গাইবেন মর্মে তিরমিযীতে সংকলিত হাদীছটি কি ছহীহ? (১৬/২১৬)
- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতজন স্ত্রী ছিলেন? তাদের নাম কী? খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে কতজন সন্তান জন্ম নিয়েছিলেন? (১৭/২১৭)
- তাদের নাম কী ছিল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছেলে কোন স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন? (১৮/২১৮)
- জমৈক বক্তা বলেন যে, জমিতে তামাক চাষ করলে তামাকের টাকা হারাম হবে এবং কয়েক বছর ঐ জমিতে অন্য ফসল চাষ করলে উক্ত টাকাও হারাম হবে। এ কথা কি ঠিক? (১৮/২১৮)
- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার আদায়কৃত টাকা দ্বারা যদি মসজিদ তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে যদি সেই টাকা ফেরত দেওয়া হয় তাহলে সেই মসজিদে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? (১৯/২১৯)
- কোন হিন্দু ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার ব্যবহৃত পোশাক মুসলিম ব্যক্তি নিয়ে এসে ব্যবহার করতে পারে কি? (২০/২২০)
- মহাধ্বং আল-কুরআনের সুরাগুলির নামের অর্থ কি? (২১/২২১)
- ফরয ছালাতে ইমাম প্রথম রাক'আতে রুকুতে চলে গিয়েছেন। এক্ষণে ছানা পড়লে সূরা ফাতেহা পড়ে রুকু পাব না। এমতাবস্থায় ছানা না পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ার পর রুকুতে গেলে রাক'আত পূর্ণ হবে কি? (২২/২২২)
- তাহাজ্জুদ পড়ার পরে ফজরের ছালাতের সময়ের পূর্বেই ফজরের সুন্নাত আদায় করলে তা কি শরী'আত সম্মত হবে? (২৩/২২৩)
- কোন আলেমের চেহারার দিকে তাকালে সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় কি? (২৪/২২৪)
- অপবিত্র অবস্থায় মুখস্থ কিংবা দেখে বা স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি? (২৫/২২৫)
- স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারে কি? (২৬/২২৬)
- কবরে কি ৩টি না ৪টি প্রশ্ন করা হবে? (২৭/২২৭)
- মেয়েদের বর পসন্দ করার অধিকার আছে কি? পিতা যদি মেয়ের মতামত না নিয়ে বিয়ে ঠিক করে এবং মেয়ে যদি তাতে সম্মত না হয় তাহলে কোন গুনাহ হবে কি? (২৮/২২৮)
- ছালাতে সিজদা অবস্থায় বাংলায় দো'আ করা যাবে কি? (২৯/২২৯)
- কোন ব্যক্তির ডান হাত ভাল থাকা অবস্থায় বাম হাত দিয়ে পানি, চা ইত্যাদি পান করলে গুনাহ হবে কি? (৩০/২৩০)
- ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে 'আল-হামদুলিল্লাহ' নীরবে বলতে হবে না সরবে বলতে হবে? (৩১/২৩১)
- যোহর ও আছর ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর মুজাদীকে অন্য সূরা পড়তে হবে কি? (৩২/২৩২)
- কোন মা তার সন্তানকে গালি দিতে পারেন কি? এর পরিণাম কি হবে? (৩৩/২৩৩)
- ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা করাতে শারঈ কোন বিধি-নিষেধ আছে কি? (৩৪/২৩৪)
- যে গৃহপরিচারিকা সার্বক্ষণিক মনিবের বাড়ীতে অবস্থান করে এবং খাওয়া-পরার ও থাকার ব্যবস্থা ছাড়াও মাসে মাসে নির্ধারিত বেতন নেয়, তার ফিতরা আদায়ের হক কার উপর বর্তাবে? (৩৫/২৩৫)
- আসমানী কিতাব ১০৪টি। এর মধ্যে ছহীফা ১০০টি। বড় চারটি কিতাব চারজন নবীর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে। সে হিসাবে রাসূল মাত্র একশত চারজন হওয়ার কথা। আত-তাহরীক নভেম্বর '০৮ সংখ্যায় আছে নবী-রাসূলের সর্বমোট সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার, যার মধ্যে ৩১৫ জন রাসূল। এর ব্যাখ্যা কি? (৩৬/২৩৬)
- মাশরুফ সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে কোন বক্তব্য আছে কি? এটি মান্না ও সালওয়া থেকে এসেছে কি? (৩৭/২৩৭)
- একাকী হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? যদি হাত উঠিয়ে মুখে মাসাহ করা না হয় তাহলে কোন দোষ হবে কি? (৩৮/২৩৮)
- মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ কি? (৩৯/২৩৯)
- গলায় 'টাই' বুলানো যাবে কি? (৪০/২৪০)
- এপ্রিল'০৯ (১১/৭) সাংসারিক ভুল বুঝাবুঝির এক পর্যায়ে রাগের মাথায় স্বামী তার স্ত্রীকে এক সাথে দুই তালক প্রদান করে। এরপর স্বামী-স্ত্রী আবার ঘর-সংসার করতে থাকে। অতঃপর দেড় মাস পরে পুনরায় স্বামী রাগের বশবর্তী হয়ে এক সাথে তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করে। তৎক্ষণাৎ স্ত্রী স্বামীর বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। এ ঘটনার ৮/১০ মাস পর প্রায়ের কিছুসংখ্যক লোক তাদের মাঝে মিলমিশ করে দিলে তারা পুনরায় ঘর-সংসার করতে শুরু করে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী ছেলের কথায় তারা আবার পৃথক হয়ে যায়। এরপর প্রায় দেড় বৎসর অতিক্রান্ত হ'তে চলেছে, তাদের উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা-বার্তা নেই। এক্ষণে তারা একত্রে ঘর-সংসার করতে অগ্রহী। এখন তাদের করণীয় কি? (২/২৪২)
- ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি কী? ছালাতরত অবস্থায় কেউ ডাকলে গলায় আওয়াজ করা যাবে কি? (৩/২৪৩)
- পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় যদি হাঁচি আসে তাহলে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা যাবে কি? (৪/২৪৪)
- সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালনের শারঈ বিধান এবং ফযীলত কি? (৫/২৪৫)
- অনেকে কুরআন তেলাওয়াতের পর 'ছাদাক্বাল্লা-হুল আযীম' বলে থাকে। এর দলীল কি? (৬/২৪৬)
- মানুষ ঘুমের মাঝে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখে, তার শারঈ কোন তা'বীর আছে কি? স্বপ্নের কোন প্রকার-ভেদ আছে কি? (৭/২৪৭)
- ইরাককে 'হাদীছ ভাঙ্গানোর কারখানা' বলা হয় কেন? (৮/২৪৮)
- জেহরী ছালাতে কি সশব্দে আমীন বলতে হবে, না নিঃশব্দে বলতে হবে? (৯/২৪৯)
- যে ব্যক্তি পরহেযগার আলেমের পিছনে ছালাত আদায় করল সে যেন নবীর পিছনে ছালাত আদায় করল। উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে জানতে চাই। (১০/২৫০)
- অনেকে ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে বিভিন্ন দো'আ পড়ে। এই দো'আগুলো ছহীহ কি? (১১/২৫১)
- ওযু শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'আ পাঠ করা সম্পর্কে কোন হাদীছ আছে কি? (১২/২৫২)
- বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে কি? (১৩/২৫৩)
- রুকু ও সিজদার প্রসিদ্ধ দো'আ 'সুবহা-না রক্বিয়াল আযীম ও 'সুবহা-না রাক্বিয়াল আ'লা' ছহীহ কি? (১৩/২৫৩)

- .. ছালাত অবস্থায় ডান পা সরানো যায় না। তবে প্রয়োজনে বাম পা সরানো যায়। এ কথা কি ঠিক? (১৪/২৫৪)
- .. আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? উক্ত দায়িত্ব পালন না করলে তারা পরকালে কেমন শাস্তির সম্মুখীন হবেন? (১৫/২৫৫)
- .. আমরা জানি, সূন্নাত ছালাত বাড়ীতে পড়াই উত্তম। মুয়াযযিন আযানের আগে বাড়ীতে সূন্নাত পড়তে পারবে কি? (১৬/২৫৬)
- .. জুতা পায়ে দিয়ে কবরে মাটি দেওয়া এবং কবরস্থানে যাওয়া কি নিষেধ। মাটি দেওয়ার পর কবরের উপর পানি ছিটানোর শারঈ কোন ভিত্তি আছে কি? (১৭/২৫৭)
- .. আমার ছেলে গোপনে বিয়ে করে মেয়ের পিতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঘুষ দিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়েছে। পরবর্তীতে সে তার স্বপ্নরকে টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। আমি কি ছেলের উপার্জন খেতে পারব? (১৮/২৫৮)
- .. যে ৭০ হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাদের পরিচয় কি? (১৯/২৫৯)
- .. 'ইনসান ও 'নফস' কি একই জিনিস, না ভিন্ন? (২০/২৬০)
- .. মসজিদের ইমাম বিভিন্ন বাড়ীতে খান। তাদের অনেকেই হারাম উপার্জন করে। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, এটা আমার মুজুরী। আর মুজুরীদাতা সেটা হারাম থেকে দিলেও আমার জন্য তা হালাল। একথা কি ঠিক? (২১/২৬১)
- .. হানাফী মাযহাব অনুসারে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয নয়। কেউ পড়তে চাইলে তাকবীরে উলার দো'আ হিসাবে পড়তে পারে। কিন্তু হাদীছে রয়েছে সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন ছালাত হয় না। এক্ষেত্রে সঠিক সমাধান কি? (২২/২৬২)
- .. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সকল সৃষ্টির উপরে মর্যাদা দিয়েছেন নাকি অধিকাংশের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন? ফেরেশতাগণ কি মানুষের চাইতে উত্তম? (২৩/২৬৩)
- .. ছালাতুল ইস্তিখারাহ কী? এর পদ্ধতি এবং কোন দো'আ পড়ে ছালাতুল ইস্তিখারাহ আদায় করতে হয়? (২৪/২৬৪)
- .. ঈদের খুৎবা চলাকালে টাকা-পয়সা ছাদাক্বাহ করা যাবে কি? (২৫/২৬৫)
- .. মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে অথবা ৪/৫ বছর একসঙ্গে আম বাগান বিক্রি করা যাবে কি? (২৬/২৬৬)
- .. জটিল অপারেশনের কারণে আমি ১৫/১৬ দিন ছালাত আদায় করতে পারিনি। আমি এখন সুস্থ, আমার করণীয় কী? (২৭/২৬৭)
- .. ছালাত গুরুর আগে কোন কোন ইমাম মাথায় পাগড়ী বাঁধেন। আবার ছালাত শেষ হ'লে খুলে রাখেন। এর ফযীলত কি? (২৮/২৬৮)
- .. রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে আমার উম্মত! তোমাদের আমলনামা আমার রওয়ায় পেশ করা হয়। ভাল আমলকারীর আমলনামা দেখলে আমি খুশী হই এবং খারাপ আমলনামা দেখলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ হাদীছ কি ছহীহ? (২৯/২৬৯)
- .. জনৈক মাওলানা বলেছেন, নবীর পদ্ধতি ছাড়া কোন ছালাত করুল হবে না। একথার পক্ষে ছহীহ দলীল আছে কি? (৩০/২৭০)
- .. আলেমদেরকে 'মাওলানা' বলা যাবে কি? (৩১/২৭১)
- .. জনৈক মাওলানা বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর আর্শের সত্তর হাজার পর্দা অতিক্রম করছিলেন, তখন গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, আবুবকর (রাঃ) বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সাবধান, মহান আল্লাহ এখন ছালাত আদায় করছেন'। এ ঘটনা কি সত্য? (৩২/২৭২)
- .. 'গীবত করা যিনা করার চেয়েও বড় পাপ'। হাদীছটি কি ছহীহ? (৩৩/২৭৩)
- .. 'অসীলা' কী? পীর-ফকীরদের অসীলা ধরা যাবে কি? (৩৪/২৭৪)
- .. যে ফেরেশতা মানুষের জান কবয় করার জন্য আসেন, মানুষ কি তাকে দেখতে পায়? (৩৫/২৭৫)
- .. কোন আমল করলে সবচেয়ে বেশী নেকী হয়? (৩৬/২৭৬)
- .. মহিলা বস্ত্র জালসা মধে বসে মহিলাদেরকে সামনে রেখে মাইকে বক্তব্য দিতে পারে কি? (৩৭/২৭৭)
- .. মাসবুক ব্যক্তি কি সালামা ফিরানো পর্যন্ত ইমামের সাথে বৈঠকে দো'আগুলো শেষ পর্যন্ত পড়তে থাকবে? (৩৮/২৭৮)
- .. গাড়ীতে করে লাশ বহন করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু সঠিক? (৩৯/২৭৯)
- .. নবীগণ কি নিম্পাপ ছিলেন? এ বিষয়ে আহলে সূন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা কি? (৪০/২৮০)
- মে'০৯ জুম'আর দিন ওয়ু-গোসল করে ও আতর ব্যবহার করে ছালাতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে গমন করলে (১১/৮) প্রতি কদমে এক বছরের গোনাহ মাফ হয় কি? (১/২৮১)
- .. মানুষের রোগ-ব্যাদি হ'লে গোনাহ মাফ হয় কি? (২/২৮২)
- .. দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য স্ত্রীর কাছে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? (৩/২৮৩)
- .. ঈছালে ছওয়াব ও ওরস শব্দের অর্থ কী? উক্ত পদ্ধতিতে ছওয়াব পৌছানো সম্ভব কি? এ ধরনের ওয়ায মাহফিল করা ও সেখানে যাওয়া যাবে কি? (৪/২৮৪)
- .. অনেক সময় মাহরাম পুরুষ ছাড়াও নিজ প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথা বলতে হয় এবং প্রয়োজনীয় লেনদেন করতে হয়। এ সময় মুখ খোলা রাখা যাবে কি? (৫/২৮৫)
- .. ৭ম দিনে আক্বীক্বার জন্য ক্রয় করা ছাগল হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে করণীয় কী? (৬/২৮৬)
- .. আহলেহাদীছ ও মাযহাবীদের ছালাতে ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেবল ইমামগণের ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্যের কারণে সূন্নাতের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং উভয়ের ছালাতই সঠিক। যেকোন একটির প্রতি আমল করলেই চলবে। উক্ত দাবীর সত্যতা জানতে চাই। (৭/২৮৭)
- .. 'ছালাতুল আউওয়াবীন' নামে ৬ রাক'আত ছালাতের পক্ষে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ কি? (৮/২৮৮)
- .. বিতর ছালাত আদায়ের পর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি? তাহাজ্জুদ পড়লে পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি? (৯/২৮৯)
- .. ছালাত আদায়ের জন্য সূতরা কতটুকু উঁচু হওয়া প্রয়োজন? ব্যাগ, জুতা বা তাসবীহ দ্বারা সূতরা করা যাবে কি? (১০/২৯০)
- .. নাপিতকে চুলসহ অনেকের দাড়িও কেটে দিতে হয়। এজন্য পাপ হবে কি? (১১/২৯১)
- .. যারা শুধু জুম'আ ও ঈদের ছালাত আদায় করে তাদেরকে মুসলিম বলা যাবে কি? (১২/২৯২)

..	ঈদের দিনে 'আল্লাহ আকবার কাবীরা, আল-হামদু লিল্লা-হি কাছীরা তাকবীর পড়া যাবে কি?	(১৩/২৯৩)
..	অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা ও আযান দেওয়া যাবে কি?	(১৪/২৯৪)
..	'জান বাঁচানো ফরয'। এ কথাটি কি ঠিক?	(১৫/২৯৫)
..	বিচার করার পর আবাবরো যেন দ্বন্দ্ব-ফাসাদে লিপ্ত না হয়, সেজন্য গ্রামের বিচারকেরা অপরাধীর নিকট থেকে অগ্রিম কিছু টাকা নেন যাকে 'মুচলেকা' বলে। এটা নেওয়া জায়েয হবে কি?	(১৬/২৯৬)
..	কুনূত পড়ার পর বা হাত তুলে দো'আ করার পর মুখে হাত মাসাহ করা যাবে কি?	(১৭/২৯৭)
..	সিজদার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা না জমা থাকবে? সিজদার সময় আগে কপাল যাবে না আগে নাক যাবে?	(১৮/২৯৮)
..	ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে 'আল-হামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি, মুবা-রাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রাক্বুনা ওয়া ইয়ারযা' বলতে হবে কি? ছালাতের মধ্যে হাঁচির দো'আর উত্তর দিতে হবে কি?	(১৯/২৯৯)
..	কবরে কি তিনটি প্রণাম করা হবে না পাঁচটি?	(২০/৩০০)
..	একদা নবী করীম (ছাঃ) একটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় তার শান্তি অনুভব করেন। তারপর তিনি তাতে খেজুরের ডাল পুতে দিলে কবরের শান্তি বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত ঘটনা কি সত্য?	(২১/৩০১)
..	কীভাবে কবর যিয়ারত করতে হবে? শুরুতে ৩/৪ বার নাস, ফালাক্বু, ইখলাছ ও দরুদ পড়া যাবে কি?	(২২/৩০২)
..	মসজিদে টাইলসের মিম্বর তৈরি করা যাবে কি?	(২৩/৩০৩)
..	দীর্ঘদিন অসুস্থ ব্যক্তির নিকটে সোয়া লক্ষ বার দো'আয়ে ইউনুস পড়লে রোগী দ্রুত সুস্থ হবে, নয় মারা যাবে। একথা কি ঠিক?	(২৪/৩০৪)
..	ফরয ছালাতের সময় বাচ্চা কাঁদলে পিছনে গিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৫/৩০৫)
..	'কুচে' খাওয়া যাবে কি? অনেকেই একে হারাম বলেন।	(২৬/৩০৬)
..	একজন মহিলার কী কী গুণ থাকলে জান্নাতে যেতে পারবে?	(২৭/৩০৭)
..	ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুছল্লীদের জন্য ইমাম অপেক্ষা করতে পারবেন কি?	(২৮/৩০৮)
..	বিদ'আতী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৯/৩০৯)
..	রুক্বু থেকে উঠে হাত কোথায় থাকবে? অনেকে ছেড়ে দেন, কেউ বুক বাঁধেন, কেউ উঁচু করে রাখেন। কোনটি সঠিক?	(৩০/৩১০)
..	পেশাব-পায়খানা শেষে পানি থাকা অবস্থায় টিলা-কুলুখ ব্যবহার করার পর পানি নেওয়া যাবে কি?	(৩১/৩১১)
..	আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার জন্য ফেরেশতাকে মাটি আনার জন্য বলেন। ফেরেশতা কোন কোন স্থান থেকে মাটি নিয়েছিলেন এবং কোন কোন অঙ্গ তৈরি করেছিলেন?	(৩২/৩১২)
..	ইদরীস (আঃ) জান্নাতে প্রবেশ করলেন। পিছন থেকে জিবরীল (আঃ) অনেকবার ডাকলেন। কিন্তু তিনি জান্নাত থেকে বের হননি। এ ঘটনা কি ঠিক?	(৩৩/৩১৩)
..	কবর যিয়ারতের প্রসিদ্ধ দো'আ আস-সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরে ওয়া নাহনু বিল আছরি। এটা কি ছহীহ?	(৩৪/৩১৪)
..	রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যবসা করা যাবে কি? এর জন্য ঘর ভাড়া ও মোবাইল ফোনে গান-বাজনা ডাউন লোড করা যাবে কি?	(৩৫/৩১৫)
..	আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম কীভাবে পাঠ করতে হবে?	(৩৬/৩১৬)
..	মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কবরের চার কোণায় দাঁড়িয়ে 'চার কুল' পড়ার দলীল আছে কি?	(৩৭/৩১৭)
..	কোন কোন কুরআনের শুরুতে কিংবা শেষে তাবীযের বিভিন্ন ধরনের নকশা অংকন করা আছে। একশ্রেণীর আলেম টাকার বিনিময়ে উক্ত নকশার মাধ্যমে তাবীয দিয়ে থাকেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?	(৩৮/৩১৮)
..	মানুষ ও জিন ব্যতীত অন্যান্য জীবের প্রাণ সংহার করেন কে? মালাকুল মউতের জীবন হরণ করবেন কে?	(৩৯/৩১৯)
..	ফেরাউন কোন সাগরে ডুবে মরেছিল?	(৪০/৩২০)
জুন '০৯ (১১/৯)	ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা ও কাফন-দাফন কীভাবে করতে হবে?	(১/৩২১)
..	কবর পাকা করা ও তার গায়ে ঠিকানা লেখা যাবে কি?	(২/৩২২)
..	৫০ বার কা'বা ঘর ত্বাওয়াফ করলে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায় কি?	(৩/৩২৩)
..	রোগ-ব্যাদি ভাল করার উদ্দেশ্যে কিংবা দুনিয়াবী কোন মকছূদ হাছিলের জন্য কুরআন দ্বারা বাড়-ফুক করা এবং তাবীয দিয়ে টাকা-পয়সা নেয়া যাবে কি?	(৪/৩২৪)
..	'আল্লাহুমা হাসিবনী হিসাবাই ইয়াসীরা' দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে কখন বলতেন?	(৫/৩২৫)
..	জানাযার ছালাতে কি ছানা পড়তে হবে? সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়ার দলীল কি?	(৬/৩২৬)
..	মাকড়সা নাকি শয়তান। আল্লাহ তার আকৃতি পরিবর্তন করে এরূপ করেছেন। এ মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?	(৭/৩২৭)
..	কাদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' বলা হয়? তাঁদের বেশিষ্ট্য কী?	(৮/৩২৮)
..	কুনূতে নাযিলাহ কী? কখন পাঠ করতে হয়?	(৯/৩২৯)
..	অনেকেই বাড়ীর পাশে কিংবা মসজিদের পাশে কবর দেয়ার জন্য বলে থাকেন। কোন স্থানে কবর হওয়া ভাল?	(১০/৩৩০)
..	কা'বা ঘর তাওয়াফ করার ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১১/৩৩১)
..	মৃত ব্যক্তিকে কবরে কীভাবে শোয়াতে হবে?	(১২/৩৩২)
..	গোনাহগার মানুষের শান্তি কখন থেকে শুরু হয়? মরণের পরে না কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পরে?	(১৩/৩৩৩)
..	মৃত ব্যক্তিকে কবরে কোন দিক থেকে নামাতে হবে?	(১৪/৩৩৪)

..	আহলেহাদীছের পরিচয় কি এবং সেভাবে নিজেকে গড়ার পদ্ধতি কি?	(১৫/৩৩৫)
..	কা'বা ঘরে সব সময় তাওয়াফ ও ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১৬/৩৩৬)
..	নেয়ামুল কুরআন বইয়ের ২৩৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, দশ প্রকার লোকের দেহ কবরে পচবে না। (১) পয়গম্বর (২) শহীদ (৩) আলেম (৪) গাযী (৫) কুরআনের হাফেয (৬) মুওয়াযযিন (৭) সুবিচারক বাদশা বা সরদার (৮) সূতিকাগারে মৃত রমণী (৯) বিনা অপরাধে নিহত ব্যক্তি (১০) জুম'আর দিন যার মৃত্যু হয়। উক্ত কথাগুলো কি সঠিক?	(১৭/৩৩৭)
..	নেশাদার দ্রব্য পানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে শারঈ বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/৩৩৮)
..	মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ওয়াজিব যদি সে কাফের হয়। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	
..	'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামকরণ করা হ'ল কেন?	(১৯/৩৩৯)
..	জাদু করা ও দেখা কী ধরনের গোনাহ?	(২০/৩৪০)
..	জানায়ার সময় লাশকে সামনে রেখে তার প্রশংসা করা যায় কি?	(২১/৩৪১)
..	রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা ও সমস্যার সমাধান দেওয়া জায়েয কি?	(২২/৩৪২)
..	মাসবুক যদি যোহর, আছর কিংবা মাগরিবের শেষ রাক'আত বা শেষের দু'রাক'আত পায় তাহ'লে পরবর্তী রাক'আতগুলোর কিরাআত কেমন হবে?	(২৩/৩৪৩)
..	খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি?	(২৪/৩৪৪)
..	কবর থেকে লাশ বের করে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় কি?	(২৫/৩৪৫)
..	ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار- উক্ত আয়াতের শেষে দুনিয়ার শান্তি, কবরের শান্তি ও ক্বিয়ামতের শান্তির কথা যোগ করা যাবে কি? যেমন- 'ওয়াক্বিনা আযাবাল ক্বাবরি', 'ওয়াক্বিনা আযাবাল আখিরাহ' ইত্যাদি।	(২৬/৩৪৬)
..	সমাজে প্রচলিত আছে, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে সবাই সমান। একথা কি সত্য?	(২৭/৩৪৭)
..	এসিড মারার অপরাধ কেমন? শরী'আতে এর শাস্তি কী?	(২৮/৩৪৮)
..	গৃহপালিত পশু-পাখি যেমন গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর পায়ের নখ বা ক্ষুর তুলে এগুলো খাওয়া কি জায়েয?	(২৯/৩৪৯)
..	মুসা (আঃ)-এর হাতে ল্যাঠি ছিল আদম (আঃ)-এর। তিনি জান্নাত থেকে আসার সময় জান্নাতের গাছের একটি ডাল নিয়ে এসেছিলেন। ডালটি আদম (আঃ) লাঠিরূপে ব্যবহার করেছিলেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নবীগণের হাতে আসতে থাকে। শেষে মুসা (আঃ)-এর নিকট এসে পৌঁছে। এ লাঠির অনেক মু'জিয়া ছিল। উক্ত ঘটনা কি সত্য?	(৩০/৩৫০)
..	দেশে প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতে যোগ দেয়া যাবে কি? তারা কি রাসূলের পদ্ধতিতে তাবলীগ করে? নবী করীম (ছাঃ)-এর তাবলীগের পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/৩৫১)
..	নাজী ফেরকা সম্পর্কিত হাদীছটির সারমর্ম জানতে চাই।	(৩২/৩৫২)
..	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে দলকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাদের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে?	(৩৩/৩৫৩)
..	কত সালে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়? প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন?	(৩৪/৩৫৪)
..	মাসবুক তার ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো আদায় করার সময় তাকবীর ও কিরাআত সরবে আদায় করবে না নীরবে আদায় করবে?	(৩৫/৩৫৫)
..	জনৈক ব্যক্তি বলেন, পাগড়ী পরার ফযীলত অনেক। অতএব টুপি পরা সুন্নাত হ'লে পাগড়ী পরা ফরয হবে। একথা কি ঠিক?	(৩৬/৩৫৬)
..	ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি কিভাবে হয়?	(৩৭/৩৫৭)
..	শহীদ কে? কোন কোন শ্রেণীর মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের শহীদ বলা যায়?	(৩৮/৩৫৮)
..	ওহেদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গে গেলে যে রক্ত বের হয়েছিল সেই রক্ত ছাহাবীগণ পান করেছিলেন কি?	(৩৯/৩৫৯)
..	ইমাম-মুজাদী মিলে সরবে তিনবার আমীন বলার কোন দলীল আছে কি?	(৪০/৩৬০)
..	তাবীয ও বাডফুক্বক্ব দিন এমন ইমামের পিছনে ছালাত হবে কি?	(১/৩৬১)
..	ওযু করার সময় মুখে ও নাকে এক সঙ্গে পানি দিতে হবে, না পৃথক পৃথকভাবে পানি দিতে হবে?	(২/৩৬২)
..	যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতের স্থলে নিয়মিতভাবে দুই রাক'আত করে পড়া যাবে কি? তাছাড়া উক্ত চার রাক'আত সুন্নাত দুই দুই রাক'আত করে পড়া যাবে কি?	(৩/৩৬৩)
..	সূরা কাওছরের ২ নং আয়াতের সঠিক অর্থ কি?	(৪/৩৬৪)
..	ঘুমানোর সময় যে ব্যক্তি 'আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতুব্ব ইলাইহি' এই দো'আ তিনবার পড়বে তার সমস্ত গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণও হয়, গাছের পাতা, একত্রিত বালি ও দুনিয়ার দিনগুলোর সমানও হয়। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৫/৩৬৫)
..	মৃত ব্যক্তির খাটিয়া বহন করার সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি বলে যিকির করা এবং পথে তিনবার খাটিয়া নামানো যাবে কি?	(৬/৩৬৬)
..	আক্বীক্বা করার সময় পঠিতব্য কোন দো'আ আছে কি? এ সময় 'আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা' বলতে হবে কি এবং বাচার নাম উল্লেখ করতে হবে কি?	(৭/৩৬৭)
..	সুসন্তান দো'আ করলে মৃত পিতা-মাতার সমস্ত পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি?	(৮/৩৬৮)
..	হাদীছে এসেছে, তোমরা তিনটি কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাস। আমি আরবী, কুরআন আরবী এবং জান্নাতের ভাষাও আরবী। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৯/৩৬৯)
..	ওযু করা অবস্থায় আযানের জবাব দেওয়া যাবে কি? জুম'আর খুববার পূর্বে যে আযান দেওয়া হয় তার জবাব দেওয়া কি নিষিদ্ধ ও মাকরুহ?	(১০/৩৭০)

জুলাই'০৯
(১১/১০)

- .. সূরা তাক্বুর একবার পড়লে এক হাজার আয়াত পড়ার সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীছটি কি ছহীহ? (১১/৩৭১)
- .. অধিকাংশ মুছল্লী ছালাতে দাঁড়ানোর সময় পরস্পরের মাঝে অনেক ফাঁক রেখে দাঁড়ায়। এর পক্ষে কোন ছহীহ দলীল আছে কি? দু'জনের ফাঁকে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে একথা কি সত্য? (১২/৩৭২)
- .. মসজিদে জায়গা সংকুলান না হ'লে উক্ত জমি বিক্রি করে মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? (১৩/৩৭৩)
- .. রাসূল (ছাঃ) তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করে দিতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন,। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলেন এবং পুনরায় মৃত্যুবরণ করলেন। এটা কি ঠিক? (১৪/৩৭৪)
- .. তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল কি অহী-র অন্তর্ভুক্ত? (১৫/৩৭৫)
- .. বৃষ্টি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি কি? (১৬/৩৭৬)
- .. ফরয গোসল করার সময় মাথা মাসাহ করতে হবে কি? (১৭/৩৭৭)
- .. 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহি' অথবা 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীমা রায়াকতানা ওয়াক্বিনা আযা-বান্নার' বলে খাওয়া শুরু করা এবং শেষে 'শুকুর আল-হামদুলিল্লাহি' বলা কি শরী'আত সম্মত? (১৮/৩৭৮)
- .. 'আইসিসি' (ICC) কর্তৃক আয়োজিত ক্রিকেট খেলা সহ বিভিন্ন ধরনের বিশ্বকাপ ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা যাবে কি? (১৯/৩৭৯)
- .. তামাক চাষ করা যাবে কি? তামাকের টাকা মসজিদে লাগানো যাবে কি? (২০/৩৮০)
- .. ব্যবহার্য ৫ ভরি স্বর্ণ ও কম-বেশী ২০ ভরি রূপা ও নগদ টাকা থাকলে যাকাত দিতে হবে কি? (২১/৩৮১)
- .. লাল টিপ কাদের জন্য প্রযোজ্য? টিপ ব্যবহার করা যাবে কি? (২২/৩৮২)
- .. ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণের শরী'আত সম্মত পদ্ধতি কি? (২৩/৩৮৩)
- .. স্বামী স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছে। তারা আবার ঘর সংসার করতে চায়। এখন তাদের করণীয় কি? (২৪/৩৮৪)
- .. কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা দেয়া কি জায়েয? (২৫/৩৮৫)
- .. পেশাব পায়খানায় বসে কথা বলা যায় কি? টিলা নিয়ে হাঁটা-হাঁটি এবং কথাবার্তা বলা যায় কি? (২৬/৩৮৬)
- .. কোন ব্যক্তির দু'/তিন বার জানায়ার ছালাত হ'লে একই ব্যক্তি দু'/তিন বার জানায়ার ছালাতে অংশগ্রহণ করতে পারে কি? (২৭/৩৮৭)
- .. প্রত্যেক সালাম ফিরানোর পর 'আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবীহী ওয়া রসুলীহী, ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তা'আলা' পড়া যাবে কি? (২৮/৩৮৮)
- .. সিজদা শুরু কিভাবে দিতে হয়? যে কোন দিকে মুখ করে সিজদা দেয়া যাবে কি? (২৯/৩৮৯)
- .. পর্দা বজায় রেখে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে চাকরী করা শরী'আত সম্মত হবে কি? (৩০/৩৯০)
- .. শ্বশুর বাড়ী গিয়ে লজ্জায় ফরয গোসল না করেই ফজরের ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত হবে কি? (৩১/৩৯১)
- .. জানাযা বহন করার সময় মৃত ব্যক্তিকে যে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয় তাতে 'আয়াতুল কুরসী' সহ বিভিন্ন দো'আ ও আয়াত লেখা থাকে। এগুলো মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কোন উপকারে আসে কি? (৩২/৩৯২)
- .. আল্লাহর সৃষ্টির ভিতরে মানুষ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহ'লে ইহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু সবাই কি শ্রেষ্ঠ? (৩৩/৩৯৩)
- .. মুওয়াযযিন আযান দেয়ার পর ইমামতি করতে পারে কি? (৩৪/৩৯৪)
- .. 'রাসুলুলাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে বসে পেশাদার আরব গায়িকাদের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীতবাদ্য উপভোগ করেছেন'। এ কথা কি ঠিক? (৩৫/৩৯৫)
- .. ১০ মুহাররম কিয়ামত সংঘটিত হবে বলে কোন হাদীছ আছে কি? (৩৬/৩৯৬)
- .. মহিলাদের পর্দা রক্ষার ক্ষেত্রে শরীরের কতটুকু ঢেকে রাখতে হবে এবং কতটুকু খোলা রাখা যাবে? (৩৭/৩৯৭)
- .. জুম'আর দিনে দুই আযান দেওয়া কি জায়েয? কোথায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে হবে? মিম্বরের নিকটে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার দলীল কি? (৩৮/৩৯৮)
- .. মক্কায় চার মাযহাবের চার মুছাল্লা চালু আছে কি? (৩৯/৩৯৯)
- .. ছালাতের পর আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করলে হিসাবে ভুল হয়। কতবার হ'ল তাতে সন্দেহ হয়। এ অবস্থায় করণীয় কী? (৪০/৪০০)
- .. আগষ্ট'০৯ (১১/১১) আল্লাহ কি নিরাকার? তিনি কি সর্বত্র বিরাজমান? (১/৪০১)
- .. পবিত্র রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরের বেজোড় রাত্রি অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৯ -এর রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করে তারপর ইবাদত করা হয়। এই রাতে ওয়ায করে সময় ব্যয় করা কি হাদীছ সম্মত? (২/৪০২)
- .. জেলখানায় জুম'আ মসজিদ নেই। তাহ'লে জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য করণীয় কী? (৩/৪০৩)
- .. আমি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে প্রতি বছরই ২/৪টি করে ছিয়াম ক্বাযা করে ফেলি। পরে আর আদায় করিনি। এখন দেখি অসুস্থ ও সফর ছাড়া ছিয়াম কাযা করা যায় না। বিগত ছিয়ামগুলির ব্যাপারে আমার করণীয় কি? (৪/৪০৪)
- .. যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের আগে ৪ রাক'আত ও পরে ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাত পড়বে তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। এ হাদীছ কি ছহীহ? (৫/৪০৫)
- .. জুম'আর খুৎবা অবস্থায় হাতে লাঠি রাখতে হবে কি? (৬/৪০৬)
- .. পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, না সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে? (৭/৪০৭)
- .. জানায়ার ছালাতে হানা পড়া যাবে কি? (৮/৪০৮)
- .. ইসলামী ব্যাংকে ৫/১০ বছরের মেয়াদে যে টাকা রাখা হয় তার কি যাকাত দিতে হবে? (৯/৪০৯)
- .. যে সংগঠন শিরক-বিদ'আতমুক্ত নয় তার সাথে জড়িত থাকা যাবে কি? নারীদের সংগঠন করা কি বাধ্যতামূলক? (১০/৪১০)
- .. প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কি কবরে চাপ দেওয়া হবে? সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-কে কেন চাপ দেওয়া হয়েছিল? (১১/৪১১)

..	কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া কি হারাম?	(১২/৪১২)
..	অলী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না। কিন্তু অমুসলিম নারী মুসলমান হ'লে তার অলী কে হবেন?	(১৩/৪১৩)
..	ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত দিতে হবে কি?	(১৪/৪১৪)
..	ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলে অথবা ইমামের আগে চলে গেলে করণীয় কী?	(১৫/৪১৫)
..	মিথ্যা এবং কৌশলের মধ্যে পার্থক্য কী?	(১৬/৪১৬)
..	কেউ কেউ মসজিদে যিকর করতে করতে এক পর্যায়ে বিকট শব্দে যিকর করে। এভাবে যিকর করা যাবে কি?	(১৭/৪১৭)
..	পানের সাথে জর্দা খাওয়া যাবে কি? জর্দার দুর্গন্ধ মুখে থাকলে ছালাত হবে কি?	(১৮/৪১৮)
..	মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে মারইয়াম, আসিয়া ও হাযেরা দুনিয়ায় নেমে এসে ধাত্রীর কাজ করেছিলেন কি?	(১৯/৪১৯)
..	যেসব ফকীর-মিসকীন ছালাত আদায় করে না তাদেরকে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে কি?	(২০/৪২০)
..	মি'রাজের সময় আরশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তা'আলা কি তাঁর রাসূলকে জুতাসহ আরশে যেতে বলেছিলেন?	(২১/৪২১)
..	পায়খানার ট্যাংকির উপরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২২/৪২২)
..	কোন মহিলা পারিবারিক কবরস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও যিয়ারত করতে পারবে কি?	(২৩/৪২৩)
..	কোন ব্যক্তি ১০ হাজার টাকায় ২০ শতক জমি গ্রহণ করল এবং এক বছর পর জমির মালিককে জমি ফেরত দিল। মালিকও টাকা ফেরত দিল। এই পদ্ধতি কি জায়েয? এই পদ্ধতিতে উপার্জিত অর্থ সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	(২৪/৪২৪)
..	মহিলারা কবরে মাটি দিতে পারে কি?	(২৫/৪২৫)
..	ইফতারের সময় হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ করা যায় কি?	(২৬/৪২৬)
..	কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমতি সাপেক্ষে রেলওয়ের জায়গায় নির্মিত একটি ওয়াক্জিয়া মসজিদে ১৫/১৬ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করা হচ্ছে। এখন উক্ত মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ওয়াক্জিকৃত জায়গা ছাড়া জুম'আ ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?	(২৭/৪২৭)
..	সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করা যায় কি?	(২৮/৪২৮)
..	মৃত পিতা-মাতাকে জান্নাতবাসী বলে সম্বোধন করা যাবে কি?	(২৯/৪২৯)
..	রামাযান মাসে সাহরীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে কি এবং তাহাজ্জুদের ছালাত পড়তে হবে কি?	(৩০/৪৩০)
..	মসজিদে কা'বা গৃহের ছবিযুক্ত টাইলস লাগানো কি শরী'আত সম্মত?	(৩১/৪৩১)
..	ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য 'ঝুঁকি তহবিল' হিসাবে ইসলামী বীমা করা যাবে কি? উক্ত অর্থের যাকাত কিভাবে প্রদান করতে হবে?	(৩২/৪৩২)
..	প্রায় একশ' বছর পূর্বের একটি মসজিদের পার্শ্বে ৫ শতক জমি আছে। এলাকাবাসী ঐ জায়গাটুকু সহ মসজিদ সংস্কার করতে চায়। কিন্তু কিছু লোক বলছে, বহুদিন পূর্বে ঐ স্থানে কবর ছিল। তবে এখন কবরের কোন অস্তিত্ব নেই। এক্ষেত্রে এলাকাবাসীর জন্য করণীয় কী?	(৩৩/৪৩৩)
..	'ছালাত মুমিনদের জন্য মি'রাজ স্বরূপ'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৪/৪৩৪)
..	ডমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত হাদীছের অবস্থা জানতে চাই।	(৩৫/৪৩৫)
..	'তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ কর না'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৬/৪৩৬)
..	মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর সময় উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে মৃত ব্যক্তি ভাল ছিল কি-না জিজ্ঞেস করা কি শরী'আত সম্মত?	(৩৭/৪৩৭)
..	অসুস্থ ব্যক্তি বা দুগ্ধবতী, গর্ভবতী মহিলারা রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করতে অক্ষম হ'লে তাদের জন্য করণীয় কী?	(৩৮/৪৩৮)
..	'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলুম শিক্ষা কর' এটা কি হাদীছ?	(৩৯/৪৩৯)
..	কোন কোন দ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হবে? টাকা-পয়সা দ্বারা ফিতরা আদায় করা যাবে কি?	(৪০/৪৪০)
সেপ্টেম্বর'০৯ (১২/১২)	ছিয়াম অবস্থায় থুথু গিলে ফেললে, রক্ত বের হলে এবং অনিচ্ছায় বমি হলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় কি?	(১/৪৪১)
..	অনেক স্থানে জুম'আ এবং দুই ঈদের দিনে সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করা হয়। কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি কী?	(২/৪৪২)
..	মোবাইল ফোনের মেমোরী থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে এবং অন্যকে শুনালে ছওয়াব হবে কি?	(৩/৪৪৩)
..	ফিতরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে কি?	(৪/৪৪৪)
..	নিজে কোন আমল না করে অন্যকে তার নছীহত করা কি ধরনের অপরাধ?	(৫/৪৪৫)
..	জনৈক পীর ছাহেব তাবীয দিয়ে ১০ টাকা করে হাদিয়া নেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন, শাফেঈ মাযহাব মতে তাবীয দেয়া জায়েয। এর সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৬/৪৪৬)
..	জনৈক বক্তা বলেন, মানুষের আয়ু ও খাবার নির্ধারিত আছে। ৬০ বছরের খাবার ৪০ বছরে খেয়ে নিলে ৬০ বছরের সমান ইবাদতের সুযোগ থাকে না আর ৬০ বছরের খাবার ৮০ বছরে খেলে ইবাদতের সুযোগ বেশী হয়ে যায়। একথা কি ঠিক?	(৭/৪৪৭)
..	আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট এসে দেখল তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছে। তখন সে ময়দানের দিকে বের হল। অতঃপর তার স্ত্রী যখন দেখল তার স্বামী খাদ্যের তালাশে বের হ'লেন, তখন সে আটা পিষার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট অপর পাটের উপর রাখল। অতঃপর চুলার কাছে গিয়ে আগুন জ্বালাল। তারপর দো'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রিযিক দান কর। তারপর সে চাক্কির পাশে রক্ষিত পাত্রটির প্রতি লক্ষ্য করল ও দেখল যে তা ভর্তি হয়ে গেছে। অতঃপর সে রুটি তৈরী করার জন্য চুলার কাছে গিয়ে দেখে যে, সেখানকার পাত্রটি রুটিতে পরিপূর্ণ। তারপর স্বামী ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারো নিকট হ'তে কিছু পেয়েছ? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে পেয়েছি। অতঃপর লোকটি চাক্কির নিকট গিয়ে পাটটি খুলে রাখল এবং নবী (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা সব খুলে বলল। তিনি শুনে বললেন, চাক্কির পাটটি না সরালে কিয়ামত পর্যন্ত তা ঘুরতে থাকত এবং আটা বের হ'তে থাকত (আহমাদ হা/১০৬০৬;	(৮/৪৪৮)

- মিশকাত হা/৫৩১১)। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?
- .. জুম'আর দিন পিতা-মাতার কবর ভিয়ারত করা উত্তম। এ কথার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। (৯/৪৪৯)
- .. নামের প্রথমে মুহাম্মাদ লেখা যাবে কি? অনেকেই যরুরী মনে করে। আবার অনেকে বলে মুহাম্মাদ লিখলে গুনাহ হবে। কোনটি সঠিক? (১০/৪৫০)
- .. কুরআন নিয়মিত রাতে না পড়লে কুরআন সুফারিশ করবে না। অনুরূপ সূরা মুলক রাতে শোওয়ার পর না পড়ে দিনে পড়লে কবরের শাস্তি মাফ হবে না। একথা কি ঠিক? (১১/৪৫১)
- .. কিরামান ও কাতেবীন দুইজন ফেরেশতা মানুষের হিসাব লিখেন। এ কথা কি ঠিক? (১২/৪৫২)
- .. ঈদের ছালাতের পর পরস্পরে কোলাকুলি করা কি জায়েয? (১৩/৪৫৩)
- .. গল্প-উপন্যাস পড়া কিংবা লেখা যাবে কি? (১৪/৪৫৪)
- .. বিভিন্ন মসজিদে তারাভীহর ছালাতে মুনাজাতের সময় 'ইয়া মজীরু ইয়া মুজীরু' বলে যে দো'আ পড়া হয় তার ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। (১৫/৪৫৫)
- .. অনেক স্থানে দুই বা তিন জন ব্যক্তি ঈদের খুৎবা প্রদান করেন। এটা কি সন্নাত সম্মত? (১৬/৪৫৬)
- .. জনৈক ব্যক্তি মসজিদের কিছু আসবাবপত্র চুরি করে। এখন সে অত্যন্ত অনুতপ্ত। সে আল্লাহর কাছে কিভাবে ক্ষমা পেতে পারে? (১৭/৪৫৭)
- .. সূরা মুলকের ৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন হ'ল, সাত আসমানের কোনটি ক্বী ঘারা তৈরী? (১৮/৪৫৮)
- .. কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করা যাবে কি? (১৯/৪৫৯)
- .. ডি.ভি. লটারীর মাধ্যমে আমেরিকা গিয়ে অর্থ উপার্জন করা বৈধ কি? (২০/৪৬০)
- .. 'দেবর মরণ সমতুল্য'-এর তাৎপর্য কী? প্রাপ্ত বয়স্ক ভাইয়ের সামনে বোন ওড়না ছাড়া যেতে পারে কি? ছেলে মায়ের সাথে কত বছর পর্যন্ত একই বিছানায় ঘুমাতে পারে? (২১/৪৬১)
- .. মাযহাব কয়টি ও কি কি? সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব কোনটি? দেশের আইন কাঠামো কোন মাযহাব অনুসারে গঠন হয়ে থাকে? আহলেহাদীছরা পরকালে মুক্তি পাবে কি? (২২/৪৬২)
- .. মি'রাজ রজনীতে আল্লাহর নবী সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছলে তাকে জান্নাত, জাহান্নাম, হাউয কাওছার দেখানো হয়। এ রজনীতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সবকিছুকে স্থির করে দেওয়া হয়। এটা কি ঠিক? (২৩/৪৬৩)
- .. আযানের পর হাত তুলে দো'আ পড়া যাবে কি? (২৪/৪৬৪)
- .. জনৈক বক্তা আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করল সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। যে আলেমদের সাথে মুছাফাহা করল সে আমার সাথে মুছাফাহা করল। যে আলেমদের সাথে বসল সে যেন আমার সাথে বসল, আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার সাথে বসল সে কিয়ামত পর্যন্ত আমার সাথে বসল। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? (২৫/৪৬৫)
- .. অনেক আলেমের মুখে শোনা যায়, জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হলে মৃত ব্যক্তির মঙ্গল হয় এবং যারা জানাযায় শরীক হয় তাদেরও অধিক নেকী হয়। একথা কি সঠিক? (২৬/৪৬৬)
- .. অনেক ইমাম বাচ্চাদেরকে ছালাতের সামনের কাতার থেকে বের করে পিছনে সরিয়ে দেন। এটা কি জায়েয? (২৭/৪৬৭)
- .. যে ব্যক্তি রামাযান মাসে একটি নফল আমল করল সে অন্য মাসে একটি ফরয কাজ করার নেকী পেল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আমল করল সে অন্য মাসের সত্তরটি ফরয আমল করার নেকী পেল। উক্ত হাদীছটি কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সনদ ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন। (২৮/৪৬৮)
- .. সাত দিনের পূর্বে কোন সন্তান মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি? (২৯/৪৬৯)
- .. অনেক স্থানে ক্বদরের রাক্বিগুলোতে তারাভীহর ছালাতের পরও ৮ কিংবা ১২ রাক'আত অতিরিক্ত ছালাত আদায় করা হয়। এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। (৩০/৪৭০)
- .. যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহফ পাঠ করবে সে ৮ দিন পর্যন্ত সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে যদিও তার মাঝে দাজ্জাল এসে যায়। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ? (৩১/৪৭১)
- .. নিয়মিত তাহিয়াতুল ওয়ূর ছালাত আদায় করেন এমন ব্যক্তি মসজিদে এসে যদি দেখেন যে কেবল সূন্নাত পড়ার সময় আছে, তখন তার করণীয় কী হবে? সূন্নাত আদায় করবেন, না তাহিয়াতুল ওয়ূর ছালাত আদায় করবেন? (৩২/৪৭২)
- .. মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিন বেতন নিতে পারেন কি? (৩৩/৪৭৩)
- .. রামাযান মাসে অনেক স্থানে বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে মৃত মাতাপিতার মাগফিরাতের জন্য কুরআন খতম করানো হয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগে এই আমল চালু ছিল কি? (৩৪/৪৭৪)
- .. লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার আশংকায় আমাদের মসজিদে শুধু মাগরিবের ছালাতে মুনাজাত করা হয়। আর অন্য চার ওয়াক্তে করা হয় না। শুধু এক ওয়াক্ত মুনাজাত করা কি জায়েয? (৩৫/৪৭৫)
- .. অনেক মসজিদে তারাভীহর ছালাতে প্রতি চার রাক'আত পর পর 'সুবহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকূতি.... বলে সরবে বড় দো'আ পড়ে থাকে। উক্ত দো'আর প্রমাণে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। (৩৬/৪৭৬)
- .. শবে মি'রাজের রাতে নাকি আমাদের নবী আল্লাহর সাথে দেখা করেছেন এবং কথা বলেছেন। একথা কি সত্য? (৩৭/৪৭৭)
- .. মসজিদের নামে চার শতক জমি মৌখিকভাবে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ঈদের ছালাত আদায় করা হচ্ছে। উক্ত জমি ঈদগাহের নামে রেজিস্ট্রী করে দেয়া যাবে কি? (৩৮/৪৭৮)
- .. আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার কারণে মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারি না। বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায় করি। অনেক সময় সূন্নাতও পড়তে পারি না এতে পাপ হবে কি? (৩৯/৪৭৯)
- .. আমরা অল্প সংখ্যক আহলেহাদীছ লোক মসজিদে গেলে মাযহাবীদের সাথে দ্বন্দ্ব হয়। এ অবস্থায় আমরা পৃথক মসজিদ তৈরী করতে পারি কি? উল্লেখ্য, দুই মসজিদের ব্যবধান হবে আনুমানিক ১০০ গজ। (৪০/৪৮০)